দুনিয়ার মজদুর এক হও!

১.৭.৮৪

কার্ল মার্কস
ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

নির্বাচিত রচনাবলি

বারো খণ্ডে

✲

খণ্ড

৭

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক

К. Маркс и Ф. Энгельс
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В XII ТОМАХ
Том 7
На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

МЭ $\frac{10101\text{-}987}{014(01)\text{-}81}$ 686-81 0101010000

সূচি

কার্ল মার্কস। ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ। সম্পাদনা ননী ভৌমিক ৭

১৮৯১ সালে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা ৭

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণ ২৩

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অভিভাষণ ২৯

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ . ৩৯

১ ৩৯

২ ৫১

৩ ৬০

৪ ৭৯

পরিশিষ্ট ৯৬

১ ৯৬

২ ৯৭

ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস। আন্তর্জাতিকে তথাকথিত ভাঙন। শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের গোপনীয় সার্কুলার। ১০১

১ ১০১

২ ১০৫

৩ . . . . . ১১৭
৪ ১২৭
৫ ১৪৩
৬ ১৪৫
৭ . . . ১৫০
হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস। ১২ এপ্রিল, ১৮৭১ ১৫৪
হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস। ১৭ এপ্রিল, ১৮৭১ ১৫৫
টীকা ১৫৯
সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র ১৮১
নামের সূচি . ১৮৩

কার্ল মার্কস

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ (১)

১৮৯১ সালে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসের ভূমিকা (২)

আমি আগে ভাবি নি যে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ', আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের এই অভিভাষণের একটি নতুন সংস্করণের ব্যবস্থা করতে এবং তার একটা ভূমিকা লিখতে আমাকে বলা হবে। আমি তাই এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু দু'-চারটি কথা বলতে পারব।

উল্লিখিত বড় রচনাটির মুখবন্ধ হিসাবে আমি ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের দুটি ছোটো অভিভাষণ* জুড়ে দিয়েছি। কারণ, প্রথমত, এ দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টির উল্লেখ রয়েছে 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে, অথচ প্রথমটিকে বাদ দিলে দ্বিতীয়টি এমনিতে সর্বত্র বোঝা যায় না। তাছাড়া ইতিহাসের বিরাট ঘটনা যে সময়ে আমাদের চোখের সম্মুখেই ঘটে চলেছে, বা সবেমাত্র ঘটে গেল, সেই সময়েই তাদের চরিত্র, তাৎপর্য এবং অনিবার্য ফলাফল সঠিক ধরতে পারার যে বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে প্রথম দেখিয়েছিলেন, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের চেয়ে মার্কসের লেখা এই রচনাদুটিতেও কম নেই। আর সর্বশেষ কারণ হল এই যে, মার্কস এইসব ঘটনার যে ফলাফল দেখা দেবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমরা জার্মানিতে আজও তা ভোগ করে চলেছি।

লুই বোনাপার্টের বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ যদি আত্মরক্ষামূলক থেকে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিজয়াত্মক যুদ্ধে অধঃপতিত হয়, তাহলে তথাকথিত মুক্তি যুদ্ধের (৩) পরে জার্মানির যে দুর্ভাগ্য দেখা দিয়েছিল, তা প্রবলতর হয়ে আবার ফিরে আসবে — প্রথম অভিভাষণে কথিত এই ভবিষ্যদ্বাণী

---

* এই খণ্ডের ২৩-২৮, ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

কী ফলে নি? এরপর পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্কের শাসন, লোক-খেপানো বক্তাদের (demagogues) (৪) নির্যাতনের বদলে জরুরী আইন (৫) ও সমাজবাদীদের নির্যাতন, তার সঙ্গে পুলিশের ঠিক একই রকম যথেচ্ছাচার এবং আইনের হুবহু একই ধরনের হতভম্বকর ভাষ্য—এই কি আমাদের জোটে নি?

অ্যালসেস-লরেন গ্রাসের ফলে 'ফ্রান্স রাশিয়ার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হবে', এই রাজ্য দখলের পর জার্মানিকে হয় পরিণত হতে হবে রাশিয়ার দাসে, নয়ত বা স্বল্পকাল বিরামের পর নতুন যুদ্ধ সজ্জা করতে হবে, সে যুদ্ধও হবে আবার 'সম্মিলিত স্লাভ ও রোমক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জাতি যুদ্ধ'* (race war)—এই ভবিষ্যদ্বাণীও কি অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয় নি? ফরাসি প্রদেশদুটিকে জার্মানি গ্রাস করে নেওয়ায় ফ্রান্স কি রাশিয়ার বুকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় নি? পুরো বিশ বছর ধরে বিসমার্ক কি জারের কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য বৃথাই তাঁর তোষণ করেন নি এবং এমন সেবা দ্বারা তোষণ, যা 'ইউরোপের প্রথম মহা শক্তি' হয়ে ওঠার আগে ক্ষুদে প্রাশিয়া 'পুণ্য রাশিয়ার' শ্রী পাদপদ্মে যা অঞ্জলি দিত তার চেয়েও হীন? তাছাড়া, অবিরাম কি আমাদের মাথার উপর ঝুলে থাকছে না যুদ্ধরূপ ডামোক্লিসের খড়গ, যে যুদ্ধের প্রথম দিনেই রাজন্যদের সকল চুক্তিবদ্ধ জোট ছাই হয়ে যাবে; যে যুদ্ধ সম্পর্কে ফলাফলের একান্ত অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছুই নিশ্চিত নয়; যে জাতি-যুদ্ধে দেড় কোটি থেকে দুই কোটি সশস্ত্র মানুষ ইউরোপ লুণ্ঠনে লিপ্ত হয়ে পড়বে; যে যুদ্ধ এখনই বাধে নি একমাত্র এই কারণে যে, এর চূড়ান্ত ফলাফলের একান্ত দুর্জ্ঞেয়তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সামরিক বলে বলীয়ান রাষ্ট্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবলতমের মনেও ভয় ঢুকছে?

তাই ১৮৭০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী যে নীতি নিয়েছিল তার দূরদর্শিতার সাক্ষ্যস্বরূপ অর্ধবিস্মৃত এইসব দলিল আবার জার্মান শ্রমিকদের কাছে পেঁছে দিতে আমরা আজ আরও বেশি বাধ্য।

এই দুইটি অভিভাষণ সম্পর্কে যে কথা বললাম, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য। ২৮ মে তারিখে কমিউনের শেষ যোদ্ধারা বেলভিলের

---

* এই খণ্ডের ৩৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

ঢালু জমিতে অতি প্রবল শত্রুশক্তির কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। আর তার মাত্র দুই দিন পরেই, ৩০ মে তারিখে মার্কস সাধারণ পরিষদের সামনে পড়লেন তাঁর এই লেখা, যাতে প্যারিস কমিউনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে সংক্ষিপ্ত, বলিষ্ঠ আঁচড়ে, কিন্তু এমন লক্ষ্যভেদ ক্ষমতায় ও, তার চাইতেও বড় কথা, এমনই সত্যে যে, এই বিষয়ের ওপর পরবর্তী রাশীকৃত সাহিত্যে আর কখনো তা দেখা যায় নি।

১৭৮৯ সালের পর ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ হয়েছে, তার দরুন গত পঞ্চাশ বছরে প্যারিস শহর এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে, সেখানে কোন বিপ্লব দেখা দিলেই তা প্রলেতারীয় রূপ না নিয়ে পারে না; যথা, প্রলেতারিয়েত তাদের রক্ত দিয়ে জয় অর্জন করার পরেই তাদের নিজস্ব দাবিদাওয়া উপস্থিত করেছে। প্যারিসের শ্রমিক শ্রেণী বিকাশের যে স্তরে পেঁছিতে পেরেছে, সেই অনুসারে প্রতিবার তাদের দাবি হয়েছে অল্প বিস্তর ঝাপসা, এমন কি গোলমেলেও; কিন্তু তাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তা পরিণত হয়েছে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী বৈরিতার অবলুপ্তিতে। সত্য বটে, কেউ জানত না কেমন করে এটা ঘটাতে হবে। কিন্তু অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও এই দাবির ভিতরেই নিহিত থাকত বিদ্যমান সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে এক বিপদ; যে শ্রমিকেরা দাবি উপস্থিত করছে তাদের হাতে তখনো থাকত অস্ত্র, তাই রাষ্ট্রের কর্ণধার বুর্জোয়াদের প্রথম অবশ্যকর্তব্য হয়েছিল এদের নিরস্ত্র করা। তাই শ্রমিকেরা যেই না কোন বিপ্লবকে জয়ী করেছে, অমনই শুরু হয়েছে নতুন এক সংগ্রাম, যার শেষ শ্রমিকদের পরাজয়ে।

সর্বপ্রথমে তা ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেণ্টে বিরোধীদলভুক্ত উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা ভোজসভার আয়োজন করত ভোটাধিকার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য, যার উদ্দেশ্য ছিল নিজ দলের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করে তোলা। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের ক্রমেই বেশি করে জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হওয়ায় ধীরে ধীরে বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়াদের র‍্যাডিকাল ও প্রজাতন্ত্রী স্তরগুলিকে পুরোভাগে স্থান ছেড়ে দিতে হয় তাদের। কিন্তু এদের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লবী শ্রমিকেরা, যারা ১৮৩০ সাল থেকে (৬) যতটা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল, তা বুর্জোয়ারা, এমন কি প্রজাতন্ত্রীরা পর্যন্ত ভাবতে পারে নি। সরকার ও বিরোধীদলের ভিতর

সম্পর্কে যখন সঙ্কট ঘনিয়ে এল, সেই মুহূর্তে শ্রমিকেরা শুরু করল রাস্তার লড়াই। উবে গেলেন লুই ফিলিপ এবং তাঁর সঙ্গে গেল ভোট-বিধির সংস্কার; আর সেই জায়গায় দেখা দিল প্রজাতন্ত্র এবং বস্তুত এমন প্রজাতন্ত্র যে, বিজয়ী শ্রমিকেরা তাকে এমন কি 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্র আখ্যা দিল। সামাজিক প্রজাতন্ত্র বলতে ঠিক কী বোঝাবে সে সম্পর্কে কিন্তু কারও স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না, এমন কি শ্রমিকদেরও নয়। কিন্তু তাদের হাতে তখন অস্ত্র; রাষ্ট্রের একটা অন্যতম শক্তি তারা। তাই কর্ণধার বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা যেই পায়ের তলায় খানিকটা শক্ত মাটির মতো কিছু অনুভব করল, অমনি তাদের প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়াল শ্রমিকদের নিরস্ত্রীকরণ। তা করা হল সরাসরি কথা খেলাপ ক'রে, শ্রমিকদের হেনস্থা ও বেকারদের দূর প্রদেশে নির্বাসনের চেষ্টা মারফৎ শ্রমিকদের ১৮৪৮-এর জুনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের (৭) পথে ঠেলে দিয়ে। সরকার আগে থেকেই সতর্কতার সঙ্গে শক্তির বিপুল প্রাধান্য হাতে রেখেছিল। পাঁচ দিন ধরে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর শ্রমিকেরা পরাজিত হল। আর অমনি শুরু হল নিরস্ত্র বন্দীদের রক্তস্নান—রোম প্রজাতন্ত্রের (৮) পতনসূচক গৃহযুদ্ধের দিনগুলির পরে যেমনটি আর দেখা যায় নি। স্বীয় স্বার্থ ও দাবি নিয়ে শ্রমিকেরা পৃথক শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস দেখানো মাত্র বুর্জোয়ারা প্রতিহিংসার কী উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ধাবিত হবে, এই প্রথম তারা তা দেখিয়ে দিল। তবু ১৮৭১ সালের বুর্জোয়া তান্ডবের তুলনায় ১৮৪৮ সালের ঘটনা তো একটা ছেলেখেলা মাত্র।

শাস্তি এল পায়ে পায়ে। প্রলেতারিয়েত যদি বা তখনও ফ্রান্স শাসন করার উপযুক্ত হয়ে উঠতে না পেরে থাকে, তাহলে বুর্জোয়ারাও তা আর পেরে উঠল না। অন্ততপক্ষে সে সময় তারা পেরে উঠল না: তাদের বেশির ভাগটাই তখনো ছিল রাজতান্ত্রিক, তদুপরি তিনটি রাজবংশীয় পার্টিতে (৯) বিভক্ত, চতুর্থটি—একটি প্রজাতন্ত্রী পার্টি। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগে ভাগ্যান্বেষী লুই বোনাপার্ট সমস্ত শাসন-কেন্দ্রগুলি—সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক যন্ত্র—সব হস্তগত করতে পারলেন আর ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে (১০) উড়িয়ে দিতে পারলেন বুর্জোয়াদের শেষ ঘাঁটি, জাতীয় সভা। শুরু হল দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, একদল রাজনৈতিক ও আর্থিক ভাগ্যান্বেষীর হাতে ফ্রান্সের শোষণ; কিন্তু

সেই সঙ্গে শুরু হল শিল্পের এমন অগ্রগতি, যেটা সম্ভব ছিল না লুই ফিলিপের সংকীর্ণমনা সন্তর্পণ শাসন-ব্যবস্থায়, বৃহৎ বুর্জোয়াদের মাত্র এক ক্ষুদ্র অংশের একচ্ছত্র আধিপত্যে। লুই বোনাপার্ট পুঁজিপতিদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলেন একদিকে শ্রমিকদের হাত থেকে বুর্জোয়াদের অন্যদিকে বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার অজুহাতে। সেই সঙ্গে কিন্তু তাঁর আমলে উৎসাহ পেল ফাটকাবাজি এবং শিল্প প্রয়াস—এককথায়, অর্থনীতির এতটা ঊর্ধ্বগতি ও গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীর ধন-বৃদ্ধি যা অতীতে কখনো দেখা যায় নি। তবে দুর্নীতি ও ব্যাপক চুরি-জোচ্চুরি ফেঁপে ওঠে তার চাইতেও বেশি; রাজদরবার হয়ে ওঠে তার কেন্দ্র এবং এ সমৃদ্ধি থেকে মোটা রকমের বখরা লুটতে থাকে।

কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সে তো ফরাসি শোভিনিজমের কাছে আবেদন; ১৮১৪ সালে খোয়া যাওয়া প্রথম সাম্রাজ্যের সীমানা, অন্তত পক্ষে প্রথম প্রজাতন্ত্রের (১১) সীমানা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। সাবেকি রাজতন্ত্রের সীমানার ভিতরে, তার চাইতেও বেশি কর্তিত ১৮১৫ সালের সীমানার অভ্যন্তরে ফরাসি সাম্রাজ্য—এটা বেশি দিন চলতে পারে না। তাই আসে মাঝে মাঝে যুদ্ধ করে সীমানা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু রাইন নদীর বাম তীরের জার্মান এলাকা আত্মসাৎ করার কথায় ফরাসি উগ্রজাতিবাদীদের কল্পনা যতটা ঝলমলিয়ে ওঠে, তা আর কোন ক্ষেত্রের সীমানা সম্প্রসারণে হয় না। রাইন অঞ্চলে এক বর্গমাইল স্থান এদের কাছে আল্প্‌স্‌ বা অন্যত্র দশ বর্গমাইল স্থানের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যদি থাকে, তাহলে এক ধাক্কায় বা ভাগে ভাগে, রাইনের বাম তীর পর্যন্ত এলাকা পুনরুদ্ধারের দাবিটা নিছক সময়ের প্রশ্ন। সে সময় এল, যখন বাধল ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ (১২)। বিসমার্কের হাতে এবং নিজের অতিধূর্ত কালহরণ নীতির ফলে প্রত্যাশিত 'রাজ্য ক্ষতিপূরণের' ব্যাপারে প্রবঞ্চিত হয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করা ছাড়া বোনাপার্টের গত্যন্তর রইল না; সে যুদ্ধ বাধল ১৮৭০ সালে আর বোনাপার্টকে নিয়ে গেল সেদানে এবং সেখান থেকে একেবারে ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে। (১৩)

এর অপরিহার্য ফল হল ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের প্যারিস বিপ্লব। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল তাসের ঘরের মতো; আবার ঘোষিত হল

প্রজাতন্ত্র। কিন্তু শত্রু তখন দ্বারে দণ্ডায়মান; সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী হয় মেৎস-এ এমনভাবে অবরুদ্ধ যে বেরিয়ে আসার আশা নেই, নয় জার্মানিতে বন্দী। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে জনসাধারণ প্রাক্তন আইন সংসদের (Corps Législatif) প্যারিস প্রতিনিধিদের 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' হিসাবে ঘোষিত হতে দিল। এত সহজে এতে রাজি হওয়ার কারণ হল এই যে, বন্দুক কাঁধে নিতে পারে প্যারিস শহরের এমন প্রত্যেকটি মানুষ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল, ফলে তাতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল শ্রমিকেরাই। কিন্তু প্রায় পুরোপুরি বুর্জোয়াদের নিয়ে গঠিত সরকার আর সশস্ত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার বিরোধ অতিশীঘ্র ফেটে পড়ল। ৩১ অক্টোবরে কয়েকটি শ্রমিক বাহিনী টাউন হল চড়াও করে সরকারের একাংশকে বন্দী করে ফেলে। বিশ্বাসঘাতকতা, সরাসরিভাবে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং কতকগুলি পেটি-বুর্জোয়া বাহিনীর হস্তক্ষেপে তারা ছাড়া পেল, এবং প্রাক্তন সরকারকেই শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হল, যাতে বিদেশী সামরিক শক্তি কর্তৃক অবরুদ্ধ নগরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়।

অবশেষে ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি অনাহারক্লিষ্ট প্যারিস আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এমন মর্যাদায় যা যুদ্ধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দুর্গগুলি সমর্পণ করা হল, দুর্গ প্রাকার থেকে অপসৃত হল কামানগুলি, লাইন-সৈন্যদল আর সচল রক্ষিবাহিনীর অস্ত্র তুলে দিতে হল বিজয়ীর হাতে আর তারা গণ্য হল যুদ্ধবন্দী হিসাবে। জাতীয় রক্ষিবাহিনী কিন্তু তাদের অস্ত্র আর কামান হাতছাড়া করে নি; বিজেতাদের সঙ্গে তারা এক যুদ্ধবিরতি-চুক্তি করল মাত্র। বিজেতারাও বিজয়-গৌরবে প্যারিস শহরে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। প্যারিসের মাত্র ছোট এক কোণ দখলের সাহস করেছিল তারা, যে এলাকাটা আবার একাংশে সাধারণের ব্যবহার্য খোলা পার্ক মাত্র, এও তারা দখলে রাখল মাত্র কয়েকদিন! সেই কয়দিনও প্যারিসের সশস্ত্র শ্রমিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রইল তারাই যারা প্যারিস অবরোধ করে ছিল ১৩১ দিন ধরে। বিদেশী বিজেতাদের প্যারিসের যে কোণা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তার সংকীর্ণ সীমানা যাতে কোন 'প্রুশীয়' অতিক্রম না করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল শ্রমিকেরা। যে সৈন্যদলের কাছে সাম্রাজ্যের

সকল বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে, তাদের মনে এমনই শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে প্যারিস শ্রমিকেরা যে প্রুশীয় য়ুঙ্কার* যারা এসেছিল বিপ্লবের জন্মভূমিতে প্রতিশোধ নিতে, তারাই বাধ্য হল এই সশস্ত্র বিপ্লবের সামনেই সসম্ভ্রমে থেমে দাঁড়াতে ও তাকে সেলাম জানাতে!

যুদ্ধ চলাকালে প্যারিসের শ্রমিকদের শুধু এইমাত্র দাবি ছিল যে প্রবলভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন, যখন প্যারিস আত্মসমর্পণ করার পর শান্তি চুক্তি (১৪) হল, তখন নতুন সরকারের প্রধান তিয়েরকে বুঝতে হল যে, প্যারিসের শ্রমিকদের হাতে যতক্ষণ অস্ত্র থাকছে ততক্ষণ বিত্তবান শ্রেণীর—বৃহৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য নিয়ত বিপদের মুখে থাকবে। তাঁর প্রথম কাজই হল শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার এক প্রচেষ্টা। ১৮ মার্চ তারিখে তিনি লাইনের সৈন্যদের পাঠালেন এই আদেশ দিয়ে যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর নিজস্ব কামান কেড়ে আনতে হবে, অথচ প্যারিস অবরোধের সময় এ কামানদল গড়া হয়েছিল সাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে। চেষ্টা বিফল হল; সমগ্র প্যারিস এক হয়ে অস্ত্র হাতে দাঁড়াল তার প্রতিরক্ষায়, এবং একদিকে প্যারিস ও অন্যদিকে ভার্সাইতে অবস্থিত ফরাসি সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হল। ২৬ মার্চ নির্বাচিত আর ২৮ মার্চ ঘোষিত হল প্যারিস কমিউন। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি সে পর্যন্ত সরকারের কাজ চালিয়েছিল, তারা প্যারিসের কলঙ্কিত 'সুনীতি-রক্ষী পুলিশ' ('Morality Police') ভেঙে দেবার আদেশ দিয়ে এবার নিজেদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করল কমিউনের কাছে।—৩০ মার্চ তারিখে সরকার থেকে সৈন্যরিক্রুট ও স্থায়ী সেনাবাহিনী নাকচ করল কমিউন ও ঘোষণা করল যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীই থাকবে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী, আর তাতে ভর্তি করা হবে অস্ত্রবহনক্ষম সমস্ত নাগরিককেই। ১৮৭০ সালের অক্টোবর থেকে পরের বছরে এপ্রিল পর্যন্ত সব বাড়ির ভাড়া কমিউন মকুব করে দিল; সে সময়ের মধ্যে যে ভাড়া দেওয়া হয়ে গিয়েছিল সেটাকে ভবিষ্যতে দেয় ভাড়া হিসাবে জমা নেওয়ার আদেশ হল; পৌরসভার বন্ধকী দোকানে বাঁধাপড়া মালের বিক্রয় বন্ধ হয়ে গেল। কমিউনের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত

---

* য়ুঙ্কার—প্রুশীয় অভিজাত ভূস্বামী।—সম্পাঃ

বিদেশীদের নির্বাচন পাকা করা হল সেই তারিখেই, কারণ 'কমিউনের পতাকা, বিশ্ব প্রজাতন্ত্রেরই পতাকা'।—১ এপ্রিল তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, কমিউনের কোন কর্মচারীর বেতন, সুতরাং কমিউন সদস্যদেরও বেতন ৬,০০০ ফ্রাঙ্কের (৪,৮০০ মার্ক) বেশী হতে পারবে না। পরের দিনই কমিউন চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নকরণ, কোনরূপ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় নিষেধ আর চার্চের সকল সম্পত্তিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ডিক্রি জারী করে। এর ফলে ৮ এপ্রিল ধর্মের সকল প্রতীক, চিত্র, আপ্তবাক্য এবং প্রার্থনাদি, অর্থাৎ যা কিছু 'ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয়ভুক্ত বলে গণ্য' তা সবই শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্করণের আদেশ জারী ও ধীরে ধীরে কার্যকরী করা হল।—দিনের পর দিন ভার্সাই সৈন্যদল কর্তৃক কমিউনের বন্দী যোদ্ধাদের গুলি করে হত্যার জবাবে ৫ এপ্রিল তারিখে শত্রুপক্ষীয় লোকদের জামিন হিসাবে বন্দী রাখার আদেশ হয়; কিন্তু তা কখনো পুরো কাজে প্রয়োগ করা হয় নি।—৬ তারিখে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ১৩৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন গিলোটিন নিয়ে এসে জনগণের বিপুল উল্লাসের মধ্যে তা প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলল।—১৮০৯ সালের যুদ্ধের পর দখল করা কামান গলিয়ে নেপোলিয়ন যা ঢালাই করেছিলেন, ভাঁদোম ময়দানে স্থিত সেই শোভিনিজম ও জাতি-বৈরের প্রতীক বিজয়-স্তম্ভটিকে ধূলিসাৎ করার সিদ্ধান্ত নিল কমিউন ১২ তারিখে। ১৬ মে তারিখে এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হয়েছিল।—যেসব কারখানা মালিকেরা বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের একটা পরিসংখ্যান হিসাব প্রস্তুত করে সেগুলিকে সেখানকার প্রাক্তন শ্রমিকদের দিয়েই আবার চালু করার পরিকল্পনা প্রস্তুতির নির্দেশ এল ১৬ এপ্রিল; এই শ্রমিকেরা সংগঠিত হবে সমবায় সমিতিতে; সমিতিগুলিকে আবার এক মহা সংঘে সংগঠিত করবার পরিকল্পনা নেবারও আদেশ হল।—২০ তারিখে কমিউন রুটি প্রস্তুতকারীদের নৈশ কাজ নিষিদ্ধ করে; কর্ম-সংস্থান দপ্তরগুলিও তুলে দেওয়া হয়; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় থেকে পুলিশ-নিযুক্ত জীবেরা, এক নম্বরের শ্রমিক-শোষক হিসাবে এই সংস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল; এগুলির পরিচালনা প্যারিসের বিশটি মহল্লার (arrondissements) মেয়র দপ্তরগুলির হাতে স্থানান্তরিত করা হয়।—বন্ধকী দোকানগুলিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগতভাবে শোষণ চলে, সেগুলি শ্রমের

হাতিয়ার এবং ঋণের ওপর শ্রমিকদের অধিকারের পরিপন্থী, এই কারণে ৩০ এপ্রিল কমিউন এগুলি তুলে দেবার আদেশ দিল।—ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড দানের পাপ স্খালনের জন্য নির্মিত প্রায়শ্চিত্ত গির্জা নষ্ট করার আদেশ দিল কমিউন ৫ মে তারিখে।

এইভাবে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরুন যেটা আগে পেছনে ছিল, প্যারিসের আন্দোলনের সেই শ্রেণী চরিত্রটি তীক্ষ্ণভাবে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হতে থাকে ১৮ মার্চ থেকে। যেহেতু কমিউনের সভায় বসত হয় প্রায় খাঁটি শ্রমিকেরা, না হয় শ্রমিকদের স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ, সেহেতু তার সিদ্ধান্তগুলিতেও প্রলেতারীয় চরিত্রটি দৃঢ়ভাবে সুপরিস্ফুট। এইসব সিদ্ধান্তে যেসব সংস্কার সাধনের আদেশ জারী করা হল, তা হয় প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা জঘন্য ভীরুতার দরুনই করে নি, অথচ তাদের মধ্যে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ক্রিয়াকলাপের আবশ্যিক ভিত্তি। যেমন, এই নীতির প্রতিষ্ঠা যে রাষ্ট্রের চোখে ধর্ম হল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র। কিংবা কমিউন জারী করল এমন সব হুকুম যেগুলি সরাসরি শ্রমিক শ্রেণীরই প্রত্যক্ষ স্বার্থে, সমাজের প্রাচীন ব্যবস্থাকে যেগুলি অংশত গভীরভাবে বিদীর্ণ করে। অবশ্য শত্রুবেষ্টিত নগরীতে এই সমস্ত কিছু কাজে পরিণত করার ব্যাপারে শুধু প্রথম পদক্ষেপ করাই সম্ভব ছিল। মে মাসের গোড়া থেকে ভার্সাই সরকার যে ক্রমবর্ধিষ্ণু সংখ্যায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে থাকে, তার বিরুদ্ধে লড়াইতেই কমিউনের সমগ্র শক্তি ব্যয় হতে লাগল।

৭ এপ্রিল ভার্সাই সেনাদল প্যারিসের পশ্চিম রণাঙ্গনে নেইলিতে সেন নদীর খেয়াঘাট দখল করে নেয়। আবার অন্যদিকে, ১১ তারিখে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে তাদের আক্রমণ বিপুল ক্ষতিসহ হঠিয়ে দেওয়া হয় জেনারেল ইওদ কর্তৃক। প্যারিসের উপর চলছিল অবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ; চলছিল তাদেরই হাতে যারা শহরের উপর প্রুশীয়দের গোলাবর্ষণকে পবিত্রতা হানি বলে নিন্দা করেছিল। এরাই আবার এখন প্রুশীয় সরকারের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছিল যেন সেদান ও মেৎসের বন্দী ফরাসি সৈন্যদের তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে সেই সৈনিকেরা এদের জন্য প্যারিস পুনর্দখল করতে পারে। মে মাসের গোড়া থেকে এইসব সৈন্যের ক্রমিক প্রত্যাবর্তনে ভার্সাই বাহিনী পেল চূড়ান্ত শক্তি প্রাধান্য। একথা স্পষ্ট বোঝা গেল ২৩

এপ্রিলেই, যখন তিয়ের বন্দী-বিনিময় সম্পর্কিত আলোচনা ভেঙে দিলেন-- কমিউন এ আলোচনার প্রস্তাব করেছিল যাতে প্যারিসের যে আর্চবিশপকে* আর যত পাদ্রীকে প্যারিসে জামিন হিসাবে রাখা হয়েছিল তাদের সকলের বিনিময়ে মাত্র একজনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তিনি হলেন ব্লাঙ্কি, যিনি দুইবার কমিউনের সদস্য নির্বাচিত হলেও আটক ছিলেন ক্লেরভো-তে বন্দী হয়ে। এটা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকট হল তিয়েরের বক্তৃতার সুর পরিবর্তনে, আগে তিনি কথা বলছিলেন সংযত ও দ্ব্যর্থক ভাবে। এখন হঠাৎ সেগুলি হয়ে উঠল উদ্ধত, ক্ষিপ্ত, হুমকিদার। ভার্সাই সেনাদল দক্ষিণ রণাঙ্গনে মুলাঁ-সাকে উপদুর্গ দখল করে নিল ৩ মে তারিখে; ৯ তারিখে নিল ফোর্ট ইসি যেটা গোলাবর্ষণে একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল; ১৪ তারিখে ফোর্ট ভাঁভ। পশ্চিম রণাঙ্গনে তারা এগোতে লাগল ধীরে ধীরে, নগরীর প্রাকার পর্যন্ত বিস্তৃত বহু গ্রাম ও বাড়ি দখল করতে করতে আর শেষ পর্যন্ত এল প্রধান রক্ষাপ্রাকারের কাছে; বিশ্বাসঘাতকতা এবং সেখানকার মোতায়েন জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অসাবধানতার দরুন ২১ তারিখে তারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশে সফল হল। উত্তর ও পূর্ব দিকের দুর্গগুলি দখলে ছিল প্রুশীয়দের। তারা ভার্সাই সৈন্যদের নগরীর উত্তর দিকের এলাকার ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে দিল, অথচ যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী সে এলাকাতে প্রবেশ করা ভার্সাই সৈন্যের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। এইভাবে এগিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাল এমন একটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যা প্যারিসীয়রা স্বভাবতই ধরে নিয়েছিল যুদ্ধবিরতি শর্তে রক্ষিত, ও তাই তার সুরক্ষায় জোর দেয় নি। এর ফলে, প্যারিসের পশ্চিমার্ধে, যা ছিল প্রধানত বিলাসী ধনী পল্লী, সেখানে প্রতিরোধ হল দুর্বল; আক্রমণকারী ফৌজ যতই এগোতে থাকে নগরীর পূর্বার্ধের দিকে, যে অংশটি হচ্ছে আসল শ্রমিক এলাকা তার কাছে, ততই প্রতিরোধ হতে থাকল ক্রমেই ক্ষিপ্ত আর একরোখা। আট দিন ধরে লড়বার পরই বেলভিল ও মেনিলমঁতাঁর উঁচু জমির উপর কমিউনের শেষ রক্ষীরা ভূমিশয্যা নেয়। তারপর নিরস্ত্র পুরুষ, নারী আর শিশুর যে হত্যাকান্ড একাদিক্রমে পুরো সপ্তাহ ধরেই বেড়ে চলেছিল, তা উঠল চরমে।

* দারবুয়া। — সম্পাঃ

ব্রিচলোডার বন্দুকে আর কুলোয় না—যথেষ্ট দ্রুত গতিতে তাতে মানুষ মারা সম্ভব নয়; বিজিতদের শয়ে শয়ে মারা হল মিত্রেলিয়েজের গুলিতে। পের লাশেজ কবরস্থানে যেখানে এই গণহত্যার শেষ অনুষ্ঠান হয়, সেখানে শ্রমিক শ্রেণী তার দাবিদাওয়া নিয়ে দাঁড়াবার সাহস পাওয়া মাত্র শাসক শ্রেণী কতদূর উন্মত্ত হতে পারে তারই মূক অথচ মুখর সাক্ষী হিসাবে 'কমিউনারদের প্রাচীর' আজও দাঁড়িয়ে আছে। তারপর যখন দেখা গেল সকলকেই কচুকাটা করা অসম্ভব, তখন শুরু হল পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার, বন্দীদের মধ্য থেকে ইচ্ছেমতো ধরে আনা লোকদের গুলি করে হত্যা, আর অবশিষ্টদের বড় বড় বন্দীশিবিরে প্রেরণ, যেখানে তারা রইল সামরিক আদালতে বিচারের প্রতীক্ষায়। প্যারিসের উত্তর-পূর্বার্ধ পরিবেষ্টিত করে ছিল যেসব প্রুশীয় সেনাদল, তাদের উপর আদেশ ছিল, যেন কোন পলাতক বেরিয়ে না যায়, কিন্তু সর্বোচ্চ অধিনায়কের নির্দেশের চাইতে মানবতার নির্দেশের প্রতি সৈনিকেরা যখন বেশি বাধ্যতা দেখায় তখন অফিসাররা প্রায়ই চোখ বুঁজে থাকত। এজন্য বিশেষ সম্মান প্রাপ্য স্যাক্সন সেনাবাহিনীর; অতি মানবিক আচরণ করে এরা এবং এমন বহুজনকে পেরিয়ে যেতে দেয় যারা স্পষ্টতই কমিউনের যোদ্ধা।

বিশ বছর পরে আজ যদি আমরা ১৮৭১ সালের প্যারিস কমিউনের কার্যকলাপ এবং তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিচার করতে বসি তাহলে দেখব যে, 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যে কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে আরও কিছু পরিপূরণের প্রয়োজন।

কমিউনের সদস্যরা বিভক্ত ছিল দুইটি ভাগে। সংখ্যাগুরু অংশ ছিল ব্লাঙ্কিপন্থী, এদেরই প্রাধান্য ছিল জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটিতেও, আর সংখ্যালঘু অংশ ছিল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সভ্য, এরা প্রধানত ছিল প্রুধোঁপন্থী সমাজতন্ত্রের গোষ্ঠীভুক্ত। ব্লাঙ্কিপন্থীদের খুব বড় অংশই সে সময় সমাজতন্ত্রী হয়েছিল কেবলমাত্র বিপ্লবী প্রলেতারীয় সহজ-বোধের বশেই; মাত্র অল্প কয়েকজনই নীতি সম্পর্কে অধিকতর পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছতে পেরেছিল ভায়ানের কল্যাণে, যিনি পরিচিত

ছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে। সেইজন্য বোঝা যায় কেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কমিউন অনেক কিছুই করে নি যা এখন আমাদের মতে করা উচিত ছিল। যেরকম ভক্তি-বিহ্বল ভাব নিয়ে ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের দেউড়ির বাইরে এরা সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ছিল, নিশ্চয় সেটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য। এটা একটি গুরুতর রাজনৈতিক প্রমাদ। কমিউনের দখলে ব্যাংক—বিপক্ষের দশ হাজার লোককে জামিন রাখার চাইতেও তার মূল্য বেশি। এটা ঘটলে সমগ্র ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণী ভার্সাই সরকারের উপর কমিউনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করার জন্য চাপ দিতে বাধ্য হত। তাসত্ত্বেও, ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের নিয়ে গঠিত হলেও এই কমিউন যা করেছিল তার অনেক কিছুর নির্ভুলতাই হল অনেক বেশি বিস্ময়কর। স্বভাবতই প্রধানত প্রুধোঁপন্থীরাই দায়ী ছিল কমিউনের অর্থনৈতিক হুকুমনামাগুলির জন্য—তার মধ্যে যা প্রশংসনীয় ও যা ত্রুটিপূর্ণ উভয়ের জন্য, যেমন ব্লাঙ্কিপন্থীরা দায়ী ছিল কমিউন যে রাজনৈতিক কাজ করেছিল তার জন্য, এবং যা করে নি তারও জন্য। এবং উভয় ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিহাসই এই—মতসর্বস্ব ব্যক্তিরা কর্তৃত্বে এলে সচরাচর যা ঘটে থাকে—নিজ নিজ মতাদর্শ অনুসারে যা করণীয় দুই দলই করে বসল তার বিপরীত কাজ।

ছোট কৃষক ও কারুজীবীদের সংগঠনকে সমাজতন্ত্রী প্রুধোঁ ঘোর ঘৃণার চোখে দেখতেন। সংগঠন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে, এর ভিতর ভাল অপেক্ষা মন্দটাই বেশি; প্রকৃতিগতভাবেই তা হল বন্ধ্যা, এমন কি ক্ষতিকারকও, শ্রমিকের স্বাধীনতার ওপর তা শৃঙ্খলস্বরূপ; ওটা একটা ফাঁকা আপ্তবাক্য, নিষ্ফল ও দুর্বহ, শ্রমিকের স্বাধীনতার সঙ্গে শুধু নয়, শ্রম মিতব্যয়িতার সঙ্গে এর বিরোধ; এর অসুবিধাগুলি বাড়ে তার সুবিধার চাইতে অনেক বেশি দ্রুত, এর বিপরীতে প্রতিযোগিতা, শ্রমবিভাগ এবং ব্যক্তিগত মালিকানা হল হিতকর অর্থনৈতিক শক্তি। বৃহৎ শিল্প ও রেলওয়ের মতো বৃহৎ উদ্যোগ, প্রুধোঁ যার উল্লেখ করেছেন কেবল তেমন ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংগঠন উপযোগী ('বিপ্লব সম্পর্কে সাধারণ ধারণা', তৃতীয় নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুচারু হস্তশিল্পের কেন্দ্র প্যারিসে পর্যন্ত ১৮৭১ সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্প আর এতই ব্যতিক্রম নয় যে, কমিউনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ

হুকুমনামায় বৃহৎ শিল্প, এমন কি হস্তশিল্প কারখানাকে পর্যন্ত এমনভাবে সংগঠনের নির্দেশ দেওয়া হল যার ভিত্তি হবে প্রতি কারখানায় শ্রমিকদের সমিতি শুধু তাই নয়, এইসব সমিতিকে একটা বড় সঙ্ঘে সম্মিলিত করাও। এক কথায়, মার্কস 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে যেটা একেবারে নির্ভুলভাবে ধরেছিলেন, এই সংগঠনের চূড়ান্ত পরিণতি হবে কমিউনিজম, অর্থাৎ প্রুধোঁবাদী নীতির ঠিক বিপরীত। তাই কমিউন হল একই সঙ্গে প্রুধোঁ গোষ্ঠীর সমাজতন্ত্রের সমাধিও। আজ ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর মহল থেকে সে গোষ্ঠী অন্তর্ধান করেছে; সেখানে যেমন 'মার্কসবাদীদের' মধ্যে তেমনই 'সম্ভাবনাবাদীদের' (possibilists) (১৫) ভিতরেও আজ মার্কসের তত্ত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শুধু 'র‍্যাডিকাল' বুর্জোয়াদের মধ্যেই এখনো প্রুধোঁপন্থী পাওয়া যায়।

ব্লাঙ্কিপন্থীদের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। ষড়যন্ত্রের বিদ্যালয়ে লালিতপালিত, এবং তার আনুষঙ্গিক কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় ঝালাই হয়ে তারা ধরে নিয়েছিল যে, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বদ্ধপরিকর, সুসংগঠিত মানুষ অনুকূল সময় এলে যে রাষ্ট্রের হাল ছিনিয়ে নিতে পারবে শুধু তাই নয়, প্রচণ্ড অদম্য উদ্যোগে সেই ক্ষমতা তারা ধরে রেখে শেষ পর্যন্ত বিপুল জনসাধারণকে বিপ্লবে টেনে এনে তাদের ক্ষুদ্র নেতৃগোষ্ঠীর চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য সবচাইতে আগে দরকার ছিল নতুন বিপ্লবী সরকারের হাতে সকল ক্ষমতার কঠোরতম একনায়কী কেন্দ্রীকরণ। অথচ আসলে কী করল এই কমিউন, যার ভিতরে সেই ব্লাঙ্কিপন্থীরাই ছিল সংখ্যাগুরু? প্রদেশস্থিত ফরাসি জনগণের উদ্দেশে প্রচারিত সকল ঘোষণাবাণীতে কমিউন আবেদন জানাল, প্যারিসের সঙ্গে মিলে ফরাসি দেশময় সমস্ত কমিউন গঠন করুক এক স্বাধীন ফেডারেশন, একটি জাতীয় সংগঠন, যা সত্যি করে এই প্রথম হবে গোটা জাতিরই সৃষ্টি। পূর্বতন কেন্দ্রীভূত সরকারের সেই নিপীড়ক শক্তি, তার সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক পুলিশ, আমলাতন্ত্র—১৭৯৮ সালে নেপোলিয়ন যা সৃষ্টি করেন আর পরবর্তীকালে প্রতিটি নতুন সরকার যাকে সাগ্রহে হাতে নিয়ে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে এসেছে—ঠিক এই নিপীড়ক শক্তিটার যেমন পতন ঘটেছে প্যারিসে তেমন পতন আনতে হবে ফ্রান্সের সর্বত্র।

শুরু থেকেই কমিউন মানতে বাধ্য হল যে, ক্ষমতায় একবার এসেই

শ্রমিক শ্রেণী পুরানো শাসনযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না; যে আধিপত্য শ্রমিক শ্রেণী সদ্য জয় করে নিয়েছে তাকে আবার হারাতে না হলে একদিকে যেমন উচ্ছেদ করে দিতে হবে সকল সাবেকী নিপীড়ন যন্ত্রকে, এতকাল যা তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অন্যদিকে তেমনই তাদের আত্মরক্ষা করতে হবে নিজেদের প্রতিনিধি ও সরকারী পদাভিষিক্তদের হাত থেকেও — এই বিধান ঘোষণা করে যে, বিনা ব্যতিক্রমে এদের প্রতিজনকে যে কোনো মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যাবে। পূর্বতন রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কী ছিল? নিজেদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ সংস্থাদি সমাজ গড়ে তুলেছিল প্রথমদিকে সহজ শ্রমবিভাগের মাধ্যমে। এইসব সংস্থা আর তার যা শীর্ষস্থানীয় সেই রাষ্ট্রশক্তি কালক্রমে নিজেদের বিশেষ স্বার্থ অনুসরণ করতে গিয়ে সমাজের সেবক থেকে রূপান্তরিত হল সমাজের প্রভুতে। এটা দেখা যায় দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের বেলায় নয়, সমভাবেই দেখা যাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও। ঠিক উত্তর আমেরিকাতেই ‘রাজনীতিকরা’ জাতির ভিতরে যেমন স্বতন্ত্র ও শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও নয়। সেখানে যে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতায় আসীন থাকে, তাদের উভয়কেই আবার চালিত করছে কতকগুলি লোক রাজনীতিকে যারা পরিণত করেছে লাভজনক ব্যবসায়, যারা কেন্দ্র ও বিভিন্ন অঙ্গ রাষ্ট্রের বিধান সভাগুলির আসন নিয়ে ফাটকা খেলে, কিংবা নিজ নিজ দলের হয়ে প্রচার চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এবং নিজ দল জয়লাভ করলে যাদের পুরস্কার জোটে বড় বড় পদ। সবাই জানে যে, অসহ্য হয়ে ওঠা এই জোয়াল কাঁধের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য আমেরিকানরা গত ত্রিশ বছর ধরে কত চেষ্টাই না করেছে, অথচ তাসত্ত্বেও কী ভাবে তারা ক্রমাগত দুর্নীতির পঙ্কে নেমে যাচ্ছে। ঠিক আমেরিকাতেই আমরা সবচাইতে ভাল করে দেখতে পাই, যে রাষ্ট্রশক্তিকে আদিতে সমাজের একটা হাতিয়ার মাত্র ধরা হয়েছিল সেই রাষ্ট্রশক্তির ধীরে ধীরে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া। সে দেশে কোন রাজবংশ নেই, অভিজাত সম্প্রদায় নেই, রেড ইণ্ডিয়ানদের উপর নজর রাখবার জন্য নিযুক্ত কিছু সৈনিক ছাড়া স্থায়ী সেনাবাহিনী নেই, নেই স্থায়ী পদ ও পেনশনের অধিকার সম্বলিত আমলাতন্ত্র। অথচ এখানে

আমরা দেখি রাজনৈতিক ফাটকাবাজির দুটি বিরাট দল, পাল্টাপাল্টি করে তারা শাসন-ক্ষমতা দখলে রাখছে, আর সেই রাষ্ট্রশক্তির অপব্যবহার করছে সবচেয়ে দুর্নীতিভরা পদ্ধতিতে সবচেয়ে দুর্নীতিপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য — আর সমগ্র জাতি শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজনীতিকদের এই দুটি বিরাট জোটের সমক্ষে, যারা বাহ্যত তার সেবক অথচ প্রকৃতপক্ষে তার কর্তা ও লুণ্ঠনকারী।

এযাবৎ বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যেটা অনিবার্য, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-সংস্থাগুলির সমাজের সেবক থেকে সমাজের প্রভুতে এই রূপান্তরের বিরুদ্ধে কমিউন দুটি অব্যর্থ অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। প্রথমত, কমিউন প্রশাসন, বিচার ও জন-শিক্ষা সম্পর্কিত সকল পদ পূর্ণ করল সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিতদের দিয়ে, এবং এই নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক যে কোনো সময়ে তাদের প্রত্যাহার করার অধিকার সহ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য শ্রমিকেরা যে বেতন পায়, উচ্চ নিম্ন নির্বিশেষে সকল পদাধিকারীর পক্ষেই সেই বেতন ধার্য হল। কমিউনের দেওয়া সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৬,০০০ ফ্রাঙ্ক। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর চাপানো অবশ্য পালনীয় ম্যান্ডেট যোগ করা ছাড়াও উচ্চপদ সন্ধান ও ভাগ্যান্বেষণের পথে এইভাবে খাড়া করা হয়েছিল একটা কার্যকরী বাধা।

এইভাবে পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে (sprengung) তার স্থলে এক নতুন ও সত্যকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিষ্ঠা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের তৃতীয় অংশে। তবু এর কয়েকটি দিক সম্পর্কে আরও একবার এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন কারণ, ঠিক জার্মানিতেই রাষ্ট্রের উপর সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস দর্শন থেকে এসে বুর্জোয়া শ্রেণীর, এমন কি বহু শ্রমিকের চেতনাতেও আসন পেতেছে। দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে 'ভাবের বাস্তব রূপায়ণ', অথবা কথাটাকে দার্শনিক ভাষায় অনুবাদ করলে — পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজত্ব, এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে শাশ্বত সত্য ও ন্যায় রূপায়িত হয় বা হওয়া উচিত। আর এর থেকেই জাগে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি এক সংস্কারাচ্ছন্ন ভক্তি, তা আরও সহজেই শিকড় গেড়ে বসে, কারণ লোকে ছেলেবেলা থেকেই ভাবতে অভ্যস্ত হয় যে, সমগ্র সমাজের সাধারণ ব্যাপার

ও স্বার্থের দেখা-শোনা অতীতে যেভাবে হয়েছে, তাছাড়া অন্যভাবে হতে পারে না, অর্থাৎ সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের মারফৎ আর তার মোটা বেতনের পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের দ্বারা। তাই বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উপর বিশ্বাস মন থেকে দূর করে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী হতে পারলেই লোকে ভাবে, খুব একটা সাহসিক অসাধারণ পদক্ষেপ করা গেল। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রাষ্ট্র এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেটা রাজতন্ত্রের বেলা যতটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে তার চাইতে কিছু কম নয়; শ্রেণী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভের পর সে রাষ্ট্র সর্বোত্তম ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েতের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটা অভিশাপ; বিজয়ী প্রলেতারিয়েত, ঠিক কমিউনের মতনই, সঙ্গে সঙ্গেই তার নিকৃষ্টতম দিকগুলি যথাসম্ভব কেটে বাদ দিতে বাধ্য হবে, যতদিন না নতুন, মুক্ত সামাজিক অবস্থায় মানুষ হয়ে ওঠা নতুন যুগের নর-নারী এসে এই রাষ্ট্রপাটের গোটা আবর্জনাটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারছে।

কিছুদিন হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কূপমণ্ডূক ফের প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কথাটায় সাধু আতঙ্ক বোধ করছে। তা বেশ, মহাশয়েরা, আপনারা কি জানতে চান সেই একনায়কত্ব দেখতে কেমন? প্যারিস কমিউনের প্রতি চোখ ফেরান। এটা ছিল প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।

ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস

লণ্ডন, প্যারিস কমিউনের
বিংশ বার্ষিকী দিবসে,
১৮ মার্চ, ১৮৯১

Die Neue Zeit পত্রিকায়,
২, ২৮ নং, ১৮৯০-১৮৯১ এবং
মার্কস, 'Der Bürgerkrieg in Frankreich'
গ্রন্থে মুদ্রিত, বার্লিন, **১৮৯১**

মূল জার্মান থেকে
ইংরেজি তরজমার ভাষান্তর

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের প্রথম অভিভাষণ (১৬)

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

১৮৬৪ সালের নভেম্বর **'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** উদ্বোধনী ভাষণে' আমরা বলেছিলাম, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য যদি তাদের ভ্রাতৃত্বসূচক মতৈক্য প্রয়োজন হয়, তাহলে অপরাধমূলক মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং জাতিগত সংস্কার উত্তেজিত করে খাস দস্যুযুদ্ধে জনগণের রক্ত ও অর্থ অপচয় করে যে পররাষ্ট্র নীতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই নীতি বজায় থাকলে এই মহান ব্রতটি কী করে পূর্ণ করা যাবে?' যে পররাষ্ট্র নীতি দাবি করে আন্তর্জাতিক, তাকে আমরা এই কথায় সংজ্ঞাবদ্ধ করেছিলাম: '...নীতি ও ন্যায়ের যেসব সহজ নিয়ম দিয়ে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক শাসিত হওয়া উচিত, তাদেরই প্রতিষ্ঠা করা চাই জাতিসমূহের মধ্যকার যোগাযোগের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম হিসাবে।'*

তাই যে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা জবরদখল করে নিয়েছিলেন ফ্রান্সে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্যুদ্ধের সুযোগে ও তা টিকিয়ে রেখেছিলেন থেকে থেকে বৈদেশিক যুদ্ধ চালিয়ে, তিনি যে প্রথম থেকে আন্তর্জাতিককে মারাত্মক শত্রু বলে গণ্য করেছেন, তাতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই। গণভোটের (১৭) ঠিক পূর্বাহ্নে তিনি আদেশ দিলেন সারা ফ্রান্সে—প্যারিসে, লিয়োঁতে, রুয়েঁতে, মার্সেই-এ, ব্রেস্তে ইত্যাদিতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রশাসনিক কমিটির সভ্যদের উপর হামলা করতে। অজুহাত ছিল যে, আন্তর্জাতিক নাকি একটা গুপ্ত সমিতি, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; সে অজুহাতের পরিপূর্ণ উদ্ভটত্ব অচিরে তাঁর নিজস্ব বিচারকদের হাতেই পরিপূর্ণ ফাঁস হয়ে গেল। আন্তর্জাতিকের ফরাসি শাখাসমূহের আসল

---

* বর্তমান সংস্করণের ৫ম খণ্ড, ৭-১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। —সম্পাঃ

অপরাধটা কী? তারা প্রকাশ্যে ও সজোরে ফরাসি জনসাধারণের কাছে একথাটাই বলেছিল যে, গণভোটে ভোট দিতে যাওয়া মানে স্বদেশে স্বৈরাচার ও বিদেশে যুদ্ধের অনুকূলে ভোট দেওয়া। বস্তুত তাদেরই কাজের ফলে ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শহরে এবং সকল শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিক শ্রেণী এক হয়ে দাঁড়ায় গণভোটকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য। দুর্ভাগ্যের কথা, পল্লীপ্রধান জেলাগুলির নিরতিশয় অজ্ঞতার দরুন পাল্লা ভারি হল অন্যপক্ষে। ইউরোপের নানা দেশের ফাটকাবাজার, মন্ত্রিসভা, ইউরোপের শাসক শ্রেণী ও সংবাদপত্র উৎসব করেছিল এই বলে যে, গণভোটটা ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর উপর ফরাসি সম্রাটের চূড়ান্ত বিজয়; আর সেটা আসলে ব্যক্তিবিশেষকে নয়, জাতির পর জাতিকে হত্যার সংকেত বহন করেছিল।

১৮৭০ সালের জুলাই-এর যুদ্ধ চক্রান্তটা (১৮) হল ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর কুদেতার একটা সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। প্রথম নজরে ব্যাপারটা এতই অবাস্তব, বলে মনে হয় যে, ফ্রান্স তার বাস্তবতায় বিশ্বাসই করতে চায় নি। মন্ত্রীদের যুদ্ধ সংক্রান্ত কথাকে ফাটকাবাজারের দালালদের কারসাজি বলে জনৈক প্রতিনিধি* যে ধিক্কার হানেন, লোকে বরং তাঁকেই বিশ্বাস করেছিল। যখন ১৫ জুলাই তারিখে আইন সংসদের কাছে যুদ্ধ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হল, তখন সমগ্র বিরোধীপক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রাথমিক অর্থমঞ্জুরি সমর্থন করতে অস্বীকার করল; তিয়ের পর্যন্ত ব্যাপারটাকে 'ঘৃণ্য' বলে চিহ্নিত করলেন। প্যারিসের সব কয়টি স্বাধীন সংবাদপত্র তার নিন্দা করল, আর বলতে অদ্ভুত ঠেকে, তার সঙ্গে প্রায় একবাক্যে যোগ দিল প্রাদেশিক পত্র-পত্রিকাগুলিও।

আন্তর্জাতিকের প্যারিসস্থ সদস্যরা ইতিমধ্যেই আবার কাজে নেমে পড়েছিল। *Réveil* (১৯) পত্রিকায় ১২ জুলাই বের হল তাদের ইশতেহার 'সকল জাতির শ্রমিকদের প্রতি'। এর থেকে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি:

'ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার অছিলায়, জাতীয় সম্মানরক্ষার অছিলায়, বিশ্বশান্তি আর একবার রাজনৈতিক দুরাকাঙ্ক্ষায় বিপন্ন। ফরাসি, জার্মান, স্পেনীয় শ্রমিক! আসুন,

---

* জুল ফাভ্র। — সম্পাঃ

আমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়েই একযোগে ধিক্কার দিই যুদ্ধকে!.. রাষ্ট্র প্রাধান্য বা রাজবংশগত অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ শ্রমিকদের চোখে এক অপরাধী উদ্ভট্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। 'রক্তক্ষয়' থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে, সর্বসাধারণের দুর্দশায় নতুন ফাটকা খেলার সুযোগ দেখে যারা যুদ্ধমুখী সব ঘোষণা করছে, তাদের প্রতিবাদ করছি আমরা; চাই আমরা শান্তি, কাজ এবং মুক্তি!.. জার্মানির ভাইয়েরা! আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লে তার ফলে স্বৈরাচারের পরিপূর্ণ বিজয় ঘটবে রাইনের উভয় তীরেই... সকল দেশের শ্রমিক ভাইয়েরা! আমাদের মিলিত প্রচেষ্টার ভাগ্যে আপাতত যাই থাক না কেন, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সদস্য আমরা কোন রাষ্ট্রীয় সীমানাই মানি না; অবিচ্ছেদ্য সংহতির শপথস্বরূপ তোমাদের কাছে আমরা পাঠালাম ফরাসি শ্রমিকদের শুভেচ্ছা ও সেলাম।'

আমাদের প্যারিস শাখার এই ইশতেহারের পরে বেরয় বহুসংখ্যক অনুরূপ ফরাসি ঘোষণা; তার মধ্য থেকে কেবল *Marseillaise* (২০) পত্রিকায় ২২ জুলাই প্রকাশিত নেইলি-সুর-সেনের ঘোষণার কিছুটা উদ্ধৃত করব।

'এই যুদ্ধ কি ন্যায়সঙ্গত? না! এই যুদ্ধ কি জাতীয়? না! এ যুদ্ধ নিছক রাজবংশগত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক যে প্রতিবাদ করেছে মানবতার নামে, গণতন্ত্রের নামে এবং ফ্রান্সের প্রকৃত স্বার্থের নামে, আমরা উৎসাহের সঙ্গে তাকে পূর্ণাঙ্গ সমর্থন জানাচ্ছি।'

এইসব প্রতিবাদে ফরাসি শ্রমজীবী জনগণের আসল মনোভাবই যে ব্যক্ত হয়েছিল তার প্রমাণ অল্পদিনের ভিতরই পাওয়া গেল একটা অদ্ভুত ঘটনায়। লুই বোনাপার্টের সভাপতিত্বে প্রথম গঠিত হয়েছিল যে **১০ ডিসেম্বরের দঙ্গল** (২১) তাদের শ্রমিকের ছদ্মবেশে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় রণোন্মাদনার কসরত দেখানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হলে উপকণ্ঠের (faubourgs) আসল শ্রমিকেরা প্রকাশ্য শান্তি মিছিলে এগিয়ে আসে। সে মিছিল এতই জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, প্যারিস পুলিশের কর্তা পিয়েত্রি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় সমস্ত রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়াই বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে করলেন, অজুহাত দেখালেন যে, অনুগত প্যারিসবাসীরা তাদের অবরুদ্ধ দেশপ্রেম এবং উচ্ছ্বসিত রণোৎসাহ যথেষ্ট ব্যক্ত করেছে।

প্রাশিয়ার সঙ্গে লুই বোনাপার্টের যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন. দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর

মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মানিকে আত্মরক্ষার এই প্রয়োজনে এনে ফেলল? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দিল কে? **প্রাশিয়া!** এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকে নিষ্পেষিত করার এবং হয়েনট্সলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে, সেই বিসমার্ক। সাদোভার যুদ্ধে (২২) জয় না হয়ে যদি হার হত, তাহলে প্রাশিয়ার মিত্র হিসাবেই ফরাসি ফৌজ জার্মানি ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রাশিয়া কি মুক্ত জার্মানিকে শৃঙ্খলিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও ভেবেছে? ঠিক তার বিপরীত! তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্নে রক্ষা করে সে তার উপর আরও জুড়ল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল—তার খাঁটি স্বৈরতন্ত্র ও ভুয়ো গণতন্ত্র, তার রাজনৈতিক ঠাট ও আর্থিক মৃগয়া, তার জমকালো বুলি ও নীচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক পাড়েই ছিল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্য পাড়েও দেখা দিল তার জাল সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে **যুদ্ধ** ছাড়া আর কী গত্যন্তর হতে পারে?

যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই যুদ্ধের নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে দেয় তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দুই-ই সমভাবে বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হবে। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসব দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছিল, তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য, আন্তর্জাতিকের নীতি জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে প্রোথিত যে, এরকম শোচনীয় পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ নেই। ফরাসি শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি জার্মানি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৬ জুলাই ব্রুনস্‌ভিক্-এ অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের

বিরাট জনসভা প্যারিস ইশতেহারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৈরিতার কথাটাতে পদাঘাত করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে:

'সকল যুদ্ধের, কিন্তু সর্বোপরি রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই অনিবার্য অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার যুদ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারটা জনসাধারণের নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জনগণকেই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা করে এইরকম বিপুলায়তন সামাজিক দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাবকে অসম্ভব করে তুলবার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে।'

খেম্‌নিৎসে ৫০,০০০ স্যাক্সন শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

'জার্মান গণতন্ত্রের নামে, বিশেষ করে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের নামে, আমরা ঘোষণা করছি যে, এ যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... আমাদের দিকে প্রসারিত ফরাসি শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাতে হাত দিতে পেরে আমরা খুশি... **'দুনিয়ার মজুর এক হও!'**—শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনই ভুলব না যে **সকল** দেশের শ্রমিকেরাই আমাদের **মিত্র** আর **সকল** দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের **শত্রু**।'

আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখাও প্যারিস ইশতেহারের জবাব দিয়েছে; এরা বলছে:

'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দুভিই, কোনো কামান-গর্জনই, কোনো জয়, কোনো পরাজয়।'

তাই হোক!

এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আভাসিত হচ্ছে রাশিয়ার কৃষ্ণ মূর্তি। যখন মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি বসানো শেষ করে প্রুত নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি

মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।

জার্মানদের দিক থেকে এ যুদ্ধ আত্মরক্ষার যুদ্ধ, কিন্তু কে জার্মানিকে আত্মরক্ষার এই প্রয়োজনে এনে ফেলল? তার বিরুদ্ধে যুদ্ধচালার সম্ভাবনা লুই বোনাপার্টকে দিল কে? **প্রাশিয়া!** এই লুই বোনাপার্টের সঙ্গেই যিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন স্বদেশে গণতান্ত্রিক বিরোধিতাকে নিষ্পেষিত করার এবং হয়েনট্সলার্ন রাজবংশের জন্য জার্মানিকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে, সেই বিসমার্ক। সাদোভার যুদ্ধে (২২) জয় না হয়ে যদি হার হত, তাহলে প্রাশিয়ার মিত্র হিসাবেই ফরাসি ফৌজ জার্মানি ছেয়ে ফেলত। জয়লাভের পর প্রাশিয়া কি মুক্ত জার্মানিকে শৃঙ্খলিত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লাগাবার কথা মুহূর্তের জন্য স্বপ্নেও ভেবেছে? ঠিক তার বিপরীত! তার পুরানো বিধি-ব্যবস্থার ভিতর যা-কিছু স্বদেশীয় রূপ-লাবণ্য ছিল তা সযত্নে রক্ষা করে সে তার উপর আরও জুড়ল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সকল কলাকৌশল—তার খাঁটি স্বৈরতন্ত্র ও ভুয়ো গণতন্ত্র, তার রাজনৈতিক ঠাট ও আর্থিক মৃগয়া, তার জমকালো বুলি ও নীচ ঠকবাজি। এ পর্যন্ত রাইনের এক পাড়েই ছিল বোনাপার্ট মার্কা শাসন-ব্যবস্থা, এখন অন্য পাড়েও দেখা দিল তার জাল সংস্করণ। এই অবস্থা থেকে **যুদ্ধ** ছাড়া আর কী গত্যন্তর হতে পারে?

যদি জার্মান শ্রমিক শ্রেণী এই যুদ্ধের নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হতে দেয় তাহলে, জয় হোক আর পরাজয়ই হোক, দুই-ই সমভাবে বিপর্যয়কর বলে প্রমাণিত হবে। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের পর তার ভাগ্যে যেসব দুর্দশা ঘনিয়ে এসেছিল, তীব্রতর রূপে ঘটবে তারই পুনরাবৃত্তি।

অবশ্য, আন্তর্জাতিকের নীতি জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে আজ এতটা বিস্তৃত, এত দৃঢ়ভাবে তার শিকড় সেখানে প্রোথিত যে, এরকম শোচনীয় পরিণতি আশঙ্কা করার কারণ নেই। ফরাসি শ্রমিকদের কণ্ঠধ্বনি জার্মানি থেকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ১৬ জুলাই ব্রুনস্ভিক্-এ অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের

বিরাট জনসভা প্যারিস ইশতেহারের সঙ্গে সম্পূর্ণ মতৈক্য ঘোষণা করেছে, ফ্রান্সের সঙ্গে জাতীয় বৈরিতার কথাটাতে পদাঘাত করেছে, ও এই ভাষায় নিজ প্রস্তাব শেষ করেছে:

'সকল যুদ্ধের, কিন্তু সর্বোপরি রাজবংশীয় যুদ্ধের শত্রু আমরা... গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে আমাদের এই অনিবার্য অমঙ্গলস্বরূপ আত্মরক্ষার যুদ্ধ সহ্য করতে হচ্ছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারটা জনসাধারণের নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে জনগণকেই আপন ভাগ্যনিয়ন্তা করে এইরকম বিপুলায়তন সামাজিক দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাবকে অসম্ভব করে তুলবার আহ্বান আমরা জানাচ্ছি সমগ্র জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর কাছে।'

খেম্‌নিৎসে ৫০,০০০ স্যাক্সন শ্রমিকের প্রতিনিধিদের এক সভায় নিম্নলিখিত মর্মে এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

'জার্মান গণতন্ত্রের নামে, বিশেষ করে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের নামে, আমরা ঘোষণা করছি যে, এ যুদ্ধ রাজবংশীয় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়... আমাদের দিকে প্রসারিত ফরাসি শ্রমিকদের ভ্রাতৃত্বসূচক হাতে হাত দিতে পেরে আমরা খুশি... **'দুনিয়ার মজুর এক হও!'**—শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির এই ধ্বনি স্মরণে রেখে আমরা কখনই ভুলব না যে **সকল** দেশের শ্রমিকেরাই আমাদের **মিত্র** আর **সকল** দেশের স্বৈরাচারীরাই আমাদের **শত্রু**।'

আন্তর্জাতিকের বার্লিন শাখাও প্যারিস ইশতেহারের জবাব দিয়েছে; এরা বলছে:

'আমরা মনে-প্রাণে আপনাদের প্রতিবাদে যোগ দিচ্ছি... সগাম্ভীর্যে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সকল দেশের শ্রমের সন্তানদের মিলিত করার সাধারণ কর্তব্য থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো রণদুন্দুভিই, কোনো কামান-গর্জনই, কোনো জয়, কোনো পরাজয়।'

তাই হোক!

এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আভাসিত হচ্ছে রাশিয়ার কৃষ্ণ মূর্তি। যখন মস্কো সরকার সবেমাত্র তার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলপথগুলি বসানো শেষ করে প্রুত নদীর দিকে সেনা সমাবেশ করে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যে এই যুদ্ধ শুরু করার সংকেত দেওয়া হল, এটা অশুভ লক্ষণ। বোনাপার্টীয় আক্রমণাত্মক অভিযানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার যুদ্ধে যে সহানুভূতি

জার্মানরা সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারে, সেটুকু অধিকার তারা মুহূর্তেই হারাবে যদি তারা প্রুশীয় সরকারকে কসাক সৈন্যের সাহায্য চাইতে অথবা গ্রহণ করতে দেয়। তারা যেন মনে রাখে যে, প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের পরে জার্মানিকে কয়েক পুরুষ ধরে জারের পদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে থাকতে হয়েছিল।

ইংরেজ শ্রমিক শ্রেণী ফরাসি ও জার্মান শ্রমিকদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের গভীর বিশ্বাস আছে যে, আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের গতি যে দিকেই ফিরুক না কেন, সকল দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মৈত্রীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের নিধন ঘটাবে। যখন সরকারী ফ্রান্স ও সরকারী জার্মানি ছুটে চলেছে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের মধ্যে, ঠিক তখনই ফ্রান্স ও জার্মানির শ্রমিকরা একে অন্যকে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী পাঠাচ্ছে। এই যে ঘটনা, অতীত ইতিহাসে যার নজির মেলে না, এই বিরাট ঘটনাই খুলে দিয়েছে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিত। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং রাজনৈতিক জ্বরবিকার সহ এই পুরাতন সমাজের জায়গায় নতুন এক সমাজ জেগে উঠছে, **শান্তিই** হবে তার আন্তর্জাতিক বিধান, কারণ সর্বত্রই তার জাতীয় অধিপতি একই -- **শ্রম!**

সেই নতুন সমাজেরই অগ্রদূত হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি।

২৫৬, হাই হলবোর্ন,
লণ্ডন, ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল,
২৩ জুলাই, ১৮৭০

মার্কস কর্তৃক ১৮৭০-এর
১৯-২৩ জুলাইয়ের মধ্যে লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭০ সালের জুলাইয়ে
প্রচারপত্ররূপে ইংরেজি ভাষায় এবং
১৮৭০ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে
জার্মান, ফরাসি ও রুশ ভাষায়
আলাদা আলাদা প্রচারপত্ররূপে
ও সাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় অভিভাষণ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থিত সভ্যদের প্রতি

২৩ জুলাই আমাদের প্রথম অভিভাষণে আমরা বলেছিলাম:

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা প্যারিসে ইতিমধ্যে ধ্বনিত হয়ে গেছে। শুরুর মতোই তার শেষও হবে এক প্রহসনে। আমাদের কিন্তু ভুললে চলবে না, **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের** হিংস্র কৌতুকনাট্যের অভিনয় লুই বোনাপার্ট যে আঠারো বছর চালিয়ে যেতে পারলেন, তা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও শাসক শ্রেণীর দৌলতেই।'*

দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ কার্যত শুরু হবার আগেই আমরা বোনাপার্টীয় বুদ্বুদটিকে অতীত বলে ধরে নিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণশক্তি সম্পর্কে যেমন আমরা ভুল করি নি, তেমনই আমাদের আশঙ্কাটা অমূলক ছিল না যে, জার্মানির পক্ষে 'যুদ্ধ তার নিছক আত্মরক্ষামূলক চরিত্র জলাঞ্জলি দিয়ে একে ফরাসি জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে পর্যবসিত হবে'।** আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধটা বস্তুত শেষ হয়ে গেল লুই বোনাপার্টের আত্মসমর্পণে, সেদানে সৈন্যদল বন্দী হওয়ায় এবং প্যারিসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণায়। কিন্তু এইসব ঘটনা ঘটার বহুপূর্বে যেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে বোনাপার্টীয় শক্তি একেবারে পচে গেছে, তখনই প্রুশীয় সামরিক দরবারী চক্র (camarilla) যুদ্ধকে দেশজয়ে পরিণত করার সংকল্প করেছিল। তাদের সামনে অবশ্য এক বিশ্রী বাধা ছিল — **যুদ্ধের শুরুতে রাজা ভিলহেল্ম স্বয়ং যে ঘোষণা-বাণী করেছিলেন**

---

* বর্তমান খণ্ডের ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** বর্তমান খণ্ডের ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সেটি। সিংহাসন থেকে উত্তর জার্মান রাইখস্টাগের প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি সুগম্ভীর ঘোষণা করেন যে, লড়াই করা হবে ফরাসি সম্রাটের বিরুদ্ধে, ফরাসি জনগণের বিরুদ্ধে নয়। ১১ আগস্ট ফরাসি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক ইশতেহারে তিনি বলেছিলেন:

'জার্মান জাতি যেখানে ফরাসি জনসাধারণের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলতে চেয়েছিল এবং এখনও চায়, সেখানে সম্রাট নেপোলিয়ন স্থল ও জলপথে তাদের উপর আক্রমণ শুরু করাতে, **তাঁর সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য** আমি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে তুলে নিলাম, এবং **সামরিক ঘটনাবলির চাপেই** আমাকে **ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করতে হল**।'

যুদ্ধটা যে আত্মরক্ষামূলক ছাড়া আর কিছু নয়, এই কথা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শুধু **'আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য'** তিনি জার্মান সেনাবাহিনীগুলির অধিনায়কত্ব স্বহস্তে নিয়েছেন বলে ঘোষণা করেই খুশি থাকতে পারেন নি, তিনি যোগ দিলেন যে, 'সামরিক ঘটনাবলির চাপেই' তিনি ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করেছেন। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ থেকেও আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপ বাদ দেওয়া যায় না, যদি 'সামরিক ঘটনাবলির' দরুন তার প্রয়োজন দেখা দেয়।

এইভাবে নিছক আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে থাকার প্রতিশ্রুতিতে এই সততাশীল রাজা ফ্রান্স এবং সমগ্র জগতের সামনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কেমন করে তাঁকে সেই সুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়? মঞ্চাধ্যক্ষদের দেখাতে হল যেন জার্মান জনগণের অপ্রতিরোধ্য দাবি তাঁকে অনিচ্ছাভরেই মেনে নিতে হচ্ছে। তারা তৎক্ষণাৎ সংকেত পাঠাল তার অধ্যাপক, পুঁজিপতি, পৌরসদস্য ও লেখক-গোষ্ঠী সমেত জার্মান উদারপন্থী বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে। এ বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নাগরিক স্বাধীনতার সংগ্রামে ১৮৪৬ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত যে অস্থিরমতি, অক্ষমতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করেছিল তার তুলনা নেই; জার্মান দেশপ্রেমের গর্জমান সিংহের রূপে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে পদক্ষেপ করার সুযোগ পেয়ে তারা অবশ্য খুবই উল্লসিত হয়ে উঠল। প্রুশীয় সরকার মনে মনে যে মতলব এঁটেছিল এরা যেন সেই সরকারকে তা হাসিল করতে বাধ্য করছে এই ভান করে নাগরিক স্বাধীনতার মুখোশ পরল। লুই বোনাপার্ট ভ্রম-প্রমাদের ঊর্ধ্বে, এই

কথাটাকে তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রায় বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে এসেছিল; আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তারা ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে বিখণ্ডিত করে ফেলার জন্য হাঁক ছাড়ল। বীরপ্রাণ এই দেশপ্রেমিকেরা যেসব সুযুক্তি দিয়েছিল তা একটু শোনা যাক।

অ্যালসেস আর লরেনের অধিবাসীরা জার্মান আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে, এমন ভান করার সাহস এদের ছিল না; সত্য ঠিক তার বিপরীত। ফরাসি দেশভক্তির শাস্তিস্বরূপ, আলাদাভাবে অবস্থিত এক দুর্গের পরিচালনাধীন স্ত্রাসবুর্গ শহরের উপর 'জার্মান' বিস্ফোরক গোলা বর্ষিত হয় ছয়দিন ধরে নির্বিচার পৈশাচিকভাবে। শহর জ্বালিয়ে দেওয়া হল, অসহায় অধিবাসীরা নিহত হল বিপুল সংখ্যায়! হবে না কেন! একদা প্রদেশদুইটির মাটি যে বহু পূর্বে অন্তর্হিত জার্মান সাম্রাজ্যের (২৩) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই যেন সেই মাটি ও যে মানুষের জন্ম সে মাটিতে তাদেরও চিরন্তন জার্মান সম্পত্তি বলে বাজেয়াপ্ত করা উচিত। কিন্তু প্রাচীন ভক্তদের খেয়াল অনুসারে যদি ইউরোপের মানচিত্র ঢেলে সাজাতে হয়, তাহলে আমাদের ভোলা চলবে না যে, ব্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টর প্রুশীয় নৃপতি হিসাবে ছিলেন পোলিশ প্রজাতন্ত্রের অধীন সামন্ত মাত্র (২৪)।

বেশি জ্ঞানী দেশপ্রেমিকরা অবশ্য অ্যালসেস এবং লরেনের জার্মান ভাষী এলাকা দাবি করে ফরাসি আক্রমণের বিরুদ্ধে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' হিসাবে। এই ঘৃণ্য অজুহাত বহু সীমিত-জ্ঞান লোককে বিমূঢ় করেছে বলে এ বিষয়ে আমাদের আরও বিশদভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে।

সন্দেহ নেই যে, রাইনের বিপরীত তীরের তুলনায়, অ্যালসেসের সাধারণ গড়ন এবং বাসেল ও গের্মারসহাইমের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে স্ত্রাসবুর্গের মতো বৃহৎ দুর্গের অবস্থিতি দক্ষিণ জার্মানির উপর ফরাসি আক্রমণ চালাবার পক্ষে খুবই অনুকূল, অথচ দক্ষিণ জার্মানি থেকে ফ্রান্সে আক্রমণ চালাবার পক্ষে এরাই হল বিশেষ বাধা। এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, অ্যালসেস এবং লরেনের জার্মান ভাষী অঞ্চলকে সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে দক্ষিণ জার্মানির সীমান্ত অনেক বেশি সুরক্ষিত হয়, কারণ তাহলে ভগেজ পর্বতমালার গোটা দৈর্ঘ্য বরাবর গিরিশিখরগুলির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সে পেতে পারে আর এই পর্বতমালার উত্তরদিকের গিরিপথের রক্ষক দুর্গসমূহও

তার দখলে আসে। এর সঙ্গে আবার যদি মেৎস অধিকার করে নেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয় জার্মানির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার দুইটি প্রধান ঘাঁটিই আপাতত ফ্রান্সের হাত-ছাড়া হবে, কিন্তু এতে করে নান্সি অথবা ভেরদেঁ-তে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে নেওয়ায় তার বাধা হবে না। জার্মানির দখলে আছে কবলেনৎস, মেইনৎস, গের্মারসহাইম, রাশতাদ ও উল্ম্, এসবই হল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার ঘাঁটি। এ যুদ্ধে এদের বহুল ব্যবহার হয়েছে, তাহলে কোন সুবিচারের দোহাই দিয়ে ফ্রান্সের এ অঞ্চলে অবস্থিত দুইটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ, অর্থাৎ স্ত্রাসবুর্গ ও মেৎসের উপর অধিকারে আপত্তি করা সম্ভব? তাছাড়া, উত্তর জার্মানি থেকে একটা বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে থাকলেই শুধু দক্ষিণ জার্মানির পক্ষে স্ত্রাসবুর্গ বিপজ্জনক। ১৭৯২-১৭৯৫-এর মধ্যে এই দিক থেকে দক্ষিণ জার্মানি কখনো আক্রান্ত হয় নি, কারণ তখন প্রাশিয়া ছিল ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একজন অংশীদার; কিন্তু ১৭৯৫-এ প্রাশিয়া যেই তার নিজের আলাদা শান্তি চুক্তি (২৫) করে দক্ষিণ জার্মানিকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিল, তখন থেকেই শুরু হয়ে ১৮০৯ সাল অবধি চলল স্ত্রাসবুর্গকে ঘাঁটি করে দক্ষিণ জার্মানি আক্রমণ। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, **ঐক্যবদ্ধ** জার্মানি স্ত্রাসবুর্গকে এবং অ্যালসেসে অবস্থিত ফরাসি বাহিনীকে সর্বদাই অকেজো করে দিতে পারে সারলুই ও লান্দাউ-এর মধ্যে তার সকল সেনাদলকে সন্নিবিষ্ট করে আর মেইনৎস ও মেৎসের মধ্যবর্তী রাস্তার রেখা বরাবর এগিয়ে গেলে, বা এই এলাকাতেই লড়াইয়ে নিযুক্ত হলে। বর্তমান যুদ্ধে এ-ই করা হয়েছিল। এইখানে বিপুল জার্মান সেনা মোতায়েন থাকলে, যে ফরাসি সেনাবাহিনী স্ত্রাসবুর্গ থেকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে যাবে, তারই পার্শ্বভাগ প্যাঁচে পড়বে ও যোগাযোগ বিপন্ন হবে। বর্তমানের অভিযান যদি কিছু প্রমাণ করে থাকে, তো জার্মানি থেকে ফ্রান্স আক্রমণের সুবিধাটাই প্রমাণ করেছে।

কিন্তু, সততার সঙ্গে ভেবে দেখলে সামরিক বিবেচনাকেই জাতিসমূহের সীমান্ত নির্ধারণের নীতি করে তোলা কি একেবারেই উদ্ভট ও কালব্যতিক্রম নয়? এই নীতিই যদি চলে, তাহলে অস্ট্রিয়া ভেনিস, মিঞ্চে রেখা দাবি করতে পারে, প্যারিস রক্ষার জন্য রাইন নদী রেখার এলাকা ফ্রান্সেরই প্রাপ্য হয়;

কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে বার্লিন আক্রমণের পথ যতটা উন্মুক্ত, উত্তর-পূর্ব থেকে প্যারিস আক্রমণের পথ তার চাইতে নিশ্চয় অনেক বেশি উন্মুক্ত। সীমান্ত যদি সামরিক স্বার্থ বিচার করে স্থির করতে হয়, তাহলে দাবির আর অন্ত থাকে না; কারণ প্রতিটি সামরিক সীমান্ত-রেখাই ত্রুটিপূর্ণ, তার বাইরের আরও খানিকটা রাজ্যাংশ তার সঙ্গে জুড়ে নিলে তা আরও উন্নত হতে পারে; তাছাড়া, তেমন রেখা কখনই চূড়ান্ত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্দিষ্ট হতে পারবে না, কারণ বরাবরই বিজিতের উপর শর্ত চাপিয়ে দিতে হবে বিজেতাদের, আর ফলে এর ভিতরেই নিহিত থেকে যাবে নতুন যুদ্ধের বীজ।

সব ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এটা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনই। আক্রমণ করার ক্ষমতা কারও কাছ থেকে কেড়ে নিতে হলে তাদের আত্মরক্ষার উপায় থেকেও বঞ্চিত করতে হবে। শুধু গলা চেপে ধরলেই চলবে না, হত্যাও করতে হবে। কোন বিজেতা যদি একটা জাতির পেশী ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' আদায় করে নিয়ে থাকে, তবে প্রথম নেপোলিয়ন তাই করেছিলেন তিলজিত সন্ধিতে (২৬) এবং প্রাশিয়া ও বাকি জার্মানির বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ ক'রে। তাহলেও সেই বিপুল শক্তি পচা উলুখড়ের মতন ভেঙে ফেলল জার্মান জনসাধারণ। প্রথম নেপোলিয়ন জার্মানির কাছ থেকে যে 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তার তুল্য কিছু ফ্রান্সের উপর চাপাতে পারার বা চাপাতে সাহস পাবার কথা প্রাশিয়া কি উদ্দামতম স্বপ্নেও ভাবতে পারে? তার পরিণতিটাও কম বিপর্যয়কর হবে না। ইতিহাস তার প্রতিশোধ নেবে ফ্রান্সের কাছ থেকে কত বর্গমাইল কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার হিসাব ক'রে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে **পররাজ্যগ্রাসের নীতিকে** পুনরুজ্জীবিত করার অপরাধের গুরুত্ব দিয়ে।

কিন্তু টিউটনীয় দেশপ্রেমিকদের মুখপাত্ররা বলে থাকেন, ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানদের গুলিয়ে ফেললে চলবে না। আমরা যা চাই, তা গৌরব নয়, নিরাপত্তা। জার্মানরা নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জাতি। তাদের বিচক্ষণ রক্ষণাধীনে পররাজ্যগ্রাস ঘটনাটাই ভবিষ্যৎ যুদ্ধের হেতু না হয়ে পরিণত হয়ে যায় চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতিতে। আঠারো শতকের বিপ্লবকে সঙ্গীনবিদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৯২ সালে যারা ফ্রান্স আক্রমণ করেছিল তারা জার্মান

নয় বৈকি! যারা ইতালিকে পদানত, হাঙ্গেরিকে নিপীড়িত ও পোল্যান্ডকে বিখণ্ডিত করে হাত কলঙ্কিত করেছিল, তারা তো জার্মান নয়! জার্মানদের বর্তমান যে সামরিক ব্যবস্থায় দেশের সমগ্র সক্ষম পুরুষদের দুভাগে ভাগ করে রেখেছে—একভাগ সাক্ষাৎ সামরিক কার্যে নিযুক্ত স্থায়ী সেনাবাহিনী আর অপরভাগ মজুদ স্থায়ী বাহিনী, ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে যাঁরা শাসক, তাঁদের প্রতি দ্বিধাহীন বাধ্যতায় তারা উভয়েই সমান শর্তবদ্ধ—এমন যে সামরিক ব্যবস্থা, সে তো নিশ্চয়ই শান্তিরক্ষার 'বৈষয়িক রক্ষাকবচ' আর সভ্যতার চরম লক্ষ্য! সবদেশের মতন জার্মানিতেও সম্পত্তিধর শক্তির স্তাবকেরা মিথ্যা আত্মশ্লাঘার ধূপ জ্বালিয়ে বিষাক্ত করে জনমন।

মেৎস ও স্ত্রাসবুর্গে ফরাসি দুর্গ দেখে ক্রোধের ভান করলেও এইসব জার্মান দেশপ্রেমিকেরা কিন্তু ওয়ারশ, মদলিন ও ইভানগরদে মস্কোর সুবিস্তৃত দুর্গজালে কোনো ক্ষতি দেখেন না। বোনাপার্টী আক্রমণের ভয়াবহতার দিকে নয়ন বিস্ফারিত করলেও জারের খবরদারি মেনে চলবার অপমানটায় চোখ বোজেন।

১৮৬৫ সালে লুই বোনাপার্ট ও বিসমার্কের মধ্যে যেমন কথা হয়ে গিয়েছিল, ১৮৭০ সালে ঠিক তেমনই কথা হয়ে গেছে গর্চাকোভ ও বিসমার্কের মধ্যেও। লুই বোনাপার্ট যেমন এই আত্মপ্রসাদে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন যে, ১৮৬৬-এর যুদ্ধে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে, তখন তিনিই হবেন জার্মানির দণ্ডমুণ্ডের আসল কর্তা; তেমনই আলেক্সান্দরও এই আত্মপ্রসাদ নিয়েছেন যে, ১৮৭০-এর যুদ্ধ জার্মানি ও ফ্রান্স উভয়কেই শক্তিহীন করে ফেলে তাঁকেই সারা পশ্চিম ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা করে দেবে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য যেমন ভেবেছিল যে, উত্তর জার্মান সংযুক্তরাষ্ট্র (২৭) তার অস্তিত্বের অন্তরায়, তেমনই স্বৈরতন্ত্রী রাশিয়াও মনে করতে বাধ্য যে, প্রুশীয় নেতৃত্বাধীন জার্মান সাম্রাজ্যে সে বিপন্ন। সাবেকী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়মই এই। সে নিয়মের চৌহদ্দির ভিতরে এক রাষ্ট্রের লাভে অপর রাষ্ট্রের ক্ষতি। ইউরোপের উপর জারের চূড়ান্ত প্রভাবের মূল রয়েছে জার্মানির উপরে তাঁর চিরাচরিত কর্তৃত্বের ভিতরে। যে সময়টাতে খোদ রাশিয়ার ভিতরেই অগ্নিগর্ভ সামাজিক শক্তিগুলি স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি ধরে নাড়া দেবার উপক্রম করেছে, ঠিক তখন জার কি তাঁর বৈদেশিক মর্যাদার

এতটা হানি সহ্য করতে পারেন? ১৮৬৬ সালের যুদ্ধের পরে বোনাপার্টীয় পত্রিকাগুলি যে ভাষায় কথা বলেছিল, এর মধ্যেই মস্কোর পত্রিকাগুলিও সেই ভাষারই পুনরাবৃত্তি শুরু করেছে। ফ্রান্সকে রাশিয়ার কোলে জোর করে ঠেলে দিলে জার্মানির মুক্তি ও শান্তি সুনিশ্চিত হবে, একথা কি টিউটনীয় দেশপ্রেমিকরা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন? অস্ত্রবলের সৌভাগ্য, সাফল্যজনিত মাতন এবং রাজবংশজ চক্রান্ত যদি জার্মানিকে টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সের অঙ্গচ্ছেদের দিকে, তাহলে তার সম্মুখে খোলা থাকবে দুটি মাত্র পথ: হয়, সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে রুশ রাজ্যজয় নীতির **প্রকাশ্য** হাতিয়ারে পরিণত হতে হবে; না হয়, স্বল্পকাল বিরতির পর তাকে প্রস্তুত হতে হবে আবার এক 'আত্মরক্ষামূলক' যুদ্ধের জন্য, হালে চলতি ঐ 'স্থানীয়কৃত' যুদ্ধ নয়, সম্মিলিত স্লাভ ও রোমক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, **জাতি যুদ্ধ।**

যুদ্ধ নিরোধের শক্তি জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর ছিল না, তাই তারা এ যুদ্ধের দৃঢ় সমর্থন করেছিল এই হিসাবে যে, এটা জার্মান স্বাধীনতার যুদ্ধ, এটা ঐ জঘন্য মড়কের প্রেত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের হাত থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের মুক্তি যুদ্ধ। আপন পরিবার-পরিজনকে অর্ধাহারে ফেলে রেখে বীর বাহিনীর পেশী গড়েছে জার্মান শিল্পশ্রমিকেরাই গ্রামের মেহনতীদের সঙ্গে একত্রে। বিদেশে এরা মরেছে যুদ্ধে, আবার স্বদেশেও এদের মরতে হবে দুর্দশায়। এবার এগিয়ে এসে 'রক্ষাকবচ' চাইবার পালা এদের, চাইতে হবে এই রক্ষাকবচ যাতে এদের অপরিমিত আত্মবলি ব্যর্থ না হয়, যাতে তারা মুক্তি পায়, যাতে বোনাপার্টীয় সেনাবাহিনীর উপর তাদের এই বিজয়, ১৮১৫ সালের মতন, জার্মান জনসাধারণের পরাজয়ে রূপান্তরিত না হয় (২৮)। এবং প্রথম রক্ষাকবচ হিসাবে তারা দাবি করছে **ফ্রান্সের পক্ষে সম্মানজনক শান্তি চুক্তি,** এবং **ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদান।**

জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ৫ সেপ্টেম্বরে প্রচারিত এক ইশতেহারে এইসব রক্ষাকবচের ওপর জোর দেয়। তারা বলে:

'আমরা অ্যালসেস ও লরেন গ্রাসের প্রতিবাদ করছি। আমরা জানি যে, আমরা জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর নামেই কথা বলছি। ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের স্বার্থে, শান্তি ও মুক্তির স্বার্থে, প্রাচ্যের বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার স্বার্থে, জার্মান

শ্রমিকেরা অ্যালসেস ও লরেন দখল চুপ করে বরদাস্ত করবে না... প্রলেতারিয়েতের সাধারণ আন্তর্জাতিক আদর্শে আমরা সকল দেশের শ্রমিক ভাইদের পাশে বিশ্বস্ত হয়ে দাঁড়াব!’

দুর্ভাগ্যবশত তাদের আশু সাফল্যে আমরা নিশ্চিত বোধ করতে পারছি না। শান্তির আমলে যেখানে ফরাসি শ্রমিকেরা আক্রমণকারীকে রুখতে সমর্থ হয় নি, সেখানে সামরিক উন্মাদনার ভিতর বিজয়ীকে আটকাতে জার্মান শ্রমিকেরা কি তার চাইতে বেশি সক্ষম হবে? জার্মান শ্রমিকদের ইশতেহারে দাবি করা হয়েছে যে, মামুলী আসামীর মতো লুই বোনাপার্টকে সমর্পণ করতে হবে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের হাতে। উল্টোদিকে তাদের শাসকেরা বরং ফ্রান্সকে ধ্বংস করার সেরা লোক হিসাবে তাঁকেই আবার তুইলেরিসে (২৯) পুনঃস্থাপিত করার জোর চেষ্টা করছে। সে যাই হোক, ইতিহাস প্রমাণ করবে যে, জার্মান বুর্জোয়ার মতো নরম ধাতু দিয়ে জার্মান শ্রমিক শ্রেণী গড়া নয়। তাদের কর্তব্য তারা করে যাবেই।

ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবকে তাদের মতনই আমরা স্বাগত জানাচ্ছি; সেই সঙ্গে আমাদের মনে কিন্তু সংশয় আছে; আশা করি, সেগুলি অমূলক বলে প্রমাণিত হবে। এই প্রজাতন্ত্র রাজসিংহাসনের মূলোৎপাটন করে নি, তার শূন্য স্থানে গিয়ে বসেছে মাত্র। সামাজিক বিজয় হিসাবে তার ঘোষণা হয় নি, হয়েছে প্রতিরক্ষার জাতীয় ব্যবস্থা হিসাবে। যে সাময়িক সরকারের হাতে রয়েছে এই প্রজাতন্ত্র, সে সরকারের একাংশ কুখ্যাত অর্লিয়ান্সী, আর অপরাংশ বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, যাদের কেউ কেউ ১৮৪৮-এর জুন অভ্যুত্থানে অনপনেয় কলঙ্কচিহ্নে চিহ্নিত। এই সরকারের সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগির ব্যবস্থাটাও বেজায় বিসদৃশ ঠেকে। মূল ঘাঁটি— সেনাবাহিনী ও পুলিশ হস্তগত করেছে অর্লিয়ান্সীরা, আর যারা তথাকথিত প্রজাতন্ত্রী তাদের ভাগে পড়েছে যত বক্তৃতার দপ্তরগুলি। এদের প্রথম কয়েকটি কাজ বেশ দেখিয়ে দিল যে, এরা সাম্রাজ্যের কাছ থেকে শুধু তার ধ্বংসাবশেষ নয়, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তার আতঙ্কটাও উত্তরাধিকার পেয়েছে। পরিণামে যা অসম্ভব, উদ্দাম বাক্যচ্ছটায় প্রজাতন্ত্রের নামে তার প্রতিশ্রুতি দেবার পিছনে কি এই উদ্দেশ্য নেই যে, যেটা ‘সম্ভব’ তেমন একটা সরকার চাইবার পথ পরিষ্কার করা? এই প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত কোনো কোনো ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্যটা কি এই নয় যে, একে ব্যবহার করা হবে

নিতান্তই অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে, অর্লিয়ান্স-বংশের পুনর্প্রতিষ্ঠার সেতুরূপে?

তাই, ফরাসি শ্রমিক শ্রেণী চলেছে চরম দুরূহ অবস্থার ভিতর দিয়ে। যখন শত্রু প্রায় প্যারিসের দরজায় ঘা দিচ্ছে, বর্তমানের এই সঙ্কটকালে নতুন সরকারকে উল্টে দেবার কোন চেষ্টা হলে তা হবে চরম মূঢ়তা। নাগরিক হিসেবে তাদের যা কর্তব্য, ফরাসি শ্রমিকদের তা সম্পাদন করতেই হবে; সেই সঙ্গে কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৭৯২-এর জাতীয় ঐতিহ্যে তারা যেন নিজেদের ভোলাতে না দেয়, যেমন ফরাসি কৃষকেরা ভুলেছিল প্রথম সাম্রাজ্যের জাতীয় ঐতিহ্যে। অতীতের পুনরাবৃত্তি নয়, তাদের কর্তব্য হল ভবিষ্যৎকে গড়ে তোলা। প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীনতার যেসব সুযোগ-সুবিধা আছে, শান্ত ও দৃঢ়চিত্তে সেগুলি ব্যবহার করে আপন শ্রেণী সংগঠনের কাজে যেন তারা তা লাগায়। তাতে তারা পাবে ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন ও আমাদের সাধারণ কর্তব্য—শ্রমের মুক্তি সাধনের জন্য নতুন হার্কিউলীয় শক্তি। প্রজাতন্ত্রের ভাগ্য নির্ভর করছে তাদেরই উদ্যম ও বিজ্ঞতার উপর।

ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটিশ সরকারের যে অনিচ্ছা, বাইরে থেকে তার উপর সুষ্ঠু চাপ দিয়ে তাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য ইংরেজ শ্রমিকেরা ইতিমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে (৩০)। ১৭৯২ সালের জ্যাকোবিন-বিরোধী যুদ্ধ এবং অশোভনভাবে তাড়াহুড়ো করে ক্ষমতার জবরদখলকে (৩১) স্বীকৃতি দেবার পূর্বতন দোষস্খালনের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে টালবাহানা করে চলেছে। ইংরেজ সংবাদপত্র জগতের একাংশ অতি নির্লজ্জভাবে ফ্রান্সের যে অঙ্গচ্ছেদ করার জন্য ঘেউ ঘেউ করছে, তাকে রোধ করতে সর্বশক্তি প্রয়োগের জন্যও ইংরেজ শ্রমিকেরা তাদের সরকারকে আহ্বান জানায়। এটা সেই সংবাদপত্র মহল যারা বিশ বছর ধরে লুই বোনাপার্টকে ইউরোপের বিধাতাপুরুষ জ্ঞানে পূজা করে এসেছিল এবং আমেরিকান দাস-মালিকদের বিদ্রোহে (৩২) উৎসাহ জুগিয়েছিল উন্মত্ত উল্লাসে। সেদিনকার মতন আজও এরা মুখর হয়ে চলছে দাস-মালিকদেরই স্বার্থে।

প্রতিটি দেশে **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** প্রত্যেকটি শাখা শ্রমিক শ্রেণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করুক। আজ যদি তারা তাদের কর্তব্য পরিহার

করে, যদি তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানের এই ভয়াবহ যুদ্ধ হবে আরও ভয়াবহ আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের অগ্রদূত আর দেশে দেশে শ্রমিকদের উপর ঘটাবে তরবারির মহাবরদের, ভূমি ও পুঁজির অধিপতিদের নতুন বিজয়।

Vive la République!*

২৫৬, হাই হলবোর্ন,
লণ্ডন, ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল,
৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৭০

১৮৭০ সালের ৬-৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে
ক. মার্কস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭০ সালের ১১-১৩ সেপ্টেম্বর
প্রচারপত্রাকারে ইংরেজি ভাষায়
তথা প্রচারপত্রাকারে জার্মান ভাষায়
এবং ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর
জার্মান ও ফরাসি সাময়িক পত্রে মুদ্রিত

---

* প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক! — সম্পাঃ

ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ

সমিতির ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ সকল সদস্যের প্রতি

১

১৮৭০-এর ৪ সেপ্টেম্বর প্যারিসের শ্রমজীবীরা যখন প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে তাকে স্বাগত জানাল সমগ্র ফ্রান্স, ঠিক তখনই উচ্চপদান্বেষী ব্যারিস্টারদের এক চক্র টাউন হল দখল করল—তাদের রাষ্ট্রীয় নেতা হলেন তিয়ের, তাদের জেনারেল ত্রশ্যু। ঐতিহাসিক সংকটের প্রতি যুগে ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করাই প্যারিসের ব্রত, এই ধারণায় তারা তখন এমনই অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন যে, তাদের মনে হল, জবরদখল করে পাওয়া ফ্রান্সের শাসকপদটাকে বৈধ করে নেবার জন্য তাদের তামাদি হয়ে যাওয়া প্যারিস-প্রতিনিধিত্বটুকু হাজির করাই যথেষ্ট হবে। এই লোকগুলির অভ্যুদয়ের পাঁচ দিন পরেই গত যুদ্ধ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমাদের দ্বিতীয় অভিভাষণে আমরা বলেছিলাম এরা কারা।* তথাপি, আকস্মিকতার তোলপাড়ের মধ্যে, শ্রমিক শ্রেণীর সত্যকার নেতারা যখন বোনাপার্টীয় কারাগারে আবদ্ধ, আর প্রুশীয়রা দ্রুত এগিয়ে আসছিল প্যারিসের উপর, সেই সময় এদের ক্ষমতাদখলটাকে প্যারিস মেনে নিয়েছিল, পরিষ্কার এই শর্তে যে, একমাত্র জাতীয় প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে। প্যারিস রক্ষা করতে হলে কিন্তু তার শ্রমিকদের অস্ত্রসজ্জিত করা, কার্যকরী সামরিক শক্তি হিসাবে তাদের সংগঠিত করা, যুদ্ধের ভিতর দিয়েই তাদের সামরিক কৌশলে সুশিক্ষিত করে তোলা ছাড়া চলে না। অথচ অস্ত্রসজ্জিত প্যারিস মানেই হল অস্ত্রসজ্জিত বিপ্লব। প্রুশীয় আক্রমণকারীদের উপর প্যারিসের জয়লাভের অর্থ ফরাসি পুঁজিপতি ও

---

* বর্তমান খণ্ডের ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

তাদের রাষ্ট্রীয় পরগাছাদের উপর ফরাসি শ্রমিকদের বিজয়। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণী-স্বার্থের এই সংঘর্ষে জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না জাতিদ্রোহী সরকার হয়ে উঠতে।

প্রথম ধাপে তারা ভ্রাম্যমাণ সফরে তিয়েরকে পাঠাল ইউরোপের সব কয়টি রাজদরবারে, প্রজাতন্ত্রের বদলে রাজা গ্রহণের মূল্যে মধ্যস্থতা ভিক্ষা করতে। প্যারিস অবরোধ শুরু হবার চার মাস পরে যখন তারা ভাবল যে, আত্মসমর্পণের কথা তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে, তখন জুল ফাভ্‌র ও অন্যান্য সহকর্মীদের উপস্থিতিতে ত্রশ্যু প্যারিসের সমবেত মেয়রদের কাছে এই মর্মে বক্তৃতা দিলেন:

'ঠিক ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমার সহকর্মীরা আমাকে প্রথম যে প্রশ্ন করেছিলেন তা হল এই: প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ প্যারিস একটুকু সাফল্যের সঙ্গে সয়ে থাকতে পারবে কি? নেতিবাচক জবাবে আমি দ্বিধা করি নি। এখানে উপস্থিত আমার কোন কোন সহকর্মী একথার সত্যাসত্য ও আমার মতের অবিচলতার প্রমাণ দেবেন। আমি তাঁদের ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলাম যে, বর্তমানের অবস্থায় প্রুশীয় বাহিনীর অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকার চেষ্টা করা প্যারিসের পক্ষে মূঢ়তা হবে। বলেছিলাম, সে প্রচেষ্টা বীরোচিত মূঢ়তা হবে সন্দেহ নেই, তবে ঐ পর্যন্তই... পরের ঘটনাগুলি' (তাঁর নিজের কারসাজিতেই অবশ্য) 'আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে নি।'

বক্তৃতায় উপস্থিত মেয়রদের অন্যতম, শ্রীযুক্ত করবোঁ পরে ত্রশ্যুর এই সুন্দর ছোট্ট বক্তৃতাটুকু প্রকাশ করে দেন।

দেখা যাচ্ছে যে, প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সেই সন্ধ্যাতেই ত্রশ্যুর সহকর্মীদের জানা ছিল যে, তাঁর 'পরিকল্পনা' হল প্যারিসকে আত্মসমর্পণ করানো। জাতীয় প্রতিরক্ষা যদি তিয়ের, ফাভ্‌র অ্যান্ড কোম্পানির ব্যক্তিগত আধিপত্যের একটা অছিলা মাত্র না হত, তাহলে ৪ সেপ্টেম্বরের ভুঁইফোড়ের দল ৫ তারিখেই গদি ছাড়ত, ত্রশ্যুর 'পরিকল্পনা' সম্পর্কে প্যারিসবাসীদের অবহিত করে তাদের আহ্বান জানাত অবিলম্বে আত্মসমর্পণ করতে অথবা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নিতে। তা না করে, নির্লজ্জ এই জোচ্চোরেরা স্থির করল, প্যারিসের বীরোচিত মূঢ়তাকে শোধন করবে দুর্ভিক্ষ ও হত্যালীলার এক রাজত্ব দিয়ে আর ইতিমধ্যে তাকে ধোঁকা দিয়ে রাখবে এই আস্ফালনী ইশতেহার মারফৎ যে, 'প্যারিসের শাসনকর্তা' ত্রশ্যু 'কখনই

আত্মসমর্পণ করবেন না', অথবা পররাষ্ট্র সচিব জুল ফাভ্র 'আমাদের এক ইঞ্চি জমি বা আমাদের দুর্গগুলির একটি ইট পর্যন্ত শত্রুকে ছেড়ে দেবেন না'। এই জুল ফাভ্র-ই কিন্তু গাম্বেত্তাকে লেখা এক পত্রে স্বীকার করেন যে, তাঁরা যাদের বিরুদ্ধে 'প্রতিরক্ষা করছেন' তারা প্রুশীয় সেনাবাহিনী নয়, তারা প্যারিসের শ্রমিক জনগণ। বুদ্ধি খাটিয়ে ত্রশ্যু যেসব বোনাপার্টীয় গলাকাটাদের প্যারিস বাহিনী চালনার ভার দিয়েছিলেন, তারা অবরোধের গোটা পর্যায় জুড়ে ব্যক্তিগত পত্রালাপে কুৎসিৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত প্রতিরক্ষার এই সুপরিচিত তামাসাটুকু নিয়ে, (দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্যারিস প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোলন্দাজ দলের সর্বাধিনায়ক ও লিজিয়ন অব অনার-এর গ্র্যান্ড ক্রশ ভূষিত আদল্ফ সিমোঁ গিও-র গোলন্দাজ ডিভিসনের অধ্যক্ষ সুজানকে লেখা পত্রটি দ্রষ্টব্য; এই পত্রটি কমিউনের *Journal Officiel* (৩৩) প্রকাশ করেছিল)। অবশেষে ১৮৭১-এর ২৮ জানুয়ারি (৩৪) জোচ্চোরদের মুখোশ খসে পড়ল। চরম আত্মাবনতির সাচ্চা বীরত্বপনা দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করার ভিতর দিয়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার বেরিয়ে এল বিসমার্কের বন্দীদের দ্বারা গঠিত ফরাসি সরকাররূপে—ভূমিকাটা এতই হীন যে, লুই বোনাপার্ট পর্যন্ত সেদানে এ অবস্থা মেনে নেওয়া থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন। ১৮ মার্চের ঘটনাবলির পরে, পাগলের মতন ভার্সাই অভিমুখে পালাবার সময় এই capitulards (৩৫) প্যারিসের হাতে ফেলে গেল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষ্যদায়ী দলিলপত্র; প্রদেশগুলির উদ্দেশে প্রচারিত ইশতেহারে কমিউন বলেছিল যে, সে প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে

'প্যারিসকে রক্তসমুদ্রস্নাত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতেও তারা সংকুচিত হত না'।

এইরকম পরিসমাপ্তির অধীর আগ্রহের আরও কিছু ব্যক্তিগত কারণ ছিল প্রতিরক্ষা সরকারের নেতৃস্থানীয় কোন কোন সদস্যের।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হবার অল্পকাল পরেই জাতীয় সভায় প্যারিসের অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মিলিয়ের, যিনি বর্তমানে জুল ফাভ্র-এর বিশেষ আদেশে গুলিতে নিহত, তিনি ধারাবাহিক কয়েকটি প্রামাণ্য আইনগত দলিল প্রকাশ করেছিলেন। তাতে এই প্রমাণ হয় যে, জুল ফাভ্র বসবাস করতেন আলজেরিয়ার বাসিন্দা এক মদ্যপের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর

উপপতিরূপে; বহু বছর ধরে চালানো এক দুঃসাহসিক জালিয়াতি করে তিনি তাঁর ব্যভিচারোদ্ভূত সন্তানদের নামে হাত করেন মস্ত বড় উত্তরাধিকার ও বড়লোক হয়ে ওঠেন; বৈধ উত্তরাধিকারীরা মোকদ্দমা আনলে কারসাজি ফাঁস হওয়া থেকে তিনি বেঁচে যান কেবল বোনাপার্টীয় বিচারালয়ের যোগসাজসে। আইনের এইসব নীরস কাগজপত্র যেহেতু গলাবাজির কোনো অশ্বশক্তিতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না তাই জুল ফাভ্র জীবনে এই প্রথমবার তাঁর জিহ্বা সংযত করে নীরবে অপেক্ষায় রইলেন গৃহযুদ্ধ বেধে ওঠা পর্যন্ত, যাতে পরিবার, ধর্ম, শৃঙ্খলা ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে সমূহ বিদ্রোহী একদল পলাতক কয়েদী বলে উন্মত্ত ধিক্কার হানতে পারেন প্যারিসের জনগণের ওপর। এই জালিয়াতই, ৪ সেপ্টেম্বরের পরে, ক্ষমতা হাতে পেতে না পেতেই আত্মীয়তা বোধ থেকে মুক্তি দিলেন পিক ও তায়েফের-কে, যারা এমন কি সাম্রাজ্যের আমলেই জালিয়াতির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিল *Étendard*-এর (৩৬) কলঙ্কজনক ব্যাপারে। এদের অন্যতম, তায়েফের দুঃসাহসে ভর করে কমিউন শাসিত প্যারিসে ফিরে এলে পর তাকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়। আর তারপর জাতীয় সভার বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে জুল ফাভ্র চেঁচিয়েছিলেন প্যারিস যত জেলঘুঘুকে ছেড়ে দিচ্ছে!

জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের জো মিলার*--এর্নেস্ত পিকার, যিনি সাম্রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব হবার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর নিজেকে নিজেই প্রজাতন্ত্রের অর্থসচিব নিযুক্ত করে নিয়েছিলেন, তিনি আর্তুর পিকার নামে এক ব্যক্তির ভাই। সে ব্যক্তিটি আবার প্যারিসের বুর্জ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন জালিয়াতির জন্য (১৮৬৭ সালের ৩১ জুলাই তারিখের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) এবং নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে ৫ নং রু পালেস্ত্রোতে অবস্থিত Société Générale-র (৩৭) অন্যতম শাখা ম্যানেজার থাকাকালে ৩,০০,০০০ ফ্রাঙ্ক চুরির দায়ে দণ্ডিত হয়েছিলেন (১৮৬৮ সালের ১১ ডিসেম্বরের পুলিশ দপ্তরের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। এই আর্তুর পিকারকেই এর্নেস্ত পিকার তাঁর *Électeur libre* পত্রিকার (৩৮) সম্পাদক করে দিলেন।

---

* ১৮৭১ ও ১৮৯১ সালের জার্মান সংস্করণে 'জো মিলারের' স্থলে আছে 'কার্ল ফগ্ট'; ১৮৭১ সালের ফরাসি সংস্করণে— 'ফলস্টাফ'। — সম্পাঃ

অর্থদপ্তরের এই পত্রিকাটির সরকারী মিথ্যা ভাষণে ফাটকাবাজারের সাধারণ দালালেরা যখন ভুলপথে চালিত হচ্ছিল, ঠিক তখন আর্ত্যুর পিকার অর্থদপ্তর আর ব্যুর্জের মধ্যে ছুটোছুটি করেছেন ফরাসি বাহিনীর বিপর্যয় ভাঙিয়ে মুনাফা তোলার জন্য। এই গণ্যমান্য ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে অর্থসংক্রান্ত যত পত্রবিনিময় হয়েছিল তার সবগুলিই কমিউনের হাতে পড়ে।

জুল ফেরি, যিনি ৪ সেপ্টেম্বরের আগে ছিলেন একজন কপর্দকহীন ব্যারিস্টার, তিনি অবরোধকালীন প্যারিসের মেয়র হিসাবে দুর্ভিক্ষ ভাঙিয়ে ভাগ্য ফেরান। তাঁর প্রশাসনিক অব্যবস্থার জবাবদিহি করতে হলে সেই দিনই তাঁকে অভিযুক্ত হতে হত।

তাই, এইসব লোক প্যারিসের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই একমাত্র খুঁজে পেতে পারত তাদের tickets-of-leave*; ঠিক এই ধরনের লোকই খুঁজছিলেন বিসমার্ক। নেপথ্যে থেকে এতদিন যিনি সরকারের সূত্রধরের (prompter) কাজ করছিলেন সেই তিয়ের এখন কিছুটা হাতের তাস চেলে হাজির হলেন সরকারের প্রধানরূপে, এইসব ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের তাঁর মন্ত্রী করে নিয়ে।

কিন্তু বামন এই তিয়ের প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ফরাসি বুর্জোয়াদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন, কারণ তিনিই হলেন তাদের শ্রেণী-কলুষের সবচেয়ে সম্পূর্ণ ভাবগত প্রকাশ। রাষ্ট্রপুরুষ হবার আগেই ঐতিহাসিক রূপে তিনি নিজের মিথ্যাভাষণ শক্তির প্রমাণ দেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিবৃত্ত হল ফ্রান্সের দুর্ভাগ্যের ঘটনাপঞ্জী। ১৮৩০-এর আগে প্রজাতন্ত্রী দলের সঙ্গে যুক্ত এই লোকটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক লাফিৎ-এর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে লুই ফিলিপের অধীনে ঢুকে পড়তে পারেন মন্ত্রিপদে; যে দাঙ্গায় সাঁ-জের্মাঁ ল'অক্সেরোয়া গির্জা এবং আর্চবিশপের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়েছিল তাতে পুরোহিতদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করে এবং ডাচেস দ্য বেরি-র (৩৯) ব্যাপারে মন্ত্রী-গুপ্তচর এবং জেল-ধাইয়ের কাজ করে রাজাকে তিনি হাত

* ইংলণ্ডে সাধারণ অপরাধীরা কারাদণ্ডের বেশির ভাগটা অতিবাহিত করার পর অনেক সময়ে ছাড় টিকিট পেয়ে পুলিশের তদারকে ছাড়া পায়। এই টিকিটের নাম হল tickets-of-leave এবং তার অধিকারীরা ticket-of-leave men বলে অভিহিত হয়। (১৮৭১ সালের জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

করেন। ত্রাঁস্‌ননে রাস্তায় প্রজাতন্ত্রীদের হত্যালীলা এবং মুদ্রণ ও সংগঠনের অধিকারের বিরুদ্ধে পরবর্তী কুখ্যাত সেপ্টেম্বর আইন তাঁরই কাজ (৪০)। ১৮৪০ সালের মার্চে মন্ত্রিসভার প্রধানরূপে আবার উদিত হয়ে তিনি ফ্রান্সকে চমকে দিলেন প্যারিস সুরক্ষিত করার পরিকল্পনা নিয়ে (৪১)। প্যারিসের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে এই পরিকল্পনা প্রজাতন্ত্রীদের কাছে নিন্দিত হওয়াতে তিনি প্রতিনিধি সভার মঞ্চ থেকে জবাব দেন:

'সে কী? রক্ষা ব্যবস্থার নির্মাণে স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে কখনও! সম্ভাব্য কোনও সরকার প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণ করে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা কোনদিন করতে পারে এই কথা ধরে নিয়ে আপনারা তো আগেই তার মানহানি করে বসছেন... কিন্তু জয়লাভের পর তেমন সরকার আগের চাইতে শতগুণ বেশি অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

বাস্তবিকই দুর্গ থেকে প্যারিসের ওপর গোলাবর্ষণ করতে কোন সরকারই সাহস পেত না, কেবল সেই সরকার ছাড়া, যারা আগে এইসব দুর্গ সমর্পণ করে দিয়েছিল প্রুশীয়দের হাতে।

১৮৪৮-এর জানুয়ারিতে রাজা-বোম্বা* যখন পালের্মোতে শক্তি পরীক্ষা করতে গেলেন, তখন বহুদিন মন্ত্রিত্বহারা তিয়ের প্রতিনিধি সভায় আবার উঠে বলেন:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানেন পালের্মোতে কী ঘটছে। সকলেই আপনারা আতঙ্কে শিউরে উঠছেন' (অবশ্য পার্লামেণ্টীয় রীতিতে) 'এইকথা শুনে যে, একটা বড় শহরের উপর গোলাবর্ষণ চলেছে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে। কে করল এই গোলাবর্ষণ? যুদ্ধের অধিকার নিয়ে কোনও বিদেশী শত্রু? না, মহাশয়গণ, এ গোলাবর্ষণ করেছে তার নিজস্ব সরকার। কিন্তু কেন? কারণ, সেই হতভাগ্য নগরী তার অধিকার দাবি করেছিল। তাহলে অধিকার দাবি করে সে পেল আটচল্লিশ ঘণ্টা গোলাবর্ষণ... আমাকে ইউরোপের জনমতের দরবারে আবেদন করতে অনুমতি দিন। ইউরোপে যেটা সম্ভবত সবচেয়ে মহান মঞ্চ সেখানে উঠে দাঁড়িয়ে এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে কয়েকটা ধিক্কারের কথা' (শুধু কথাই বটে) 'ধ্বনিত করতে পারলে মানবজাতির প্রতি সেবা করা হবে... নিজের দেশের সেবায় অনেক কিছু করেছেন যিনি' (তিয়ের নিজে তা কিছুই করেন নি) 'সেই রাজপ্রতিভূ এস্পার্তেরো যখন বার্সেলোনার উপর গোলাবর্ষণ করতে চেয়েছিলেন তার সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করার জন্য, তখন পৃথিবীর সকল অংশ থেকে উঠেছিল ব্যাপক রোষধ্বনি।'

---

* দ্বিতীয় ফার্ডিন্যাণ্ড। — সম্পাঃ

আঠারো মাস পরেই, যখন ফরাসি বাহিনী রোমের ওপর গোলাবর্ষণ করল (৪২) তখন তার উদগ্র সমর্থন যারা করেছিল তাদের মধ্যে তিয়ের ছিলেন অন্যতম। বস্তুত, রাজা-বোম্বার অপরাধ যেন বা এই যে তিনি তাঁর গোলাবর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখেন আটচল্লিশ ঘণ্টায়।

কর্তৃত্বের আসন ও টাকা কামানো থেকে গিজো-র হাতে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকায় উত্ত্যক্ত হয়ে বাতাসে গণ-উদ্বেলতার গন্ধ পেয়ে তিয়ের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের (৪৩) কয়েকদিন আগে নকল বীরের ভঙ্গিতে—যে ভঙ্গির দরুন লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল Mirabeau-mouche* —প্রতিনিধি সভায় ঘোষণা করলেন:

'আমি বিপ্লবের দলে শুধু ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপেও। আমি চাই বিপ্লবের সরকার থাকবে নরমপন্থীদের হাতে... কিন্তু সে সরকারকে যদি এসে পড়তে হয় গরমপন্থীদের হাতে, এমন কি ওই র‍্যাডিকালদের হাতে, তাহলেও আমি আমার আদর্শ বর্জন করব না। আমি চিরকালই থাকব বিপ্লবের দলে।'

ফেব্রুয়ারির বিপ্লব এল। এই ক্ষুদে লোকটি যা স্বপ্ন দেখেছিল, গিজো মন্ত্রিসভাকে পাল্টিয়ে তার জায়গায় তিয়ের মন্ত্রিসভাকে না বসিয়ে বিপ্লব লুই ফিলিপের জায়গায় বসাল প্রজাতন্ত্রকে। জনতার জয় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম দিন তিয়ের নিজেকে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলেন; খেয়াল করেন নি, তাঁর প্রতি শ্রমিকদের ঘেন্নার ফলেই তিনি তাদের আক্রোশের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। তাহলেও সাহসের রূপকথামণ্ডিত এই লোকটি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়াটা সলজ্জভাবে এড়িয়ে চলেন, যতদিন না জুনের হত্যালীলা তাঁর মতো লোকের ক্রিয়াকলাপের জন্য মঞ্চ পরিষ্কার করে দিল। তখন তিনি হয়ে উঠলেন 'শৃঙ্খলা পার্টির' (৪৪) এবং তাদের সেই পার্লামেণ্টীয় প্রজাতন্ত্রের প্রধান মনীষা, যেটা ছিল একটা অনামা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা, যার ভিতরে শাসক শ্রেণীর প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল একযোগে চক্রান্ত করছিল জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করতে, আর পৃথকভাবে চক্রান্ত করছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ রাজবংশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। আজকের মতন সেদিনও তিয়ের প্রজাতন্ত্রীদের ধিক্কৃত করেন এই বলে যে তারাই হল

---

* মিরাবো-মাছি। —সম্পাঃ

প্রজাতন্ত্রকে সুসংহত করার পথে একমাত্র বাধা; আজকের মতন সেদিনও তিনি প্রজাতন্ত্রকে তাই বলেন যা জল্লাদ বলেছিল ডন কার্লোসকে: 'তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমায় আমি হত্যা করব।' সেদিনের মতন আজও তাঁর জয়লাভের পরের দিনই তাঁকে বলে উঠতে হবে, l'Empire est fait — সাম্রাজ্য একটা বাস্তব ঘটনা। প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর কপট উপদেশ বর্ষণ এবং লুই বোনাপার্ট সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সত্ত্বেও — বোনাপার্ট তাঁকে বোকা বানিয়ে পার্লামেণ্টীয় ব্যবস্থাকে পদাঘাতে দূর করে দেন, যে ব্যবস্থার কৃত্রিম আবহাওয়ার বাইরে এই সামান্য লোকটি শুকিয়ে শূন্য হয়ে যাবেন বলে জানতেন, — তাহলেও দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিটি দুষ্কর্মে তাঁর হাত ছিল, ফরাসি সৈন্য কর্তৃক রোম দখল থেকে শুরু করে প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত। এ যুদ্ধ তিনি উসকিয়ে তোলেন জার্মান ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করে, আক্রমণটা এজন্য নয় যে, এই ঐক্য প্রুশীয় স্বৈরতন্ত্রের একটা আবরণ, এই জন্য যে, ওটা জার্মান অনৈক্যের ওপর ফ্রান্সের কায়েমী স্বত্বের লঙ্ঘন। নিজের ঐতিহাসিক রচনায় নেপোলিয়নের জুতাবরদার হয়ে ওঠা এই বামন ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দিয়ে ইউরোপের নাকের উপর প্রথম নেপোলিয়নের তরবারি আস্ফালন করতে বড়ই ভালবাসতেন, অথচ সবসময়েই তিয়েরের পররাষ্ট্র নীতির শেষ পরিণতি হয়েছে ফ্রান্সের চরম অবমাননায় — ১৮৪০-এর লণ্ডন চুক্তি (৪৫) থেকে ১৮৭১-এর প্যারিস-সমর্পণ এবং বর্তমান গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, যেখানে বিসমার্কেরই বিশেষ অনুমতিক্রমে সেদান ও মেৎসের বন্দীদের তিনি প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন (৪৬)। নমনীয় কৃতিত্ব এবং লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও এই লোকটির সারা জীবন ছিল অতি অচল বাঁধিগতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। আধুনিক সমাজের গভীরতর অন্তঃস্রোত যে তাঁর কাছ থেকে চিরকাল গুপ্ত থাকবে, একথা স্বয়ংসিদ্ধ; কিন্তু সমাজের উপরিভাগেও যেসব পরিবর্তন অতি সুস্পষ্ট, তাও ধরা পড়ত না এই মস্তিষ্কে, যার সব শক্তিটুকু আশ্রয় নিয়েছিল জিহবাগ্রে। তাই পুরাতন ফরাসি সংরক্ষণ ব্যবস্থা থেকে সামান্য মাত্র বিচ্যুতিকেই মহাপাপ বলে ধিক্কার দিতে তাঁর ক্লান্তি কখনো দেখা যায় নি। লুই ফিলিপের মন্ত্রী থাকাকালে রেলওয়েকে উদ্ভট কল্পনা বলে তিনি বিদ্রূপ করেছিলেন; আবার যখন লুই বোনাপার্টের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন বিরোধী পক্ষে তখন পচে-যাওয়া

ফরাসি সামরিক ব্যবস্থা সংস্কারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই তিনি পবিত্রতাহানি বলে অভিহিত করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো কোন অতি সামান্য মাত্রাতেও,—সৎকাজ করেন নি। তিয়ের একনিষ্ঠ ছিলেন কেবল ধনলালসায় এবং ধন যারা উৎপাদন করে তাদের প্রতি বিদ্বেষে। লুই ফিলিপের অধীনে প্রথম মন্ত্রিত্ব পদে যখন তিনি প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন জোবের মতন দরিদ্র; যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি লক্ষপতি। এই রাজার অধীনেই তাঁর সর্বশেষ (১৮৪০ সালের ১ মার্চ) মন্ত্রিত্বের সময় প্রতিনিধি সভায় তাঁর বিরুদ্ধে টাকা অপচয়ের অভিযোগ এনে তাঁকে যখন প্রকাশ্যে নাস্তানাবুদ করা হল, তখন তিনি চোখের জলে জবাব দিয়েই নিরস্ত হলেন; এ জিনিসটা জুল ফাভ্র বা অন্য কোনও কুমিরের ক্ষেত্রে যত সহজে আসে, তার চেয়ে তাঁকে কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। বোর্দো-তে (৪৭) আসন্ন আর্থিক সর্বনাশ থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে প্রথম ব্যবস্থাটি নিলেন তা হল নিজের জন্য বছরে ত্রিশ লাখের ব্যবস্থা; ১৮৬৯-এ প্যারিসের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে 'মিতব্যয়ী প্রজাতন্ত্রের' যে মনোরম ভবিষ্যতের দৃশ্যপট তিনি তুলে ধরেছিলেন, এই দাঁড়াল তাঁর প্রথম ও শেষ কথা। ১৮৩০ সালের প্রতিনিধি সভায় তাঁর ভূতপূর্ব সহকর্মীদের অন্যতম, যিনি নিজে পুঁজিপতি হওয়া সত্ত্বেও হয়েছিলেন প্যারিস কমিউনের একজন একনিষ্ঠ সদস্য, সেই শ্রীযুক্ত বেলে কিছুদিন আগে এক প্রকাশ্য ঘোষণায় তাঁকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন:

> 'সর্বদাই পুঁজির কাছে শ্রমের দাসত্ব হয়ে এসেছে আপনার নীতির মূলকথা। টউন হলে শ্রমের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত দেখবার দিন থেকেই আপনি ফ্রান্সকে চিৎকার করে অবিরাম বলে এসেছেন: এরা সব অপরাধী!'

ছোটখাট রাষ্ট্রিক শয়তানিতে সেয়ানা, মিথ্যাভাষণ ও বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সুনিপুণ শিল্পী, পার্লামেন্টে দলগত লড়াইয়ের তুচ্ছ কলাকৌশল, ধূর্ত কুচক্র ও হীন প্রতারণায় ওস্তাদ; মন্ত্রিত্ব হারালেই বিপ্লবকে খুঁচিয়ে তুলতে, আবার রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ফিরে পেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে তাকে দমন করতে যাঁর চক্ষুলজ্জা নেই; ভাবধারার বদলে শ্রেণীগত কুসংস্কার, হৃদয়ের জায়গায় আত্মম্ভরিতা; রাজনৈতিক জীবন যেমন ঘৃণ্য ব্যক্তিগত জীবনও তেমনই কলঙ্কময়; আজও যখন ইনি ফরাসি সুলার অভিনয় করছেন, তখনও এক

লোক-হাসানো আড়ম্বর দিয়ে তাঁর ক্রিয়াকান্ডের জঘন্যতাটা ফুটিয়ে না তুলে তিনি পারেন না।

৪ সেপ্টেম্বরের ক্ষমতা-দখলকারীরা, ত্রশ্যুর কথামত ঠিক সেই দিন থেকেই শুরু করে দীর্ঘদিন ধরে শত্রুর সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার যে চক্রান্ত চালিয়েছিল, তার সমাপ্তি ঘটল প্যারিসের আত্মসমর্পণে, যেটা প্রাশিয়ার হাতে শুধু প্যারিস নয়, সমগ্র ফ্রান্স তুলে দিল। অপরপক্ষে, এর থেকেই শুরু হল গৃহযুদ্ধ, যা তারা চালাতে চাইল প্রাশিয়ার সাহায্যে প্রজাতন্ত্র ও প্যারিসের বিরুদ্ধে। ফাঁদটা পাতা হয়েছিল আত্মসমর্পণের শর্তেই। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি তখন শত্রুর হাতে, রাজধানী প্রদেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, আর যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে প্রস্তুতির জন্য প্রচুর সময় না দিলে ফ্রান্সের প্রকৃত প্রতিনিধিমন্ডলীর নির্বাচন অসম্ভব ছিল। এসব বুঝেই, আত্মসমর্পণের শর্ত রইল, আট দিনের মধ্যে নতুন জাতীয় সভার নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে; ফলে, ফ্রান্সের বহু এলাকায় আসন্ন নির্বাচনের সংবাদ গিয়ে পেঁছিল নির্বাচনের ঠিক পূর্বাহ্নে। তাছাড়াও, আত্মসমর্পণ শর্তের এক সুস্পষ্ট বিশেষ ধারা অনুযায়ী এই সভা গঠিত হবে কেবল শান্তি, না যুদ্ধ, এই প্রশ্নের মীমাংসা এবং দরকার হলে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধবিরতি চুক্তির শর্তই যে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব করে দিচ্ছে, একথা লোকে না বুঝে পারে না, না বুঝে পারে না যে বিসমার্কের চাপিয়ে দেওয়া শান্তি কার্যকরী করতে ফ্রান্সের নিকৃষ্টতম লোকেরাই হল যোগ্যতম। এইসব সতর্কতা অবলম্বন করেও তিয়ের সন্তুষ্ট হলেন না, যুদ্ধবিরতির গোপন সংবাদটা প্যারিসবাসীদের কাছে ভাঙবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচন অভিযানে লেজিটিমিস্ট দলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, কারণ অর্লিয়ান্সীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেরই এখন স্থান দখল করতে হবে বোনাপার্টপন্থীদের— তারা তখন অগ্রহণীয় হয়ে পড়েছিল। লেজিটিমিস্টদের নিয়ে তাঁর কোনো ভয় ছিল না। আধুনিক ফ্রান্সে এদের রাজত্ব অসম্ভব, তাই প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এরা অবজ্ঞেয়; প্রতিবিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে আর কোন পার্টি এদের চেয়ে যোগ্যতর, যে পার্টির কাজ, তিয়েরের নিজের ভাষায় (প্রতিনিধি সভা, ৫ জানুয়ারি, ১৮৩৩):

'সর্বদাই সীমিত থেকেছে তিনটি সূত্রে—বৈদেশিক আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ আর নৈরাজ্যে।'

লেজিটিমিস্টদের দীর্ঘপ্রত্যাশিত অতীত সহস্রাব্দব্যাপী রাজত্বের আসন্নতায় এরা সত্যই বিশ্বাস করত। বিদেশী আক্রমণের জুতোর তলায় ফ্রান্স তখন দলিত; আবার পতন হয়েছে সাম্রাজ্যের, বন্দী হয়েছে বোনাপার্ট এবং আবার জেগে উঠেছে লেজিটিমিস্টরা। ইতিহাসের চাকা স্পষ্টই পিছনে ঘুরে গিয়ে ১৮১৬ সালের সেই 'অতুলনীয় পরিষদে' (chambre introuvable) (৪৮) এসে দাঁড়াবে। ১৮৪৮ সাল থেকে ১৮৫১ অবধি প্রজাতন্ত্রের যে কয়টি জাতীয় সভা হয়েছিল তাতে পার্লামেণ্টীয় প্রতিনিধিত্ব করে এদের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ প্রবক্তারা; এখন যারা ছুটে এল, তারা হল দলের সাধারণ লোক, ফ্রান্সের যতসব পুর্সোনিয়াকেরা।

বোর্দো-তে এই 'জমিদার পরিষদ' (৪৯) বসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিয়ের তাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, শান্তি চুক্তির প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলিতে এই মুহূর্তেই সম্মতি দিতে হবে, এমন কি পার্লামেণ্টী বিতর্কের মর্যাদা ছাড়াই; কারণ এই একটি শর্তেই প্রাশিয়া প্রজাতন্ত্র ও তার প্রধান ঘাঁটি প্যারিসের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে অনুমতি দেবে। সত্যই, প্রতিবিপ্লবীদের সময় নষ্ট করার উপায় ছিল না। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য রাষ্ট্র-ঋণ করে তুলেছিল দ্বিগুণেরও বেশি, এবং বড় বড় শহরগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল বিপুল স্থানীয় ঋণভারে। যুদ্ধ এসে দায়ের পরিমাণ মারাত্মকভাবে ফুলিয়ে তুলেছিল আর নির্মমভাবে তছনছ করেছিল জাতির সম্পদের উৎসকে। সর্বনাশকে পূর্ণ করার জন্য ফ্রান্সের মাটিতে পাঁচ লক্ষ সৈন্যের ভরণপোষণ, পাঁচ শত কোটি ক্ষতিপূরণ এবং তার অদত্ত কিস্তির উপরে শতকরা ৫ হারে সুদের শর্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রুশীয় শাইলক। কে শুধবে এই বিল? ধনোৎপাদকদের ঘাড়ে ধনাধিকারীদের নিজেদেরই সৃষ্ট যুদ্ধের ব্যয়ভার চাপানো সম্ভব ছিল কেবল প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ করেই। এইভাবে ফ্রান্সের এই ব্যাপক সর্বনাশ থেকেই জমি ও পুঁজির এইসব দেশপ্রেমিক প্রতিনিধিরা উৎসাহিত হল আক্রমণকারীর চোখের সামনে আর তারই পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী যুদ্ধের

উপর একটা গৃহযুদ্ধ চাপিয়ে দিতে, চাপিয়ে দিতে একটা দাসমালিকদের বিদ্রোহ।

এই ষড়যন্ত্রের পথে একটা মস্ত বাধা ছিল — প্যারিস। সাফল্যের প্রথম শর্তই হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। তাই তিয়ের আহ্বান করেন প্যারিসকে অস্ত্রসমর্পণ করার জন্য। প্যারিসকে ধৈর্যচ্যুত করার জন্য সবকিছু করা হয়: 'জমিদার পরিষদে' উন্মত্ত প্রজাতন্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ; প্রজাতন্ত্রের বৈধতা সম্বন্ধে স্বয়ং তিয়েরের দ্ব্যর্থবোধক উক্তি; রাজধানীর আসন থেকে প্যারিসকে টেনে নামিয়ে তাকে মুণ্ডহীন করার হুমকি; অর্লিয়ান্সীদের রাষ্ট্রদূতদের পদে নিয়োগ; বকেয়া ব্যবসায়িক বিল এবং বাড়িভাড়া সংক্রান্ত দুটো আইন (৫০), যাতে প্যারিসের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি অনিবার্য; সম্ভাব্য যে কোনো প্রকাশনের প্রতি কপির উপর পুয়ে-কের্তিয়ে-র জেদে ধার্য হল দুই সাঁতিম ট্যাক্স; ব্লাঙ্কি এবং ফ্লুরাঁস-এর উপর মৃত্যুদণ্ড; প্রজাতন্ত্রী পত্রিকাগুলির দমন করা হল; প্যারিস থেকে ভার্সাইতে জাতীয় সভার স্থানান্তর; পালিকাও-ঘোষিত জরুরী অবস্থা ৪ সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলিতে উঠে যাবার পর তার পুনঃপ্রবর্তন; প্যারিস গভর্নরের পদে décembriseur (৫১) ভিনয়ের নিয়োগ, বোনাপার্টপন্থী প্রহরী ভালাঁতেঁ-র নিয়োগ তার পুলিশ কর্তা হিসাবে, আর জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিনের নিয়োগ তার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়কত্বে।

এইবার আমরা শ্রীযুক্ত তিয়ের ও তাঁর অনুচর জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের লোকদের একটা প্রশ্ন করব। একথা জানা আছে যে, তিয়ের তাঁর অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত পুয়ে-কের্তিয়ে-র মারফৎ দুই শত কোটি ধারের ব্যবস্থা করেন। তাহলে একথা সত্য কিনা যে,

১) ব্যাপারটার এমনভাবেই আয়োজন হয় যে তিয়ের, জুল ফাভ্র, এর্নেস্ত পিকার, পুয়ে-কের্তিয়ে এবং জুল সিমোঁ-র ব্যক্তিগত পকেটে যায় বেশ কয়েককোটি টাকার 'কমিশন'? আর —

২) প্যারিসে 'শান্তিপ্রতিষ্ঠা' না হওয়া পর্যন্ত কোনো টাকা শোধ দেবার কথা থাকে না (৫২)?

সে যাই হোক, এ ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়ো করার জন্য কিছু একটা তাঁদের বাধ্য করে, কেননা বোর্দো পরিষদের সংখ্যাধিকের নামে তিয়ের ও

জুল ফাভ্র অবিলম্বে প্যারিস দখলের জন্য নির্লজ্জভাবে অনুরোধ করেন প্রুশীয় সেনাদলকে। কিন্তু বিসমার্ক এ খেলা খেলতে রাজি হন নি; জার্মানিতে ফিরবার পর তিনি শ্লেষভরে এবং প্রকাশ্যে একথাই বলেছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের ভক্ত কূপমণ্ডূকদের কাছে।

২

প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পথে **সশস্ত্র** প্যারিসই ছিল একমাত্র গুরুতর প্রতিবন্ধক। তাই প্রয়োজন হল প্যারিসকে নিরস্ত্র করা। এ ব্যাপারে বোর্দো প্রতিনিধি সভা ছিল অকপটতারই প্রতীক। 'জমিদার পরিষদের' প্রতিনিধিদের তর্জন-গর্জন যদি বা যথেষ্ট সোচ্চার না-ও হয়ে উঠত, তাহলেও décembriseur ভিনয়, বোনাপার্টপন্থী প্রহরী ভালাঁতে এবং জেসুইট জেনারেল অরেল দ্য পালাদিন, এই ট্রায়ামভিরাটের হাতে তিয়ের কর্তৃক প্যারিসকে সঁপে দেওয়াটা সন্দেহের শেষ আড়ালটুকুও ছিন্ন করে দিত। কিন্তু প্যারিসকে নিরস্ত্র করার আসল উদ্দেশ্যটি উদ্ধতভাবে প্রকাশ করলেও, ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে যে অজুহাতে অস্ত্র সমর্পণের জন্য আহবান করে, তা হল অতি জাজ্বল্যমান, অতি নির্লজ্জ এক মিথ্যা। তিয়ের বলেন, প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাই রাষ্ট্রকেই তা ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হল এই: বিসমার্কের বন্দীরা যেদিন ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের চুক্তি সই করে, অথচ প্যারিসকে দমন করার পরিষ্কার মতলব নিয়ে বিপুলসংখ্যক দেহরক্ষী নিজেদের হাতে রাখে, ঠিক সেইদিন থেকেই প্যারিস ছিল সজাগ। জাতীয় রক্ষিবাহিনী নিজেদের পুনর্গঠিত করে নেয়, ও প্রাক্তন বোনাপার্টপন্থী কয়টি বাহিনী বাদ দিয়ে তাদের সকলের সম্মিলিত ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে তুলে দেয় তাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণভার। প্রুশীয়দের প্যারিসে প্রবেশের প্রাক্‌কালে, যতসব কামান এবং মিত্রেলিয়েজ আত্মসমর্পণকারীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলে রেখে দেয় ঠিক সেই পাড়ায় বা আশেপাশে যেটা প্রুশীয়রা দখল করবে, সেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল মঁমার্ত্র, বেলভিল এবং লা ভিলেত অঞ্চলে। এই কামান বাহিনী জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চাঁদাতেই

সুসজ্জিত হয়েছিল। ২৮ জানুয়ারির আত্মসমর্পণের দলিলে সরকারীভাবে এটা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই স্বীকৃত হয়, এবং বিজয়ীদের কাছে সরকারের সাধারণ অস্ত্রসমর্পণের আওতা থেকে এগুলি সেই ভিত্তিতেই বাদ পড়ে। আর তিয়েরের পক্ষে প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণের একেবারে সামান্যতম অজুহাতও এমন একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল যে তাঁকে অবশেষে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামানাদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি এই নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়!

স্পষ্টতই, এই কামান দখল করে নেওয়া প্যারিসের এবং সেহেতু ৪ সেপ্টেম্বর বিপ্লবের সাধারণ নিরস্ত্রীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই কল্পিত হয়েছিল। অথচ সেই বিপ্লবই হয়ে উঠেছিল ফ্রান্সের বৈধ ব্যবস্থা। আত্মসমর্পণের চুক্তির শর্তে বিজয়ীরা স্বীকার করে নিয়েছিল সেই বিপ্লবের সৃষ্টি, প্রজাতন্ত্রকে। -আত্মসমর্পণের পর সমস্ত বৈদেশিক শক্তিই তাকে মেনে নেয় এবং তার নামেই আহূত হয় জাতীয় সভা। প্যারিসের শ্রমজীবী জনগণের ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লবই ছিল বোর্দো-তে অধিষ্ঠিত জাতীয় সভা এবং তার কার্যনির্বাহক ক্ষমতার একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠা। একে বাদ দিলে, ১৮৬৯ সালে প্রুশীয় নয়, খোদ ফরাসী শাসনাধীনেই সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত এবং বিপ্লবেরই অস্ত্রাঘাতে সবলে উৎপাটিত আইন সংসদের কাছে জাতীয় সভাকে অবিলম্বে স্থান ছেড়ে দিতে হয়। তাহলে তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা লোকদের লুই বোনাপার্ট স্বাক্ষরিত মার্জনাপত্র ভিক্ষা করতে হয় কায়েনে (৫৩) সমুদ্রযাত্রার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। প্রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তির শর্তাদি নির্ধারণের জন্য ভারপ্রাপ্ত জাতীয় সভা তো সেই বিপ্লবের একটা ঘটনা মাত্র; তার প্রকৃত প্রতিমূর্তি তখন পর্যন্ত সশস্ত্র প্যারিসই, যে প্যারিস এই বিপ্লবের সূত্রপাত করেছিল, তারই জন্য পাঁচ মাস দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার মধ্যে দাঁড়িয়েও অবরোধ সহ্য করেছিল, ত্রশ্যুর পরিকল্পনা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ প্রতিরোধ চালিয়ে প্রদেশগুলিতে জুগিয়েছিল একরোখা প্রতিরক্ষা যুদ্ধের ভিত্তি। সেই প্যারিসকে তাহলে এখন হয় বোর্দোর বিদ্রোহী দাসপ্রভুদের অপমানজনক উদ্ধত হুকুম তামিল করে অস্ত্রসমর্পণ করতে হয়, মেনে নিতে হয় ৪ সেপ্টেম্বরের বিপ্লবের অর্থ লুই বোনাপার্টের হাত থেকে সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদারদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর

কিছুই নয়; আর নয়ত তাকে রুখে দাঁড়াতে হয় ফ্রান্সের আত্মত্যাগী মুখপাত্র হিসাবে, যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটায় ও তারই সযত্ন প্রশ্রয়ে একান্ত জঘন্যতায় পচে ওঠে, তার বিপ্লবী উচ্ছেদ ছাড়া সে ফ্রান্সের ধ্বংস থেকে উদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন ছিল অসম্ভব। দীর্ঘ পাঁচ মাসের দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট প্যারিস একমুহূর্তও ইতস্তত করে নি। তার নিজেরই দুর্গ থেকে যে প্রুশীয় কামানগুলি ভ্রূকুটি হানছিল, তাকেও উপেক্ষা করেই ফরাসি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত দুর্বিপাককে বরণ করে নেবার বীরোচিত সিদ্ধান্ত সে নেয়। তথাপি যে গৃহযুদ্ধের মধ্যে প্যারিসকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছিল তার প্রতি বিরাগবশত, জাতীয় সভার প্ররোচনা ও শাসনকর্তৃপক্ষের জবরদখল এবং প্যারিস ও তার চতুর্দিকে আশঙ্কাজনক সৈন্য সমাবেশ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি নিছক আত্মরক্ষামূলক মনোভাবেই অবিচল রইল।

তিয়েরই গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন ভিনয়ের নেতৃত্বে পুলিশদের একটা বড় দল এবং কিছু লাইনের রেজিমেণ্টকে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামান আচমকা দখল করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মঁমার্ত্রের বিরুদ্ধে নৈশ অভিযানে পাঠিয়ে। কী ভাবে এই অপচেষ্টা জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিরোধের সামনে এবং জনসাধারণের সঙ্গে সেনাদলের সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য ভেঙে পড়ে তা সকলের সুবিদিত। অরেল দ্য পালাদিন আগেভাগেই বিজয় ঘোষণার বিবৃতি ছাপিয়েছিলেন এবং তিয়ের তৈরী রেখেছিলেন তাঁর কুদেতা ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি প্ল্যাকার্ড। এখন তার বদলে তিয়েরকে আবেদন ছাড়তে হল এই মহানুভব সিদ্ধান্ত জানিয়ে যে, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র তাদের দখলেই থাকবে যা দিয়ে, তিয়ের বললেন, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারের পিছনে তারা এসে দাঁড়াবে বলে তিনি নিশ্চিত। নিজেদেরই বিপক্ষে ক্ষুদে তিয়েরের পিছনে দাঁড়াবার এই আহ্বানে ৩,০০,০০০ জাতীয় রক্ষিবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩০০ জন সাড়া দিল। শ্রমজীবী মানুষের ১৮ মার্চের গৌরবমণ্ডিত বিপ্লব প্যারিসের উপর তর্কাতীতভাবে দখল রাখল। কেন্দ্রীয় কমিটিই ছিল তার অস্থায়ী সরকার। ইদানীংকার চাঞ্চল্যকর রাষ্ট্রিক ও সামরিক কীর্তিগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে, না সবটাই সুদূর অতীতের স্বপ্নমাত্র — ক্ষণিকের জন্য এই সংশয় যেন ইউরোপকে নাড়া দিয়ে গেল।

'উচ্চ শ্রেণীদের' বিপ্লবে এবং আরও বেশি করে প্রতিবিপ্লবে যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রাচুর্য থাকে, ১৮ মার্চ থেকে ভার্সাই সেনাদলের প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত প্রলেতারীয় বিপ্লব তার থেকে এমনই বিমুক্ত ছিল যে, বিপ্লবের শত্রুদের পক্ষে জেনারেল লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমা-র মৃত্যুদণ্ড এবং প্লাস ভাঁদোমের ব্যাপারটা ছাড়া হৈচৈ করার মতন আর কিছুই জুটল না।

মঁমার্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৈশ অভিযানে নিযুক্ত অন্যতম বোনাপার্টপন্থী অফিসার, জেনারেল লেকোঁৎ পরপর চারবার একাশি নম্বর লাইন রেজিমেণ্টকে প্লাস পিগালে সমবেত নিরস্ত্র এক জনতার উপর গুলি-চালনার আদেশ দেন এবং সৈনিকেরা এই হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করাতে লেকোঁৎ তাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। তাঁর নিজের অধীনস্থ সৈন্যরা নারী ও শিশুদের গুলি না করে তাঁকেই গুলি করে মারে। শ্রমিক শ্রেণীর শত্রুদের শিক্ষাধীনে যে অভ্যাস সৈন্যবাহিনীর অস্থিমজ্জায় মিশে গেছে, পক্ষ পরিবর্তনের মুহূর্তে থেকেই তা অবশ্য বদলাবে না। এই সৈন্যরাই হত্যা করে ক্লেমাঁ তমা-কে।

লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষভাগে অসন্তুষ্ট এক প্রাক্তন কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্ট, 'জেনারেল' ক্লেমাঁ তমা প্রজাতন্ত্রী *National* পত্রিকার (৫৪) সম্পাদকমণ্ডলীতে নাম লেখান। তাঁর কাজ ছিল সেই জবরদস্ত কাগজটির জবাবদায়ী সাক্ষীগোপাল (gérant responsable) এবং হুমকিদার লড়ুয়ে (duelling bully) এই দ্বৈত ভূমিকা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর যখন *National* পত্রিকার লোকেরা ক্ষমতাসীন হল, তখন তারা এই ধাড়ি কোয়ার্টারমাস্টার সার্জেণ্টকে জেনারেল বানিয়ে দেয় জুন হত্যাকাণ্ডের (৫৫) প্রাক্‌কালে। জুল ফাভ্রের মতন তমা-ও এই ব্যাপারে একজন জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী এবং হয়ে ওঠেন নির্মম ঘাতকদের অন্যতম। এর পর ইনি এবং এঁর সেনাপতিত্ব বহুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়, ফের ১৮৭০ সালের ১ নভেম্বরে আবার ভেসে ওঠে। ঠিক তার আগের দিন প্রতিরক্ষা সরকার টাউন হলে আটক হয়ে ব্লাঙ্কি, ফ্লুরাঁস ও শ্রমিকদের অন্যান্য প্রতিনিধিদের কাছে গুরুগম্ভীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, জবরদখল করা কর্তৃত্ব তারা প্যারিস কর্তৃক স্বাধীনভাবে নির্বাচিত এক কমিউনের (৫৬) কাছে সমর্পণ করবে। নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন দূরের কথা, তারা

প্যারিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল ত্রশ্যুর ব্রেতোঁ সৈন্যদের, যারা এবার বোনাপার্টের কর্সিকানদের (৫৭) জায়গা নিল। একমাত্র জেনারেল তামিজিয়ে এইভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে নিজের নাম কলঙ্কিত হতে দিতে অস্বীকার করে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন; তাঁর পদে ক্লেমাঁ তমা আবার হয়ে বসলেন জেনারেল। তাঁর প্রধান সেনাপতিত্বের গোটা পর্যায় জুড়ে তিনি লড়েছিলেন প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে নয়, প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাদের সাধারণ অস্ত্রসজ্জা তিনি ঠেকিয়ে রাখলেন, বুর্জোয়া ব্যাটেলিয়নগুলিকে লেলিয়ে দিলেন শ্রমিক ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে, ত্রশ্যু 'পরিকল্পনার' বিরোধী অফিসারদের বেছে বেছে বিদায় দিলেন, ভীরুতার অপবাদে ভেঙে দিলেন ঠিক সেইসব প্রলেতারীয় ব্যাটেলিয়নগুলোকে যাদের বীরত্ব তাদের ঘোর শত্রুদেরও আজ বিস্ময়ান্বিত করে তুলেছে। ১৮৪৮ সালের জুন হত্যাকাণ্ডে যা সুপ্রকট হয়েছিল প্যারিসের প্রলেতারিয়েতের প্রতি তাঁর সেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়াতে ক্লেমাঁ তমা বেশ গর্বই বোধ করলেন। ১৮ মার্চের মাত্র দিন কয়েক আগে যুদ্ধমন্ত্রী ল্য ফ্লো-র সামনে 'প্যারিসীয় ছোটলোকদের সেরা অংশকে একেবারে নির্মূল করে দেবার' নিজস্ব পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন। ভিনয় পরাজিত হবার পর রঙ্গমঞ্চে সৌখিন গুপ্তচরের বেশে আবির্ভূত হবার তৃপ্তিলাভ না করে তিনি পারলেন না। ইংলণ্ডের যুবরাণীর লণ্ডন প্রবেশের দিনে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে যে লোকগুলি মারা পড়ে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য যুবরাণী যতটুকু দায়ী, ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁৎ-এর হত্যার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিসীয় শ্রমজীবীরাও ততটুকুই দায়ী।

প্লাস ভাঁদোমে নিরস্ত্র নাগরিকগণকে হত্যা করার কল্পকথাটি নিয়ে তিয়ের এবং 'জমিদার পরিষদ' একটানা নীরব থাকে, তার প্রচারের ভার পুরাপুরি ছেড়ে দেন ইউরোপীয় সাংবাদিকতার নোকর-মহলে। ১৮ মার্চের বিজয়ে প্যারিসের প্রতিক্রিয়াশীলদের, 'শৃঙখলাপন্থীদের' হৃৎকম্পন শুরু হয়। তাদের মনে হল এ যেন অবশেষে আসন্ন জনগণের প্রতিশোধগ্রহণেরই ইঙ্গিত। ১৮৪৮-এর জুন থেকে ১৮৭১-এর ২২ জানুয়ারি (৫৮) পর্যন্ত যে মানুষগুলিকে তারা খুন করেছিল তাদের প্রেতাত্মারা যেন সামনে এসে হাজির হল। এই আতঙ্কটুকুই তাদের যা কিছু শাস্তি। যাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আটক

করে রাখা উচিত ছিল, এমন কি সেই পুলিশদের নিরাপদে ভার্সাই ফিরে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল প্যারিসের ফটক। 'শৃঙ্খলাপন্থীদের' যে শুধু শান্তিতে থাকতে দেওয়া হল তাই নয়, শক্তি সমাবেশ করে খোদ প্যারিসের কেন্দ্রস্থলেই একাধিক ঘাঁটি নিশ্চিন্তে দখল করার সুযোগ পর্যন্ত তাদের দেওয়া হল। শৃঙ্খলা পার্টির অভ্যস্ত রীতি থেকে আশ্চর্য তফাৎ এই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রশ্রয়, সশস্ত্র শ্রমিকদের এই মহানুভবতাকে তারা ধরে নিল দুর্বলতার স্বীকৃতি বলেই। তাই কামান ও মিত্রেলিয়েজ প্রয়োগ করেও ভিনয় যাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, নিরস্ত্র মিছিলের ছদ্মবেশে তাই হাসিল করার এক নির্বোধ পরিকল্পনাই তারা করে। ২২ মার্চ 'ছোকরা ফুলবাবুদের' এক হল্লাবাজ দঙ্গল বিলাসের পাড়া থেকে পথে নামল হেকেরেন, কয়েতলগোঁ, আঁরি দ্য পেন প্রমুখ সাম্রাজ্যের কুখ্যাত পান্ডাদের নেতৃত্বে। শান্ত শোভাযাত্রার কাপুরুষসুলভ আবরণের আড়ালে এই নচ্ছারেরা গুন্ডাদের হাতিয়ারে গোপনে সজ্জিত হয়ে কুচকাওয়াজ চালাল; পথে যেতে যেতে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দল ও সান্ত্রীদের পাওয়া মাত্র এরা তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করল। শেষে দ্য লা পে রাস্তা থেকে বেরিয়ে এসে 'কেন্দ্রীয় কমিটি ধ্বংস হোক! হত্যাকারীরা নিপাত যাক! জাতীয় সভা জিন্দাবাদ!' বলে চিৎকার দিয়ে এরা সেখানে অবস্থিত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সারি ভেদ করে এগোতে চেষ্টা করে ও এইভাবে আকস্মিক আক্রমণে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্লাস ভাঁদোমস্থ সদর দপ্তরটি দখল করে ফেলতে চায়। এদের পিস্তলের গুলির মুখে নিয়ম-মাফিক ছত্রভঙ্গ হবার আদেশ (sommations) (ইংলন্ডের দাঙ্গা আইনের ফরাসি প্রতিরূপ) (৫৯) পাঠ করা হয় এবং সেটা ব্যর্থ হবার পরই জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল* গুলি করার আদেশ দিয়েছিলেন। একদফা গুলিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ পোশাকি বাবুর দল পাগলের মতন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল; তারা ভেবেছিল যে, তাদের 'শিষ্ট সমাজের' আবির্ভাব মাত্রই প্যারিসীয় বিপ্লবের উপর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটবে, যিসুস নাভিন-এর শিঙ্গাধ্বনিতে যা হয়েছিল জেরিকোর দেওয়ালে (৬০)। পলাতকেরা তাদের পিছনে রেখে

* বেরজেরে। — সম্পাঃ

গিয়েছিল দুইজন নিহত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সৈনিক ও গুরুতরভাবে আহত নয়জনকে (কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য সহ*), এবং তাদের 'শান্তিপূর্ণ' বিক্ষোভের 'নিরস্ত্র' প্রকৃতিটির সাক্ষ্যস্বরূপ নিজেদের সমগ্র লীলাক্ষেত্র জুড়ে ছড়ানো বহু পিস্তল, ছোরা ও লাঠিসোটা। ১৮৪৯-এর ১৩ জুন রোমের বিরুদ্ধে ফরাসি সৈন্যদের অপরাধী আক্রমণের প্রতিবাদে জাতীয় রক্ষিবাহিনী যখন একটি সত্যই শান্তিপূর্ণ মিছিল সংগঠিত করে, তখন এই নিরস্ত্র লোকদের ওপর চারিদিক থেকে সৈন্য চালিয়ে গুলি মারা, কচুকাটা করা ও ঘোড়ার খুরে পিষে ফেলার জন্য শৃঙ্খলা পার্টির তদানীন্তন জেনারেল শাঙ্গার্নিয়েকে জাতীয় সভা, বিশেষ করে স্বয়ং তিয়ের অভিনন্দিত করেছিলেন সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে। তখন জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় প্যারিসে। দ্যুফোর জাতীয় সভায় নতুন নতুন দমনমূলক আইন তাড়াতাড়ি পাশ করিয়ে নেন; নিত্যনতুন গ্রেপ্তার এবং নির্বাসনের হিড়িক পড়ে যায় — শুরু হয় নতুন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। 'নিচের তলার লোকেরা' কিন্তু এমন ক্ষেত্রে কাজ চালায় ভিন্নভাবে। ১৮৭১ সালের কেন্দ্রীয় কমিটি 'শান্ত মিছিলের' বীরদের স্রেফ উপেক্ষা করে এবং এতখানি উপেক্ষা করে যে, মাত্র দুইদিন পরেই নৌ-সেনাধ্যক্ষ সেসে-র নেতৃত্বে একটি **সশস্ত্র** মিছিলে ওদের সমবেত হওয়া সম্ভবপর হয়, যার পরিণতি ঘটে ছত্রভঙ্গ হয়ে সেই সুবিদিত ঊর্ধ্বশ্বাসে ভার্সাই পলায়নে। মঁমার্ত্রের উপর তিয়েরের চোরের মতন আক্রমণে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তা চালিয়ে যেতে একান্ত অনিচ্ছুক হওয়াতে কেন্দ্রীয় কমিটি সঙ্গে সঙ্গে তখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত ভার্সাই-এর বিরুদ্ধে অভিযান না চালিয়ে এবং তিয়ের ও তাঁর 'জমিদার পরিষদের' ষড়যন্ত্র চিরতরে অবসান না করে এবার একটা মারাত্মক ভুলের অপরাধ করে বসল। তার বদলে শৃঙ্খলা পার্টিকে দেওয়া হল ২৬ মার্চ কমিউন নির্বাচনে আবার তার শক্তি পরীক্ষার সুযোগ। সেদিন প্যারিসের বিভিন্ন পাড়ার মেয়র দপ্তরে তারা তাদের পরম মহানুভব বিজেতাদের সঙ্গে মিটমাটের উদার বাণী বিনিময় করল, আর মনে মনে আওড়াতে থাকল তাদের যথাসময়ে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার কঠোর শপথ।

---

* মালজুর্নাল। — সম্পাঃ

এখন ছবিটির ওপাশে দৃষ্টি ফেরানো যাক। এপ্রিলের গোড়ায় তিয়ের শুরু করলেন প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান। প্যারিসীয় বন্দীদের প্রথম যে দলকে ভার্সাই নিয়ে আসা হয় তাদের উপর চলে বীভৎস অত্যাচার। এর্নেস্ত পিকার পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পায়চারি করতে করতে বন্দীদের উপর নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করেন, আর শ্রীমতী তিয়ের ও শ্রীমতী ফাভ্‌র তাঁদের মাননীয়া(?) মহিলাদের মধ্য থেকে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভার্সাই দঙ্গলের তাণ্ডবে বাহবা দিতে থাকেন। ধৃত লাইন সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হল। আমাদের নির্ভীক বন্ধু লোহার কারিগর জেনারেল দ্যুভালকে একেবারে বিনা বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে দেহের উৎকট অনাবরণের জন্য কুখ্যাতা স্ত্রীর 'রক্ষিত পুরুষ' গালিফে একটা ঘোষণাপত্রে বড়াই করলেন এই বলে যে, তাঁর অশ্বারোহী সেনাদের দ্বারা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত ও নিরস্ত্রীকৃত জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছোট একটি দলকে তার ক্যাপ্টেন ও লেফটেন্যাণ্ট সহ কচুকাটা করার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। কমিউনারদের মধ্য থেকে ধৃত প্রতিটি লাইন সৈনিককে গুলি করে মারার ঢালাও হুকুম জারির জন্য প্যারিস থেকে পলাতক ভিনয়কে তিয়ের ভূষিত করলেন লিজিয়ন অব অনারের গ্র্যাণ্ড ক্রস পদকে। ১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর প্রতিরক্ষা সরকারের অধিকর্তাদের যে মহদাশয় বীর রক্ষা করেছিলেন (৬১) সেই ফ্লুরাঁসকে বেইমানি করে কসাইয়ের মতো খণ্ডবিখণ্ড করে জবাই করার জন্য পুলিশ বাহিনীর দেমারেকে সরকারী খেতাবে সম্মানিত করা হল। জাতীয় সভায় তিয়ের সোল্লাসে বিবৃত করলেন সেই হত্যাকাণ্ডের 'উদ্দীপনাময় খুঁটিনাটি তথ্য'। পার্লামেণ্টী এক বুড়ো-আঙ্গুলে বীর, তৈমুরলঙ্গের ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ইনি সভ্যজনসুলভ যুদ্ধের কোনো অধিকার, এমন কি এ্যাম্বুলেন্স-এর নিরপেক্ষতাটুকুও দেন নি তাঁর ক্ষুদ্র মহিমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের। ভল্টেয়ার তাঁর দূরদৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন,* বানর যদি ব্যাঘ্রোচিত প্রবৃত্তি কিছুক্ষণের

---

* ভল্টেয়ারের 'কানডিড' বইয়ের ২২ পরিচ্ছেদ। — সম্পাঃ

জন্য অবাধে চরিতার্থ করবার সুযোগ পায় তবে সে বানরের চাইতে জঘন্য আর কিছু হতে পারে না! (৩৫ পৃঃ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)*

'ভার্সাই-এর নরখাদক দস্যুদের হাত থেকে প্যারিসকে রক্ষা করা এবং চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত দাবি করা' কর্তব্য, কমিউনের ৭ এপ্রিল তারিখের নির্দেশে এই আদেশদানের পরও (৬২) তিয়েরের বন্দীদের উপর বর্বর অত্যাচার বন্ধ তো করলেনই না, তদুপরি, তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলিতে তাদের অপমানিত করা হল নিম্নলিখিত ভাষায়: 'সৎলোকের বিষণ্ণ দৃষ্টিতে অধঃপতিত গণতন্ত্রের এর চেয়ে অধঃপতিত কোনো মুখ আর কখনো চোখে পড়ে নি।'—স্বয়ং তিয়ের ও তাঁর ছাড়-টিকিটওয়ালা মন্ত্রীদের মতন সৎলোকদের দৃষ্টিতেই অবশ্য। তবুও কিছু সময়ের জন্য বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা বন্ধ রাখা হল। কিন্তু যেই তিয়ের এবং তাঁর ডিসেম্বর-মার্কা (৬৩) জেনারেলরা কমিউনের প্রতিশোধগ্রহণের নির্দেশটা নিতান্ত একটা হুমকি মাত্র বলে বুঝতে পারলেন, জানতে পারলেন যে, প্যারিসে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর ছদ্মবেশধারী ধৃত পুলিশী গুপ্তচরদের, এমনকি যেসব পুলিশী অগ্নিসংযোগকারী গোলাসহ ধরা পড়েছিল তাদের পর্যন্ত অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে, তখনই আবার শুরু হল বন্দীদের পাইকারী হারে গুলি করে হত্যা আর এটা চলল অবিরামভাবে শেষ পর্যন্ত। জাতীয় রক্ষিবাহিনীর লোকেরা যেসব বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তা সশস্ত্র পুলিশেরা ঘেরাও করে, কেরোসিন ঢেলে ভিজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় (বর্তমান যুদ্ধে এই সর্বপ্রথম কেরোসিন ব্যবহৃত হল)। পরে দগ্ধ সেই মৃতদেহগুলি সংবাদপত্রের এ্যাম্বুলেন্স দল টেনে বের করে আনে তের্ন-এ। ২৫ এপ্রিল বেল এপিনে অশ্বারোহী সৈন্যের একটা দলের কাছে জাতীয় রক্ষিবাহিনীর চারজন সৈনিক আত্মসমর্পণ করেছিল। পরে গালিফের যোগ্য চেলা একজন ক্যাপ্টেন একের পর এক তাদের গুলি করে হত্যা করে। এই হতভাগ্য চারজনের মধ্যে শেফের নামক একজনকে মৃত বলে ফেলে রাখা হয়; পরে হামাগুড়ি দিয়ে তিনি প্যারিসীয় ফাঁড়িতে ফিরে আসতে পারেন এবং কমিউনের একটি কমিশনের সামনে এই তথ্যটি জ্ঞাপন

* এই খণ্ডের ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—সম্পাঃ

করেছিলেন। তলাঁ যখন যুদ্ধমন্ত্রী ল্য ফ্লোকে কমিশনের এই রিপোর্টের উপর প্রশ্ন করেন, তখন 'জমিদার পরিষদের' প্রতিনিধিরা চিৎকার করে তাঁর কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দেয় এবং ল্য ফ্লোকে জবাব দিতে দেয় না। এদের 'গৌরবমণ্ডিত' সেনাবাহিনীর কীর্তির কথা বললে সে বাহিনীর অপমান হবে। যে তাচ্ছিল্যের সুরে তিয়েরের বিজ্ঞপ্তিগুলি মুলাঁ-সাকেতে ঘুমন্ত কমিউনারদের বেয়নেট-বিদ্ধ করার এবং ক্লামারে অনুষ্ঠিত পাইকারী হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিয়েছিল, তাতে লণ্ডন *Times*- এর (৬৪) অনতিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রীও বিচলিত না হয়ে পারে নি। কিন্তু প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণকারী এবং বৈদেশিক আক্রমণের ছত্রছায়ায় দাসপ্রভুবিদ্রোহের প্ররোচকদের এই নিতান্ত প্রাথমিক নৃশংসতার ঘটনাগুলির তালিকা করতে বসা আজ বিড়ম্বনা মাত্র। নিজের বামনমুলভ স্কন্ধে সাংঘাতিক গুরুদায়িত্বভার ন্যস্ত বলে তিনি যে পার্লামেণ্টী বুলি ছেড়েছিলেন তা ভুলে গিয়ে চারিদিকের এই বিভীষিকার মধ্যে তিয়ের তাঁর বুলেটিনে গর্ব করে বলেন যে, l'Assemblée siège paisiblement (সভার বৈঠক চলছে শান্তিতে); আর কখনও ডিসেম্বর-মার্কা জেনারেলদের সঙ্গে, আবার কখনো বা জার্মান রাজন্যদের সঙ্গে অবিরাম জমকালো খানাপিনায় প্রমাণ করেন যে, কোনোমতেই তাঁর পরিপাক ক্রিয়ায় মোটেই কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, এমন কি লেকোঁৎ কিম্বা ক্লেমাঁ তমার প্রেতাত্মাদের কথা ভেবেও না।

৩

১৮ মার্চের প্রত্যুষে 'Vive la Commune!'* এই বজ্রনির্ঘোষে প্যারিস জেগে উঠল। কী জিনিস এই কমিউন, এই স্ফিনক্স, বুর্জোয়া মানসের কাছে যা এত অস্বস্তিকর প্রহেলিকা?

কেন্দ্রীয় কমিটি ১৮ মার্চের ইশতেহারে ঘোষণা করেছিল: 'প্যারিসের প্রলেতারীয়রা শাসক শ্রেণীসমূহের ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে একথাই উপলব্ধি করেছে যে, সামাজিক কার্যকলাপ পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে পরিস্থিতি ত্রাণের মুহূর্তটি আজ সমাগত...

---

* 'কমিউন দীর্ঘজীবী হোক!' — সম্পাঃ

সরকারী ক্ষমতা দখল করে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠা যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার, একথা তারা অনুভব করেছে।'

কিন্তু তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখল করেই নিজের কাজে তা লাগাতে পারে না শ্রমিক শ্রেণী।

প্রণালীবদ্ধ সোপানতান্ত্রিক শ্রমবিভাগের নীতি অনুযায়ী গঠিত সংস্থাসহ—স্থায়ী সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, আমলাতন্ত্র, পুরোহিত সম্প্রদায়, বিচার ব্যবস্থার সর্বত্র বিরাজমান সংস্থাসহ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব হয় একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের আমলে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নবোদ্ভূত মধ্য শ্রেণী সমাজের পক্ষে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে তা। তাহলেও, নানাবিধ মধ্যযুগীয় আবর্জনা — অভিজাত স্বত্ব-স্বামিত্ব, আঞ্চলিক বিশেষ অধিকার, নগর ও গিল্ডের একচেটিয়া ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় তার বিকাশ ছিল অবরুদ্ধ। আঠারো শতকের ফরাসি বিপ্লবের সুবিশাল সম্মার্জনী বিগত দিনের এই সমস্ত ভগ্নাবশেষকে নিঃশেষে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয়, এবং এইভাবে নতুন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাবেকি আধাসামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের রাষ্ট্রগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ যে প্রথম সাম্রাজ্য তার আওতায় গড়া আধুনিক রাষ্ট্রসৌধের উপরিকাঠামো তোলার পথে শেষ প্রতিবন্ধকগুলিকেও সমাজ ভূমি থেকে একই সঙ্গে নির্মূল করে দেয়। পরের আমলগুলিতে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন, অর্থাৎ বিত্তবান শ্রেণীসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার শুধু যে বিপুল জাতীয় ঋণ ও দুর্বহ করভারের লালন ক্ষেত্র হয়ে উঠল তাই নয়; পদ, অর্থ এবং মুরুব্বিয়ানার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ সহ শুধু যে তা শাসক শ্রেণীসমূহের বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী উপদল ও ভাগ্যান্বেষীদের কামড়াকামড়ির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল তাই নয়: সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক চরিত্রেরও পরিবর্তন হল। যে অনুপাতে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার অগ্রগতি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার শ্রেণী-বিরোধকে বিকশিত, বিস্তৃত ও তীব্রতর করে তুলল, সেই অনুপাতেই রাষ্ট্রশক্তিও উত্তরোত্তর শ্রমের উপর পুঁজির জাতীয় শক্তি, সামাজিক দাসত্ব সংগঠনের মতো একটি সামাজিক শক্তি এবং শ্রেণী-প্রভুত্বের একটি যন্ত্রের চরিত্র গ্রহণ করতে লাগল। শ্রেণী-সংগ্রামের অগ্রগতির এক-একটা পর্যায়সূচক প্রতিটি বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রশক্তির নিছক

পীড়নমূলক প্রকৃতিটা আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ১৮৩০ সালের বিপ্লবের পরিণতি রূপে শাসনভার জমিদারদের হাত থেকে পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তা শ্রমজীবী মানুষের অপেক্ষাকৃত দূরতর থেকে অধিকতর প্রত্যক্ষ শত্রুদের হাতে আসে। যে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীরা ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের নামে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে, তারা তার ব্যবহার করল জুন মাসের হত্যাকাণ্ডে, শ্রমিক শ্রেণীকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে 'সামাজিক' প্রজাতন্ত্রের অর্থ শ্রমিকদের সামাজিক অধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রজাতন্ত্র, এবং বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভূত বিরাট রাজতন্ত্রী অংশটাকে এইটে বুঝিয়ে দেবার জন্য যে তারা বুর্জোয়া 'প্রজাতন্ত্রীদের' হাতেই শাসনের দুশ্চিন্তা ও মাসোহারা নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারে। তবে, জুন মাসের সেই একমাত্র বীরত্বপনার পরই বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের সম্মুখভাগ থেকে হটে এসে দাঁড়াতে হল শৃঙ্খলা পার্টির পশ্চাতে, — উৎপাদক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যে ঘোষিত বিরোধিতায় দখলকারী শ্রেণীর বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ও উপদলের জোট হল এই পার্টি। এদের জয়েণ্ট স্টক সরকারের সবচেয়ে যোগ্য রূপ হল **পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র** যার রাষ্ট্রপতি ছিলেন লুই বোনাপার্ট। প্রকাশ্য শ্রেণীসন্ত্রাস এবং 'ঘৃণ্য জনতার' প্রতি ইচ্ছাকৃত অবমাননাই এদের রাজত্বের স্বরূপ। শ্রীযুক্ত তিয়ের যা বলেছেন, পার্লামেণ্টী প্রজাতন্ত্র সেভাবে যদি বা তাঁদের (শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন উপদলকে) 'সর্বাপেক্ষা কম বিভক্ত করে থাকে', তাহলে স্বল্পসংখ্যক এইসব শ্রেণী এবং তার বহির্ভূত বিরাট সমাজ দেহের মধ্যে এক অতল গহ্বর খুলে দিয়েছে তা। এদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ ভেদাবিভেদের যে বাধা পূর্বতন আমলগুলিতে রাষ্ট্রশক্তিকে সংযত রাখছিল, এদের মিলনে সে বাধা এখন দূর হয়ে গেল আর প্রলেতারিয়েতের অভ্যুত্থানের বিপদের মুখে এরা এখন নির্মমভাবে ও প্রকাশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করল শ্রমের বিরুদ্ধে পুঁজির একটি জাতীয় যুদ্ধযন্ত্র হিসাবে। উৎপাদক জনগণের বিরুদ্ধে বিরামবিহীন জেহাদে এরা যে শুধু কার্যনির্বাহক শক্তিকে ক্রমাগত অধিকতর দমন ক্ষমতায় ভূষিত করতে বাধ্য হল তাই নয়; সেই সঙ্গে এদের নিজস্ব পার্লামেণ্টারী ঘাঁটি, জাতীয় সভার কাছ থেকে কার্যনির্বাহক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সমস্ত উপায়গুলিও একের পর এক ত্যাগ করতে হয়েছিল। লুই বোনাপার্টের

মূর্তিতে কার্যনির্বাহক শক্তি প্রভুত্বকারী প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হল শৃঙ্খলা পার্টি মার্কা প্রজাতন্ত্রেরই স্বাভাবিক সন্তান।

কুদেতার জন্মপত্রিকা, সর্বজনীন ভোটাধিকারের অনুমোদনপত্র এবং তলোয়ারের রাজদণ্ড নিয়ে সেই সাম্রাজ্য কথা দিল নির্ভর করবে কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর, উৎপাদকদের সেই বিপুল অংশের ওপর যারা পুঁজি ও শ্রমের সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত নয়। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীসমূহের নিকট সরকারের অনাবৃত অধীনতার অবসান ঘটিয়ে তা শ্রমিক শ্রেণীকে রক্ষা করবে বলে ঘোষণা করল। শ্রমিক শ্রেণীর উপর তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য সংরক্ষণ করে সে আবার বিত্তবান শ্রেণীসমূহকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল; সর্বোপরি জাতীয় গৌরব নামক সেই আজব বস্তুটির পুনর্জন্মের মাধ্যমে সে সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার ভাব করল। বস্তুতপক্ষে সমগ্র জাতিকে শাসন করার ক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণী যখন হারিয়ে ফেলেছে এবং শ্রমিক শ্রেণী তখনও তা অর্জন করে নি — এমন একটা সময়ে এই হল সরকারের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ। সমাজের পরিত্রাতা বলে বিশ্বময় অভিনন্দিত হল তা। এর ছত্রছায়ায় বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা রাজনৈতিক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন বিকাশলাভে সক্ষম হল যা তার নিজের কাছেই ছিল অপ্রত্যাশিত। এর শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেল বিপুলায়তনে; আর্থিক দাঁওবাজির উৎসব শুরু হল হরেক জাতির মিলিত পানসভায়; সাধারণ মানুষের দুঃখ দৈন্য ফুটে উঠল জাঁকালো, চোখ ঝলসানো, নীতিবিগর্হিত বিলাস-ব্যসনের নির্লজ্জ প্রদর্শনীতে। আপাতদৃষ্টিতে যে রাষ্ট্রশক্তি সমাজের বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হত, সেই রাষ্ট্রশক্তিই বস্তুত হয়ে দাঁড়াল সেই সমাজের বৃহত্তম কলঙ্ক এবং এর সকল দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র। তার নিজস্ব অপদার্থতা এবং যে সমাজকে সে রক্ষা করে আসছিল তার অসারতাকে উদ্ঘাটিত করে দিল প্রুশীয় বেয়নেট, যে প্রাশিয়া নিজেই এ ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পীঠস্থানকে প্যারিস থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। নবজাগ্রত বুর্জোয়া সমাজ যে রাষ্ট্রশক্তি বিকাশের সূচনা করেছিল সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে নিজের মুক্তির উপায় হিসাবে, পূর্ণবিকশিত বুর্জোয়া সমাজ শেষ পর্যন্ত

যাকে রূপান্তরিত করল পুঁজি কর্তৃক শ্রমকে দাসত্বশৃঙ্খলে বেঁধে রাখার উপায়ে, সেই রাষ্ট্রশক্তির একাধারে সর্বাপেক্ষা ব্যভিচারী এবং চূড়ান্ত রূপটাই হল সাম্রাজ্যের আমল।

কমিউন হল সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বিপরীত। যে 'সামাজিক প্রজাতন্ত্রের' ধ্বনি তুলে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আবাহন করেছিল, সেটা ছিল এমন এক প্রজাতন্ত্রের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, যা শ্রেণী-শাসনের রাজতন্ত্রী রূপটিকেই শুধু অপসারিত করবে না, খাস শ্রেণী-শাসনকেই দূর করবে। কমিউন ছিল সেই প্রজাতন্ত্রেরই একটা নির্দিষ্ট রূপ।

পূর্বতন শাসন-শক্তির পীঠস্থান এবং একই সঙ্গে ফরাসি শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ঘাঁটি প্যারিস সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত সেই পুরানো শাসন-ব্যবস্থাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থায়ী করার জন্য তিয়ের ও তাঁর 'জমিদার পরিষদের' প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে। অবরোধের ফলে খাস সৈন্যবাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করায়, তার বদলে শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য সমেত জাতীয় রক্ষিবাহিনী প্রতিষ্ঠার দরুনই প্যারিসের পক্ষে প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়েছিল। এবার এই বাস্তব ঘটনাটিকে প্রথায় রূপায়িত করার কথা। তাই কমিউনের প্রথম আদেশ ছিল স্থায়ী সৈন্যদলের অবলুপ্তি, তার স্থানে সশস্ত্র জনবলের প্রতিষ্ঠা।

সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন পল্লী থেকে নির্বাচিত, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দায়িত্বশীল ও স্বল্পমেয়াদে প্রত্যাহার যোগ্য পৌর প্রতিনিধিদের নিয়েই কমিউন গঠিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য নির্বাচিতদের অধিকাংশই ছিল শ্রমিক বা শ্রমিক শ্রেণীর আস্থাভাজন প্রতিনিধিবর্গ। পার্লামেণ্টারী সংস্থা না হয়ে কমিউনকে হতে হল একটি কাজের সংস্থা, একই সঙ্গে কার্যনির্বাহক ও আইন প্রণয়নী সংস্থা। পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ার না রেখে, তার রাজনৈতিক প্রকৃতির সবটাকে অবিলম্বে ঘুচিয়ে দিয়ে, তাকে রূপান্তরিত করা হল কমিউনের কাছে দায়ী ও যে কোনো সময়ে প্রত্যাহারযোগ্য তার সংস্থা রূপে। প্রশাসনের অপর সকল শাখার কর্মকর্তাদের বেলাতেও একই ব্যবস্থা হয়। কমিউনের সদস্যগণ থেকে শুরু করে ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে সরকারী কাজ চালাতে হল **শ্রমজীবীদের মজুরিতে।** রাষ্ট্রের বড় বড় হোমরা-চোমরাদের বিলুপ্তির

সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশেষ সুবিধা ও প্রাপ্য ভাতা ইত্যাদিও হল বিলুপ্ত। সরকারী কর্মভার এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে রইল না। শুধু পৌর শাসন নয়, এযাবৎ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত সমস্ত উদ্যোগই অর্পিত হল কমিউনের হাতে।

পূর্বতন সরকারের বাহুবলের হাতিয়ার স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর কবল থেকে উদ্ধার পাবার পর স্বত্বাধিকারী সংস্থা হিসাবে সমস্ত গির্জার সঙ্গে সরকারী সম্বন্ধ উঠিয়ে দিয়ে ও তাদের স্বত্ব নাকচ করে কমিউন চাইল দমনের আধ্যাত্মিক বল, 'পুরোহিত-শক্তিকে' চূর্ণ করতে। পুরোহিতদের পাঠিয়ে দেওয়া হল তাদেরই পূর্বগামী খ্রীষ্টের প্রিয়শিষ্যদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে ভক্তবৃন্দের ভিক্ষান্নের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগত সাধারণ জীবনযাত্রায়। ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সর্ববিধ হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বার জনগণের অবৈতনিক শিক্ষালাভের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। এর ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা সকলের আয়ত্তে এল শুধু তাই নয়, শ্রেণীগত কুসংস্কার ও সরকারী শক্তির আরোপিত শৃঙ্খল থেকে বন্ধনমুক্ত হয়ে উঠল বিজ্ঞান।

একের পর এক ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট উচ্চারিত এবং যথারীতি লঙ্ঘিত আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অভ্যস্ত বিচার-বিভাগীয় কর্মচারীরা সেইসব সরকারের কাছেই নিজেদের নির্লজ্জ দাসত্বটাকে আড়াল করে রাখার মুখোশ হিসাবেই যা ব্যবহার করত, সেই মেকি স্বাধীনতা থেকে তাদের বঞ্চিত করতে হল। সমাজের অন্য কর্মচারীদের মতনই ম্যাজিস্ট্রেট ও জজেরাও হয়ে উঠল প্রকাশ্যে নির্বাচিত, দায়িত্বশীল এবং প্রত্যাহার্য।

অবশ্যই ফ্রান্সের সমস্ত বড় বড় শিল্পকেন্দ্রসমূহের কাছে প্যারিস কমিউনকে আদর্শ হতে হয়। প্যারিস ও মাঝারি আকারের শহরগুলিতে কমিউনী শাসন একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে প্রদেশে প্রদেশেও সাবেকী কেন্দ্রীয় সরকারকে পথ ছেড়ে দিতে হবে উৎপাদকদের আত্মশাসনের সামনে। জাতিজোড়া সাংগঠনিক বিন্যাস বিকশিত করে তোলার সময় হাতে না থাকলেও কমিউনের একটা প্রাথমিক খসড়ায় স্পষ্ট ভাষায় এটা ঘোষণা করা হয় যে, ক্ষুদ্রতম একটি পল্লীগ্রামেরও রাজনৈতিক শাসনের রূপ হবে কমিউন আর গ্রামাঞ্চলের জেলাগুলিতেও স্থায়ী সেনাবাহিনীর বদলে গড়ে তুলতে

হবে অত্যন্ত স্বল্প-মেয়াদী একটি জাতীয় মিলিশিয়া। প্রতি জেলায় গ্রাম্য কমিউনগুলি সদর শহরে অবস্থিত একটি প্রতিনিধি পরিষদ মারফৎ তাদের সাধারণ কাজ সম্পাদন করবে। এই জেলা পরিষদেরা আবার প্যারিসে জাতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীতে প্রতিনিধি পাঠাবে; প্রত্যেকটি প্রতিনিধিকে যে কোনো সময়ে ফিরিয়ে আনা চলবে, প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে নিজ নির্বাচকদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ (mandat impératif) পালন করতে। এর পরেও যে স্বল্পসংখ্যক, অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থেকে যাবে সেগুলি খারিজ করে দেওয়া হবে না — এমন উক্তি হল ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যা — সেগুলি চালাবার কথা কমিউনের এবং সেইহেতু কঠোর দায়িত্বশীল এজেণ্ট দিয়ে। জাতীয় ঐক্য ভাঙার কথাই নেই, বরং পক্ষান্তরে ঐক্য সংগঠিত হবে কমিউনের কাঠামো অনুসারেই। নিজে জাতির একটি গজিয়ে-উঠা পরগাছা হয়ে যে রাষ্ট্র নিজেকে সেই জাতি থেকে স্বতন্ত্র ও ঊর্ধ্বে অবস্থিত জাতীয় ঐক্যের প্রতিমূর্তি বলে দাবি করে, সেই রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদে জাতীয় ঐক্যই বাস্তব হয়ে উঠবে। সাবেকী রাষ্ট্রশক্তির নিছক নিপীড়ক অঙ্গগুলিকে যেমন ছিন্ন করে ফেলতে হবে, তেমনি সে শক্তির ন্যায্য কর্তব্যগুলি কেড়ে নেওয়া হবে সমাজের উপর অন্যায্যভাবে আধিপত্য দখলকারী একটা কর্তৃত্বের হাত থেকে ও ফিরিয়ে দেওয়া হবে সমাজেরই দায়িত্বশীল প্রতিনিধিদের হাতে। শাসক শ্রেণীর কোন লোকটি পার্লামেণ্টে জনসাধারণের অপ-প্রতিনিধিত্ব করবে, তিন বা ছয় বছরে একবার করে সেই সিদ্ধান্ত নেবার পরিবর্তে সর্বজনীন ভোটাধিকার কমিউনে সংগঠিত জনগণের জন্য সেই কাজই করবে, অন্যান্য সকল মালিকদের বেলায় তার ব্যবসার জন্য শ্রমিক বা কার্যাধ্যক্ষ বেছে নেবার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নির্বাচনের ক্ষমতার মাধ্যমে যা সম্পন্ন হয়ে থাকে। একথা তো সকলেই জানে যে, ব্যক্তিমানুষের মতো কোম্পানিগুলিও আসল ব্যবসার ব্যাপারে সাধারণত যোগ্য লোককেই যোগ্যস্থানে নিয়োগ করাতে পারে, আর কোনো ভুলভ্রান্তি হলে অবিলম্বে তা সংশোধনও করতে জানে। অন্যদিকে, সর্বজনীন ভোটাধিকার বাতিল করে দিয়ে তার জায়গায় উপরতলা থেকে investiture-এর (৬৫) চাইতে কমিউনের আদর্শের অধিকতর পরিপন্থী আর কিছু হতে পারে না।

সাধারণত সম্পূর্ণ নতুন ঐতিহাসিক সৃষ্টির ভাগ্যে সমাজ-জীবনের

প্রাচীনতর, এমন কি অচল যেসব রূপের সঙ্গে তার খানিকটা সাদৃশ্য থাকা সম্ভব তারই একটা রকমফের বলে ভুল বোঝার কারণ ঘটে। সেইজন্য এই যে নতুন কমিউন আধুনিক রাষ্ট্রশক্তিকে চূর্ণ করে দিচ্ছে তাকে এই রাষ্ট্রশক্তিরই পূর্বগামী, অথচ পরবর্তীকালে এরই ভিত্তি হিসাবে রূপান্তরিত মধ্যযুগীয় কমিউনের পুনঃসৃষ্টি বলে ভুল করা হয়েছে। — বৃহৎ জাতিগত যে ঐক্য আদিতে রাজনৈতিক শক্তির জোরে সংগঠিত হলেও আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক উৎপাদনের একটা শক্তিশালী কারিকা তাকে ভেঙে ফেলে মঁতেস্ক্য ও জিরন্দপন্থী (৬৬) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ফেডারেশন গঠনের প্রয়াস বলে কমিউনের ব্যবস্থাকে ভুল বোঝা হয়েছে। — রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কমিউনের বৈরিতাকে অতিকেন্দ্রীকরণ বিরোধী প্রাচীন সংগ্রামটারই অতিরঞ্জিত রূপ বলে ভুল করা হয়েছে। বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির দরুন শাসনের বুর্জোয়া রূপের চিরায়ত বিকাশটা ব্যাহত হতে পারে, যেমন হয়েছিল ফ্রান্সে, আবার, ইংলন্ডের মতো প্রধান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-সংস্থাগুলি সুসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রামীণ যাজকসংস্থা (vestries — অনু.), ধনসন্ধানী কাউন্সিলর, শহরের দুঃস্থ আইনের হিংস্র অভিভাবক, অথবা মফস্বলে কার্যত প্রায় বংশ পরম্পরাগত ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে। এতদিন যে সমস্ত শক্তিকে আত্মসাৎ করে 'রাষ্ট্ররূপী' পরগাছা সমাজের ঘাড়ে খেয়ে সমাজেরই স্বচ্ছন্দ বিকাশ রুদ্ধ করে রেখেছে, কমিউনের কাঠামো সেই সমস্ত শক্তিকে সমাজদেহে পুনঃপ্রত্যর্পণ করত। এই একটিমাত্র কাজের দ্বারাই সূচিত হত ফ্রান্সের নবজাগরণ। — ফ্রান্সের মফস্বলী বুর্জোয়ারা কমিউনের মধ্যে দেখেছিল লুই ফিলিপের আমলে তারা তাদের গ্রামাঞ্চলের উপর যে প্রতিপত্তির অধিকারী হয় এবং লুই নেপোলিয়নের শাসনকালে শহরের উপর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত আধিপত্যের দ্বারা যার অপসারণ ঘটে, সেই প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠারই একটি প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কমিউনের কাঠামো গ্রাম্য উৎপাদকদের নিয়ে আসত নিজ নিজ জেলার কেন্দ্রীয় শহরগুলির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বাধীনে, এতে করে তাদের স্বার্থের স্বাভাবিক অছিদার মিলত সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে। — বস্তুত কমিউনের অস্তিত্বটারই স্বতঃসিদ্ধ অর্থই হল আঞ্চলিক পৌরস্বাধীনতা, কিন্তু সে স্বাধীনতা এখন আর অধুনা নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়া রাষ্ট্রশক্তির

বিরুদ্ধে শক্তি হিসাবে নয়। রক্ত ও ইস্পাত নিয়ে কুটিল চক্রান্তে ব্যস্ত না থাকলে যিনি স্বীয় মানসিক যোগ্যতার উপযোগী পুরানো বৃত্তির অনুসরণে *Kladderadatsch* (৬৭) (বার্লিনের *Punch* (৬৮)) পত্রিকার লেখক হওয়াটাই পছন্দ করেন, সেই বিসমার্কের মতো লোকের মাথাতেই কেবল এমন ধারণা আসতে পারে যে, প্যারিস কমিউন প্রুশীয় পৌর ব্যবস্থা অনুসরণ করতে চেয়েছে, যে প্রুশীয় ব্যবস্থা হল ১৭৯১ সালের পুরাতন ফরাসি পৌর ব্যবস্থার প্রহসন মাত্র, যে ব্যবস্থার মাধ্যমে পৌর শাসন পরিণত হয়েছে প্রুশীয় রাষ্ট্রের পুলিশী যন্ত্রের গৌণ কয়েকটি চাকাতে।

মিতব্যয়ী শাসন — বুর্জোয়া বিপ্লবগুলির এই ধ্বনিকে কমিউন বাস্তবে রূপায়িত করেছিল — স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ও আমলাতন্ত্র এই দুইটি সর্বাধিক ব্যয়বহুল ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে। কমিউনের অস্তিত্বের অর্থই হল সেই রাজতন্ত্রের অনস্তিত্ব, অন্তত ইউরোপে যেটা হল শ্রেণী-প্রভুত্বের স্বাভাবিক দায় ও অপরিহার্য আচ্ছাদন। প্রজাতন্ত্রের জন্য কমিউন এনে দিল প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানাদির ভিত্তি। কিন্তু মিতব্যয়ী শাসন বা 'প্রকৃত প্রজাতন্ত্র' — এ দুটির কোনোটাই কিন্তু তার চরম লক্ষ্য ছিল না, এরা হল তার আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র।

কমিউনের উপর যে বহুবিধ ব্যাখ্যা চাপানো হয়েছে, বহুবিধ স্বার্থ যেভাবে স্বীয় অনুকূলে তার অর্থ খুঁজেছে, এর থেকেই বোঝা যায় যে কমিউন ছিল একটি একান্তই নমনীয় রাজনৈতিক রূপ, যেখানে সরকারের পূর্বতন সকল রূপেই হল প্রকৃতিগতভাবেই নিপীড়নমূলক। এর গোপন রহস্যটা এই: এটা হল মূলত শ্রমিক শ্রেণীর সরকার, আত্মসাৎকারী শ্রেণীর বিরুদ্ধে উৎপাদক শ্রেণীর সংগ্রামের ফল তা, অবশেষে আবিষ্কৃত সেই রাজনৈতিক রূপ যার আওতায় শ্রমের অর্থনৈতিক মুক্তিসাধন কার্যকর করতে হবে।

এই সর্বশেষ শর্তটি বাদ দিলে কমিউনের ব্যবস্থা একটা অসম্ভাব্য ও অবাস্তব ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয়। উৎপাদকের সামাজিক দাসত্ব চিরস্থায়ীকরণের সঙ্গে তার রাজনৈতিক আধিপত্যের সহাবস্থান সম্ভবপর নয়। কাজেই যে অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর বিভিন্ন শ্রেণীর তথা শ্রেণী আধিপত্যের অস্তিত্ব, তাকে নির্মূল করে দেবার একটা হাতিয়ার হিসাবেই কমিউনের কাজ করার কথা। শ্রমের বন্ধনমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তিই রূপান্তরিত হয়

শ্রমজীবীতে এবং উৎপাদনী শ্রম আর নিছক একটি শ্রেণীর কাজ হয়ে থাকে না।

আশ্চর্য ঘটনাই বটে। বিগত ষাট বছর ধরে শ্রমের মুক্তি বিষয়ক লম্বা চওড়া কথার ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এবং ঝুড়িঝুড়ি সাহিত্য রচনার পরও যেই কোথাও শ্রমিক শ্রেণী দৃঢ়সংকল্পে ব্যাপারটা স্বহস্তে গ্রহণ করতে যায়, অমনি তার বিরুদ্ধে পুঁজি ও মজুরি-শ্রমের দাসত্ব (জমির মালিক আজ পুঁজিপতির নিষ্ক্রিয় অংশীদার মাত্র) -- এই দুই বিপরীত প্রান্তশায়ী আধুনিক সমাজের মুখপাত্রদের যত ওকালতি বুলি মুখর হয়ে ওঠে -- যেন পুঁজিবাদী সমাজ এখনও কৌমার্যের শুচিতা ও অপাপবিদ্ধতা বজায় রেখেছে! যেন তার স্ববিরোধগুলি আজও অপরিণত, যেন তার আত্মপ্রতারণাগুলি অদ্যাপি উদ্‌ঘাটিত হয় নি, উলঙ্গ হয়ে পড়ে নি তার ব্যভিচারী বাস্তবতা! চিৎকার করে তারা বলে, সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ যে সম্পত্তি, কমিউন তাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়! হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, যে শ্রেণী-সম্পত্তি বহুর শ্রমকে পরিণত করে মুষ্টিমেয় লোকের সম্পদে, তাকে কমিউন উচ্ছেদ করতেই চেয়েছিল। উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ ছিল তার লক্ষ্য। উৎপাদনের উপায়, জমি ও পুঁজি, আজ যেটা মুখ্যত শ্রমকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন এবং শোষণের উপায় মাত্র, তাকে মুক্ত ও যৌথ শ্রমের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল কমিউন। — কিন্তু এ যে কমিউনিজম, 'অসম্ভাব্য' কমিউনিজম! কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাকে আর চালিয়ে যাওয়ার অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি করার মতন বুদ্ধি যাদের আছে — আর তেমন লোক প্রচুর — শাসক শ্রেণীগুলির তেমন সব প্রতিনিধিরাই তো হয়ে উঠেছে সমবায়ী উৎপাদনের অত্যুৎসাহী উচ্চকণ্ঠ উদ্‌গাতা। সমবায়ী উৎপাদনকে যদি একটা ফাঁকা বুলি বা ফাঁদমাত্র না হয়ে থাকতে হয়, যদি তাকে পুঁজিবাদী সমাজের জায়গা নিতে হয়, যদি সম্মিলিত সমবায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি একটি সাধারণ পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় উৎপাদনকে পরিচালনা করে এবং এইভাবে তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের যা অনিবার্য ভবিতব্য সেই অবিরাম নৈরাজ্য ও পর্যায়িক বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটায় — তাহলে, ভদ্রমহোদয়গণ, সেটা কি কমিউনিজম, 'সম্ভাব্য' কমিউনিজম হবে না?

শ্রমিক শ্রেণী কমিউনের কাছ থেকে কোনো ভোজবাজি প্রত্যাশা করে নি। জনগণের নির্দেশের জোরে প্রবর্তনের জন্য কোনো তৈরি ইউটোপিয়া তাদের নেই। একথা তারা জানে যে, নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অর্থনৈতিক শক্তির ক্রিয়ায় বর্তমান সমাজের অমোঘ প্রবণতা যে দিকে, সেই উচ্চতর রূপ অর্জনের জন্য তাদের যেতে হবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, এক সারি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যা পরিস্থিতি ও মানুষদের একেবারে রূপান্তরিত করবে। প্রাচীন পতনোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজ নবতর সমাজের যে সমস্ত উপাদান গর্ভে ধারণ করে আছে সেগুলিকেই বাধামুক্ত করে দেওয়া ছাড়া কার্যে পরিণত করার কোনো আদর্শ তাদের নেই। আপন ঐতিহাসিক ব্রত সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতন, তা সাধনের বীরোচিত সংকল্পে অবিচল শ্রমিক শ্রেণী হেসে উড়িয়ে দিতে পারে মসিজীবী ভদ্রলোকদের অভদ্র গালিগালাজ আর শুভাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া মতবাগীশদের পণ্ডিতম্মন্য মুরুব্বিয়ানা, বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ততার দৈববাণীসুলভ সুরে যাঁরা তাঁদের অজ্ঞ গামুলিয়ানা ও গোষ্ঠীগত বুকনি ঝেড়ে থাকেন।

প্যারিস কমিউন যখন নিজ হস্তে বিপ্লব পরিচালনার ভার তুলে নিল, যখন সাধারণ শ্রমিকেরা প্রথম তাদের 'স্বাভাবিক ঊর্ধ্বতনদের' — সরকারী বিশেষ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেল এবং অদৃষ্টপূর্ব সুকঠিন অবস্থার মধ্যেও বিনয়, বিবেক ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের কাজ সম্পাদন করতে লাগল, কাজ করতে লাগল এমন বেতনে, যার সর্বোচ্চ হারও জনৈক বড় বিজ্ঞানীর মতে কোন একটা মেট্রপোলিটান স্কুল বোর্ড সেক্রেটারির ন্যূনতম প্রয়োজনেরও পাঁচ ভাগের এক ভাগ, — তখন শ্রমিক শ্রেণীর প্রজাতন্ত্রের প্রতীক লাল পতাকাকে টাউন হলের শীর্ষে উড্ডীন দেখে প্রাচীন পৃথিবী রোষে ফুঁসছিল।

তথাপি, এই হল প্রথম বিপ্লব যখন শুধু বিপুল বিত্তবান পুঁজিপতিদের বাদ দিয়ে প্যারিসীয় মধ্য শ্রেণীর বিরাট অংশ পর্যন্ত — যেমন দোকানদার, ব্যবসায়ী, বণিক — প্রকাশ্যেই একথা মেনে নিয়েছিল যে, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষম। মধ্য শ্রেণীর নিজেদের মধ্যেই পৌনঃপুনিক বিরোধের যা কারণ সেই মহাজন ও খাতকের

ব্যাপারে একটা বিজ্ঞোচিত নিষ্পত্তি করে কমিউন তাদের বাঁচায় (৬৯)। মধ্য শ্রেণীর ঠিক এই অংশই ১৮৪৮-এর জুন মাসে শ্রমিকদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার পর তদানীন্তন সংবিধান সভা তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে এদের বলি দেয় উত্তমর্ণদের কাছে (৭০)। কিন্তু এখন শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে তাদের সমাবেশের এটাই একমাত্র কারণ নয়। তারা বুঝেছিল, হয় কমিউন নয় তো সাম্রাজ্য -- অন্য যে নামেই তা আবার আবির্ভূত হোক না কেন — এই দুইটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। সাম্রাজ্য তাদের আর্থিক দিক দিয়ে সর্বনাশ করেছিল — সামাজিক সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, পাইকারী হারে আর্থিক দাঁওবাজির প্রশ্রয় দিয়ে, পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কৃত্রিম ত্বরান্বয়নে সাহায্য জুগিয়ে, এবং তার ফলে এই শ্রেণীর লোকেদের উচ্ছেদ সাধন করে। সাম্রাজ্য রাজনীতির দিক দিয়ে তাদের দমন করেছিল; তার উদ্দাম উচ্ছৃঙখলতা আহত করেছিল তাদের নীতিবোধকে; তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানকে fréres ignorantins-এর (৭১) হাতে তুলে দিয়ে সাম্রাজ্য অপমানিত করেছিল তাদের ভল্টেয়ার-প্রীতিকে; তাদের ফরাসি দেশপ্রেমকে ক্ষুব্ধ করেছিল যুদ্ধের অতলে তাদের নিক্ষেপ করে — যে যুদ্ধ তার দুঃখকষ্টের পুরস্কার দিয়ে গেল সাম্রাজ্যেরই তিরোভাবে। বস্তুত হোমরা-চোমরা বোনাপার্টপন্থী এবং পুঁজিপতিদের দঙ্গলটা প্যারিস থেকে পলায়নের পর, মধ্য শ্রেণীর সত্যকারের শৃঙখলা পার্টি প্রজাতান্ত্রিক সঙ্ঘ (৭২) নামে বেরিয়ে এল, কমিউনের পতাকাতলে তাদের হল সমাবেশ, তিয়েরের কুৎসার বিরুদ্ধে তারা পক্ষ সমর্থন করল কমিউনের। অবশ্য মধ্য শ্রেণীর এই বিরাট অংশের কৃতজ্ঞতাবোধটুকু বর্তমানের কঠোর পরীক্ষায় টিকবে কিনা তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

কমিউন কৃষকদের ঠিকই বলেছিল, 'তার জয়লাভই তাদের একমাত্র ভরসা!' ভার্সাই থেকে যত মিথ্যা রটনা হয়েছিল, ইউরোপের জাঁকালো সংবাদপত্রের ভাড়াটে লেখকেরা যার প্রতিধ্বনি করত, তার মধ্যে সবচেয়ে বিকট একটা মিথ্যা এই যে, 'জমিদার পরিষদই' নাকি ফরাসি কৃষককুলের প্রতিনিধি। ১৮১৫ সালের পর কোটি কোটি টাকা খেসারৎ যাদের হাতে তুলে দিতে হয়েছিল (৭৩), সেই লোকদের প্রতি ফরাসি কৃষকের ভালোবাসা কী হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন! ফরাসি কৃষকের চোখে বড়

ভূস্বামীর অস্তিত্বটাই হল তাদের ১৭৮৯ সালের বিজয়ের উপর হস্তক্ষেপ। ১৮৪৮ সালে বুর্জোয়ারা কৃষকের জমিটুকুর উপর ফ্রাংক পিছু পঁয়তাল্লিশ সাঁতিম বাড়তি ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছিল; কিন্তু তখন তা করা হয়েছিল বিপ্লবের নামে, আর বর্তমানে প্রুশীয়দের কাছে যে পাঁচশত কোটি ক্ষতিপূরণ দেবার কথা, তার মূল বোঝাটা কৃষকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্যই এখন তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিল। অন্যদিকে কমিউন তার প্রথম দিককার এক ঘোষণাতেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই যুদ্ধের আসল অপরাধীদেরই তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে। কমিউন কৃষকদের রক্তমোক্ষণকারী ট্যাক্সের হাত থেকে মুক্তি আনত, তাকে দিত একটা মিতব্যয়ী সরকার, তাদের বর্তমানের রক্তশোষকদের, তাদের নোটারি, উকিল, হাকিম প্রভৃতি বিচার বিভাগীয় শকুনদের জায়গায় আনত কমিউনের বেতনভুক্ত, কৃষকদের নির্বাচিত এবং তাদেরই নিকট দায়ী ব্যক্তিদের। কমিউন কৃষকদের মুক্তি আনত জমির টহলদার, সশস্ত্র পুলিশ তথা প্রিফেক্টদের অত্যাচারের হাত থেকে; বুদ্ধি ভোঁতা করা পুরোহিতদের বদলে এনে দিত স্কুল শিক্ষকদের জ্ঞান-প্রচার। ফরাসি কৃষক, সর্বোপরি, বেশ হিসেবী মানুষ। পুরোহিতের মাহিনাটা ট্যাক্স আদায়কারীদের দিয়ে জবরদস্তি করে সংগ্রহ করার চাইতে এলাকার লোকদের ধর্মপ্রেরণার স্বেচ্ছাধীন প্রকাশের উপর নির্ভর করা উচিত — একথা তার কাছে অতি যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হত। কমিউনের শাসন এবং একমাত্র এই শাসনই ফরাসি কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য অবিলম্বেই এইসব বৃহৎ কল্যাণের আশ্বাস তুলে ধরেছিল। সুতরাং এখানে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন যে জটিলতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমস্যা কৃষকদের স্বার্থে সমাধান করতে পারত একমাত্র কমিউনই, সমাধান তাকে করতে হত — যথা, জমিবন্ধকী ঋণের প্রশ্ন, যেটা তার জমির টুকরোটার উপর দুঃস্বপ্নের মতন চেপে রয়েছে, গ্রামাঞ্চলের প্রলেতারিয়েতের প্রশ্ন, যাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, খোদ কৃষকদেরই ক্রমশই দ্রুততর গতিতে উচ্ছেদের প্রশ্ন, যা ঘটছে আধুনিক কৃষিকার্যেরই বিকাশ এবং পুঁজিবাদী চাষের প্রতিযোগিতায়।

ফরাসি কৃষকেরা লুই বোনাপার্টকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল শৃঙ্খলা পার্টি।

সরকারী প্রিফেক্টের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মেয়রদের, সরকার নিযুক্ত ধর্মযাজকের বিপক্ষে তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, এবং সরকারী সশস্ত্র পুলিশের পাল্টা হিসাবে নিজেদের উপস্থিত করে ফরাসি কৃষকেরা আসলে কী চায় তা বুঝিয়ে দিতে শুরু করেছিল ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে। ১৮৫০-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে শৃঙ্খলা পার্টি যত আইনকানুন রচনা করে, সেসব তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তিতেই ছিল কৃষকদের বিরুদ্ধে চালিত। কৃষকেরা ছিল বোনাপার্টপন্থী, কারণ সমস্ত কল্যাণ সহ মহাবিপ্লবকে তারা এক করে দেখত নেপোলিয়ন নামের সঙ্গে। এই বিভ্রম দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আওতায় অতিদ্রুত কেটে যাচ্ছিল। অতীতের এই যে কুসংস্কার (আসলে তা ছিল 'জমিদার পরিষদের' প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন), তা কৃষক শ্রেণীর জীবন্ত স্বার্থ ও জরুরী দাবিগুলির প্রতি কমিউনের আবেদনকে কী করে ঠেকাতে পারত?

বস্তুত 'জমিদার পরিষদের' আসল ভয়টা ছিল এইখানেই, তারা জানত, যদি কমিউনশাসিত প্যারিস প্রদেশগুলির সঙ্গে অবাধ যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে, তাহলে মাস তিনেকেই কৃষকদের একটা সর্বাত্মক অভ্যুত্থান ঘটবে; আর সেইজন্যই তারা ব্যগ্র হয়েছিল প্যারিসের চারধারে পুলিশ বেষ্টনী প্রতিষ্ঠা করার জন্য, যাতে মহামারীর প্রসার রুদ্ধ করা যেতে পারে।

একদিকে কমিউন যেমন এইভাবে ফরাসি সমাজের সমস্ত সুস্থ উপাদানের যথার্থ প্রতিনিধি ছিল, এবং সেই জন্যই ছিল খাঁটি জাতীয় সরকার, অন্যদিকে একই সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সরকার হিসাবে, শ্রম-মুক্তির সাহসিক যোদ্ধা হিসাবে সে ছিল গভীরভাবেই আন্তর্জাতিক। প্রুশীয় যে সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সের দুটি প্রদেশ অধিকার করে জার্মানির অন্তর্ভূত করে, তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েই কমিউন সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নিল ফ্রান্সের পক্ষে।

দ্বিতীয় সাম্রাজ্য হরেকজাতির জুয়াচোরদের মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল; তার মত্ত পানোৎসবে ও ফরাসি জনসাধারণের লুণ্ঠনে অংশ নিতে ডাকামাত্র সকল দেশের হীনচরিত্রেরা দলে দলে এসে জুটল। এই মুহূর্তে পর্যন্ত তিয়েরের দক্ষিণ হস্ত হল ভালাচিয়ার জঘন্য গানেস্কো, বাম হস্ত হল রুশ গুপ্তচর মারকোভস্কি। এক অমর আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণের সম্মান

কমিউন দিয়েছিল সকল বিদেশীকে। নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বৈদেশিক যুদ্ধে পরাজয়বরণ এবং বৈদেশিক আক্রমণকারীদেরই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গৃহযুদ্ধের আবাহন, এই দুই-এর মধ্যবর্তী কালের মধ্যেও বুর্জোয়া শ্রেণী সারা ফ্রান্সে জার্মানদের বিরুদ্ধে পুলিশী হামলা সংগঠিত করে দেশপ্রেম জাহির করার সময় করে নেয়। কমিউন একজন জার্মান শ্রমিককে* করল তার শ্রমমন্ত্রী। তিয়ের, বুর্জোয়া শ্রেণী, দ্বিতীয় সাম্রাজ্য সকলেই উচ্চকণ্ঠে সহানুভূতির কথা ঘোষণা করে পোল্যাণ্ডকে ক্রমাগত বিভ্রান্ত করেছিল, অথচ আসলে পোল্যাণ্ডকে বিশ্বাসঘাতকের মতন রাশিয়ারই হাতে সংপে দিয়ে রাশিয়ার নোংরা মতলব হাসিল করেছিল। এদিকে কমিউন পোল্যাণ্ডের বীরসন্তানদের প্রতি সম্মান দেখাল তাদের প্যারিসের প্রতিরক্ষাকারীদের নেতৃত্বে** প্রতিষ্ঠা করে। আর ইতিহাসের যে নতুন যুগের সূত্রপাত কমিউন করছিল সচেতন হয়ে, তাকে সুপ্রকট করে তুলল একদিকে বিজয়ী প্রুশীয় সৈন্য ও অপরদিকে বোনাপার্টীয় জেনারেলদের নেতৃত্বাধীন বোনাপার্টী সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সামরিক গৌরবের বিশালকায় প্রতীক ভাঁদোম স্তম্ভকে (৭৪) ধূলিসাৎ করে।

কমিউনের কাজ আর সক্রিয় অস্তিত্বটাই হল তার শ্রেষ্ঠ সামাজিক কীর্তি। তার বিশেষ ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ছিল কেবল জনগণ কর্তৃক জনগণকে শাসনের ধারাটা। এর দৃষ্টান্ত হল: রুটি কারিগরদের রাত্রে কাজের অবসান; নানা অজুহাতে শ্রমিকদের ঘাড়ে জরিমানা চাপিয়ে শ্রমিকদের মাহিনা কমিয়ে দেওয়ার মালিকী রেওয়াজকে দণ্ডনীয় বলে নিষিদ্ধকরণ, — শেষোক্ত রীতিতে মালিকেরা হয়ে ওঠে যুগপৎ আইন রচয়িতা, বিচারকর্তা ও শাস্তিদাতা, তদুপরি পকেটস্থ করে জরিমানার টাকাটাও। এই ধরনের অন্য একটা ব্যবস্থা হল বন্ধ করে দেওয়া সকল কারখানা ও ফ্যাক্টরি ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে শ্রমজীবী সমিতির হাতে সমর্পণ, তা সংশ্লিষ্ট পুঁজিপতিরা পলাতকই হোক বা কারখানা তালাবন্ধ করে থাকুক।

---

* লিও ফ্রাঙ্কল। — সম্পাঃ

** ইয়া. দম্ব্রভস্কি ও ভ. ভ্রুবলেভস্কি। — সম্পাঃ

সুবিবেচনা ও অনুগ্রতার দিক দিয়ে যা অতি উল্লেখযোগ্য কমিউনের সেই সব আর্থিক ব্যবস্থাবলীর পক্ষে কেবল তাই হওয়া সম্ভব যা একটা অবরুদ্ধ নগরীর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায়। অসমাঁ-র* আশ্রয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী কোম্পানি ও কণ্ট্রাক্টরেরা প্যারিসে যে বিপুল লুণ্ঠন চালিয়েছিল তাতে কমিউনের পক্ষে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ছিল লুই বোনাপার্ট কর্তৃক অর্লিয়ান্সী-বংশের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার চাইতে অনেক বেশি। হয়েনট্সলার্ন-বংশীয়েরা এবং ইংরেজ অভিজাতেরা উভয়েই গির্জা ও মঠ লুট করে নিজেদের সম্পত্তির অনেকটা জুটিয়েছিল; কমিউন গির্জার সম্পত্তি লোকায়তকরণের মাধ্যমে ৮,০০০ ফ্রাঙ্ক উপায় করেছিল জেনে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

একটু সাহস ও শক্তি ফিরে পেয়েই যখন ভার্সাই সরকার কমিউনের বিরুদ্ধে হিংস্রতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করল; সারা ফ্রান্স জুড়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশকে তারা যখন স্তব্ধ করে দিল, এমন কি নিষিদ্ধ করল বড় বড় শহরের প্রতিনিধিদের বৈঠক পর্যন্ত; ভার্সাই এবং ফ্রান্সের বাকি অংশে যখন তারা চাপিয়ে দিল দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর গুপ্তচর ব্যবস্থা; প্যারিসে মুদ্রিত সমস্ত পত্রপত্রিকা যখন তাদের পুলিশী হামলাদাররা পুড়িয়ে দিতে লাগল, এবং প্যারিসে প্রেরিত ও প্যারিস থেকে আগত সমস্ত চিঠিপত্র গোপনে দেখে নেওয়ার ব্যবস্থা হল; জাতীয় সভায় প্যারিসের স্বপক্ষে একটি কথা বলার সামান্যতম চেষ্টা হলেও যখন তাকে এমন হল্লা করে ডুবিয়ে দেওয়া হতে লাগল যেটা ১৮১৬ সালের 'chambre introuvable' -এরও (অভাবনীয় পরিষদ) কল্পনাতীত ছিল; যখন ভার্সাই প্যারিসের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল বর্বর যুদ্ধ বিগ্রহ, আর প্যারিসের অভ্যন্তরে উৎকোচ দান ও ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা — তখন অনাবিল শান্তির সময়েই যা শোভা পায় তেমন একটা উদারনৈতিকতার ঠাট ও শালীনতা বজায় রাখার ভান করলে কমিউন তার উপর অর্পিত আস্থা নির্লজ্জভাবেই ভঙ্গ করত নাকি? কমিউনের সরকার

---

* দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে ব্যারন অসমাঁ (Haussmann) ছিলেন সেন জেলার, অর্থাৎ প্যারিস শহরের প্রিফেক্ট। শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজসাধ্য করে তোলার জন্য তিনি নতুন নতুন রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্মাণ করেন। (লেনিন সম্পাদিত রুশ অনুবাদের টীকা।) — সম্পাঃ

যদি তিয়েরের সরকারেরই অনুরূপ হত, তাহলে ভার্সাইতে কমিউনের পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ করার যা উপলক্ষ ঘটেছে, তার চেয়ে প্যারিসে শৃঙ্খলা পার্টির পত্রপত্রিকা দমন করার বেশি উপলক্ষের প্রয়োজন হত না।

ধর্মের ছত্রছায়ায় প্রত্যাবর্তনই ফ্রান্সকে বাঁচাবার অনন্য পন্থা বলে 'জমিদার পরিষদ' যখন ঘোষণা করছিল, ঠিক তখনই নাস্তিক কমিউন পিক্‌পুস সন্ন্যাসিনীদের মঠ এবং সাঁ লরাঁ গির্জার অদ্ভুত রহস্য (৭৫) ফাঁস করে দেওয়ায় তারা বিরক্ত হল বৈকি। যখন যুদ্ধে পরাজয়বরণ ও আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান, এবং ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে বসে সিগারেট পাকানোর নৈপুণ্যের জন্য (৭৬) বোনাপার্টীয় জেনারেলদের উপর তিয়ের গ্র্যান্ড ক্রস উপাধি বর্ষণ করছিলেন, তখন তাঁকে যেন বিদ্রূপ করার জন্যই কমিউন কর্তব্য পালনে ত্রুটির সন্দেহ হওয়া মাত্রই নিজ জেনারেলদের পদচ্যুত ও গ্রেপ্তার করছিল। নাম ভাঁড়িয়ে ঢুকে-পড়া কমিউনের জনৈক সদস্য* দেউলিয়াপনার দায়ে লিয়োঁ-তে ছয় দিনের মেয়াদে দণ্ডিত হয়েছিল বলে কমিউন যখন তাকে বহিষ্কৃত ও গ্রেপ্তার করল, তখন সেটা কি জালিয়াৎ জুল ফাভ্‌রের গালে একটা থাপ্পড় নয়, যে ফাভ্‌র তখনও ছিলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব, তখনও বিসমার্কের কাছে ফ্রান্সকে বিক্রয় করে চলেছেন, তখনও আদেশ জারি করছিলেন বেলজিয়মের রত্নসদৃশ ঐ সরকারের প্রতি? কিন্তু অভ্রান্ততার দাবি কমিউন বস্তুত কখনো করে নি, পুরাতন মার্কা সকল সরকারের যেটা ছিল অপরিহার্য ধর্ম। কমিউন কৃতকার্যের বিবরণ ও বক্তৃতাদি প্রকাশ করত, নিজেদের সমস্ত ত্রুটির কথা জানাত জনসাধারণকে।

প্রতিটি বিপ্লবেই তার যথার্থ উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের লোকও ঢুকে পড়ে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতীত বিপ্লবের দিনের লোক, তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবান, কিন্তু বর্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিহীন, অথচ সুবিদিত সততা ও সাহসিকতার জন্য অথবা নিছক ঐতিহ্যের সুবাদেই এরা জনচিত্তে প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে; আবার অন্যরাও থাকে যারা শুধু বাক্যবাগীশ, যারা বছরের পর বছর তদানীন্তন সরকারের বিরুদ্ধে একই ছকে বাঁধা অভিযোগ পুনরাবৃত্তি করে একেবারে পয়লাদরের বিপ্লবী হিসাবে

---

* ব্ল্যাঁশে। — সম্পাঃ

নাম কিনেছে। ১৮ মার্চের পর এধরনের কিছু লোকেরও আবির্ভাব ঘটেছিল; কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অভিনয়েরও সুযোগ তারা করে নিয়েছিল। এই জাতীয় লোকেরা পূর্বতন প্রতিটি বিপ্লবের পূর্ণবিকাশকেই যেভাবে ব্যাহত করে এসেছে ঠিক সেইভাবেই এরা যতটা পেরেছে শ্রমিক শ্রেণীর যথার্থ কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি করে। অপরিহার্য দুষ্টগ্রহের দল এরা: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের ঝেড়ে ফেলা হয়, কিন্তু কমিউন সে সময়টুকু পায় নি।

প্যারিসের বুকে কমিউন যে পরিবর্তন আনল তা সত্যিই বিস্ময়াবহ! দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময়কার ব্যভিচারী প্যারিসের কোনো চিহ্নই রইল না। প্যারিস আর রইল না ব্রিটিশ জমিদারদের, আয়ারল্যাণ্ডের অ্যাবসেণ্টিদের (৭৭), আমেরিকার প্রাক্তন দাসপ্রভু আর ভূঁইফোড় (shoddy—অনু.) লোকদের, পূর্বতন রুশ ভূমিদাস মালিকদের, অথবা ভালাচিয়ার অভিজাতদের বিনোদনক্ষেত্র। লাশকাটা ঘরে মৃতদেহ নেই; রাত্রে ডাকাতির হিড়িক নেই. প্রায় নেই চুরি; বস্তুত ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম প্যারিসের রাস্তাঘাট হল নিরাপদ, তাও যে কোনো ধরনের পুলিশ পাহারা ব্যতীতই।

কমিউনের একজন সদস্যের বক্তব্য হল: 'আমরা আর খুন, চুরি ও মারধরের কোনো অভিযোগ শুনতে পাই না; মনে হচ্ছে যেন পুলিশবাহিনী ভার্সাই চলে যাওয়ার সময় তাদের রক্ষণশীল সকল বন্ধুদেরই সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

স্বীয় রক্ষকদের — পরিবার, ধর্ম এবং সর্বোপরি সম্পত্তিপরায়ণ পলাতকদের অনুসরণ করল বারবিলাসিনীরা। তাদের বদলে ফের দেখা গেল প্যারিসের আসল নারীদের, সেই প্রাচীন অতীতের নারীদের মতনই যারা বীরাঙ্গনা, মহিমময়ী, আত্মত্যাগী। দুয়ারে উপস্থিত নরখাদকদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েই শ্রম, ভাবনা, সংগ্রাম ও রক্তদান করে চলল প্যারিস, আপন ঐতিহাসিক উদ্যোগের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে!

প্যারিসের এই নতুন জগতের বিপরীতে ভার্সাই-র সেই প্রাচীন পৃথিবীটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন. যেখানে জুটেছিল দিন ফুরিয়ে যাওয়া আমলগুলির যত ক্ষুধিত প্রেতের দল: লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সী. যারা জাতির মৃতদেহকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে উদরপূরণের জন্য ব্যগ্র, তাদের

সঙ্গে মান্ধাতাযুগের প্রজাতন্ত্রীদের এক লেজুড়, জাতীয় সভায় হাজির থেকে তারা দাসমালিকদের বিদ্রোহকেই সমর্থন যোগাচ্ছিল; তাদের পার্লামেন্টারী প্রজাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য তারা নির্ভর করছিল শীর্ষে অবস্থিত স্থবির আত্মম্ভরী বিদূষকটির ওপর; ১৭৮৯ সালের প্রহসন তারা করছিল Jeu de Paume- তে* তাদের প্রেত বৈঠকের আয়োজন করে। এই সেই সভা, ফ্রান্সে যা কিছু মৃত তা সবের প্রতিভূ, লুই বোনাপার্টের জেনারেলদের তলোয়ারই কেবল যাকে তুলে ধরে প্রাণের আভাসটুকু জোগাচ্ছিল। প্যারিস পরিপূর্ণ সত্য, আর ভার্সাই পুরোপুরি মিথ্যা — সেই মিথ্যা ভাষা পাচ্ছে তিয়েরের মুখে।

সেন ও উআস জেলার পৌরপ্রধানদের এক প্রতিনিধিদলের কাছে তিয়ের বলেন:

'আপনারা আমার কথার উপর আস্থা রাখতে পারেন, আমি কখনো কথার খেলাপ করি নি।'

খাস সভাকে তিনি বলছেন, 'এই হল ফ্রান্সের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত, সবচাইতে বেশি উদারনৈতিক সভা'; তাঁর পাঁচমিশেলী সৈন্যদের তিনি বলেন, এরা নাকি 'বিশ্বের বিস্ময় এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা সৈন্যবাহিনী', প্রদেশগুলিকে তিনি বলেন প্যারিসের উপর তাঁর আদেশে গোলাবর্ষণ নাকি আষাঢ়ে গল্প মাত্র:

'দু-একটি কামানের গোলা যদি ছোঁড়া হয়েও থাকে, তবে তা ভার্সাই সৈন্যদের কাজ নয়, গোলা ছুঁড়েছে বিদ্রোহীদেরই কেউ কেউ এই ভান করে যেন তারা যথার্থই লড়াই করছে, যদিও সামনে দেখা দেবার হিম্মৎটুকু তাদের নেই।'

প্রদেশগুলিকে তিনি আবার বলেন:

'ভার্সাই-র গোলন্দাজবাহিনী প্যারিসে গোলাবর্ষণ করছে না, কামান চালাচ্ছে মাত্র।'

প্যারিসের প্রধান বিশপকে তিনি বলেন যে, ভার্সাই-বাহিনীর উপর চাপানো তথাকথিত হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়নের কথা(!) একদম আষাঢ়ে গল্প।

---

* Jeu de Paume — ১৭৮৯ সালের জাতীয় সভা যে টেনিস কোর্টে সমবেত হয়ে তার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত (৭৮) গ্রহণ করেছিল। (১৮৭১-এর জার্মান সংস্করণে এঙ্গেলসের টীকা।)

প্যারিসকে তিনি বলেন, 'যে জঘন্য অত্যাচারীরা প্যারিসকে নিপীড়ন করছে তাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্যই' তিনি ব্যাকুল, আর বস্তুত কমিউনের প্যারিস 'মুষ্টিমেয় অপরাধীর একটি দঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়।'

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস 'জঘন্য জনতার' বাস্তব প্যারিস নয় — সে হল প্রেত প্যারিস, (francs-fileurs)-এর (৭৯) প্যারিস, বুলভারের নরনারীর প্যারিস, বিত্তবান, পুঁজিবাদী, স্বর্ণমণ্ডিত, অলস যে প্যারিস, তার চাপরাশি, দালাল, উড়নচণ্ডী সাহিত্যিক ও বারবিলাসিনীদের নিয়ে এখন ভিড় জমিয়েছে ভার্সাই-এ, সাঁ দেনি-তে, র‍্যুয়েই-তে আর সাঁ জের্মাঁ-তে, গৃহযুদ্ধ যাদের কাছে সময় কাটাবার মজাদার ব্যাপার মাত্র, লড়াই তারা দেখছে দূরবীন দিয়ে, কামানের গোলা গুণছে, আর নিজেদের এবং নিজ বেশ্যাদের নামে হলপ করে বলছে যে পোর্তে সাঁ মার্তাঁ-তে যেমনটি হত তার থেকে খেলাটা এখানে অনেক ভাল জমেছে। কেননা যাদের প্রাণ গেল তাঁরা তো সত্যই মরল; আহতদের আর্তনাদটা মোটেই কৃত্রিম নয়। তাছাড়া অনুষ্ঠিত নাটকটা একেবারে বিশ্ব-ঐতিহাসিক।

শ্রীযুক্ত তিয়েরের প্যারিস হল এই, যেমন কবলেন্‌ট্‌সের দেশত্যাগীদের ভিড়টাই ছিল শ্রীযুক্ত কালোনের (৮০) ফ্রান্স।

৪

প্রুশীয় সৈন্যদের দিয়ে প্যারিস দখলের মাধ্যমে প্যারিসকে দমন করার জন্য দাসপ্রভুদের ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রচেষ্টা বিসমার্ক গররাজি হওয়ায় ব্যর্থ হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা, ১৮ মার্চের প্রচেষ্টা শেষ হল সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ও সরকারের ভার্সাইতে পলায়নের মধ্য দিয়ে; সরকার আদেশ দিল গোটা শাসন-যন্ত্রকে পাততাড়ি গুটিয়ে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। প্যারিসের সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভান করে তিয়ের প্যারিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সময় জোটালেন। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পাওয়া যাবে কী করে? লাইন বাহিনীগুলির ভগ্নাবশেষ ছিল সংখ্যায় অল্প, তাদের প্রকৃতিও নির্ভরযোগ্য নয়। প্রদেশসমূহের কাছে তাদের জাতীয় রক্ষিবাহিনী ও স্বেচ্ছাসৈনিক দিয়ে ভার্সাইকে সাহায্য করার জন্য তাঁর জরুরী আবেদন

সরাসরি অগ্রাহ্য হল। একমাত্র ব্রিতানি পাঠাল মুষ্টিমেয় কিছু শুয়ান (৮১) সৈন্য, এরা একটা শ্বেত পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে লড়ত, প্রত্যেকের বুকে আঁটা থাকত সাদা কাপড়ে খ্রীষ্টের হৃদয়, রণধ্বনি দিত: 'Vive la Roi!' ('রাজা দীর্ঘজীবী হউন!')। তিয়ের তাই বাধ্য হলেন সাত তাড়াতাড়ি নাবিক, নৌসেনা, পোপের জুআব* দল, ভালাঁতেঁ-র সশস্ত্র পুলিশ, পিয়েত্রি পুলিশ এবং গুপ্তচর ইত্যাদিদের নিয়ে একটা পাঁচমিশালী দলবল জড় করতে। যুদ্ধে বন্দী বোনাপার্টী সৈনিকেরা কিস্তিতে কিস্তিতে ছাড়া পেয়ে না এলে এই সৈন্যবাহিনী হাস্যকরভাবে অকিঞ্চিৎকর হয়ে থাকত — বিসমার্ক তাদের ছাড়তে লাগলেন ঠিক এমন সংখ্যায় যাতে গৃহযুদ্ধ চালু রাখা চলে, আর ভার্সাই সরকার হয়ে পড়ে প্রাশিয়ার উপর চরম নির্ভরশীল। এমন কি যুদ্ধ চলবার সময়েও ভার্সাই পুলিশকে নজর রাখতে হয়েছিল ভার্সাই সেনাবাহিনীর উপর; এবং তাদের লড়াই-এ টেনে নিয়ে যেতে হলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকেই এগুতে হত সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাসমূহে। যে দুর্গগুলির পতন ঘটেছিল, সেগুলি অধিকৃত হয় নি, ক্রীত হয়েছিল। কমিউনারদের বীরত্ব দেখে তিয়ের ভালভাবেই বুঝলেন যে, প্যারিসের প্রতিরোধ ভেঙে ফেলা তাঁর নিজস্ব রণনৈতিক প্রতিভা ও আয়ত্তাধীন অস্ত্রের জোরে সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে প্রদেশসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর জটিল হয়ে উঠতে লাগল। তিয়ের এবং তাঁর 'জমিদার পরিষদের' আনন্দবর্ধনের জন্য একটি সমর্থনসূচক পত্রও ভার্সাইতে এল না। বরঞ্চ ঠিক বিপরীত। মোটেই শ্রদ্ধাসূচক বলা চলে না এমন ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে, কমিউনের ঘোষিত স্বাধীনতাগুলো মেনে নিয়ে, বৈধ মেয়াদ পার হয়ে যাওয়া জাতীয় সভাকে ভেঙে দিয়ে প্যারিসেরই সঙ্গে আপোসরফার দাবি জানিয়ে প্রতিনিধিদল ও পত্রাদি সমস্ত দিক থেকে এমন হারে আসতে লাগল যে, তিয়েরের বিচারবিভাগীয় মন্ত্রী দুফোর সরকারী অভিশংসকদের কাছে লিখিত তাঁর ২৩ এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দিলেন যে, 'আপোসের আওয়াজকে' একটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে হবে! তাঁর অভিযানের নিরাশ

* জুআব — ফরাসি হাল্কা পদাতিক বাহিনী। — সম্পাঃ

পরিণতির কথা চিন্তা করে তিয়ের তাঁর কৌশল পরিবর্তন করা স্থির করলেন; জাতীয় সভায় নিজের খুশিমত যে নতুন মিউনিসিপাল আইন তিনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন তারই ভিত্তিতে ৩০ এপ্রিল দেশময় মিউনিসিপাল নির্বাচনের আদেশ দিলেন। কতকটা জেলা প্রিফেক্টদের কারসাজি আর কতকটা পুলিশের ভয়প্রদর্শনের জোরে তিনি আশ্বস্ত বোধ করলেন যে, প্রদেশের রায় জুটিয়ে জাতীয় সভাকে তিনি এনে দিতে পারবেন সেই নৈতিক শক্তি যা তার কখনো ছিল না, এবং শেষ পর্যন্ত প্রদেশসমূহ থেকেই জোগাড় করতে পারবেন সেই কায়িক বল প্যারিস বিজয়ের পক্ষে যা ছিল আবশ্যক।

প্যারিসের বিরুদ্ধে তাঁর দস্যুবৃত্তিসুলভ যে যুদ্ধটাকে তাঁর নিজস্ব ঘোষণাগুলিতে গৌরবময় রূপদান করা হয়েছিল এবং তাঁর মন্ত্রীরা সারা ফ্রান্স জুড়ে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যে চেষ্টা করছিল, সেটা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিয়ের একেবারে শুরু থেকে কিছুটা আপোসরফার খেলার সঙ্গে চালিয়ে যেতে ব্যগ্র ছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল প্রদেশগুলিকে প্রতারণা করা, প্যারিসস্থ মধ্য শ্রেণীর লোকদের পক্ষে টানা এবং সর্বোপরি জাতীয় সভায় প্রজাতন্ত্রী আখ্যাধারীদের একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া যাতে তারা তিয়েরের উপর আস্থা ঘোষণার আড়ালে প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে চাপা দিতে পারে। নিজেদের সৈন্যদল বলতে কিছুই যখন ছিল না, তখন ২১ মার্চ জাতীয় সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন:

> 'যাই ঘটুক না কেন, প্যারিসের বিরুদ্ধে কোনো সৈন্যদল আমি পাঠাব না।'

২৭ মার্চ আবার তিনি বলতে উঠলেন:

> 'প্রজাতন্ত্রকে আমি একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে দেখতে পাচ্ছি, এবং তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'

আসলে লিয়োঁ ও মার্সেই-তে (৮২) বিপ্লবকে তিনি প্রজাতন্ত্রের নামেই দমন করেছিলেন, ঠিক যখন ভার্সাই-তে তাঁর 'জমিদার পরিষদ' 'প্রজাতন্ত্র' কথাটার উল্লেখটুকু পর্যন্ত চিৎকার করে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। এই কীর্তির পর তিনি 'প্রতিষ্ঠিত সত্যকে' একটি প্রকল্প সত্যে নামিয়ে নিয়ে এলেন। যে অর্লিয়ান্সী রাজপুত্রদের তিনি সাবধানে বোর্দো থেকে সরে যাবার

হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, তারাই এখন খোলাখুলি আইন ভেঙে দ্রু-এ ষড়যন্ত্র পাকাবার সুযোগ পেল। প্যারিস ও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর অনবরত সাক্ষাৎকারের সময় যে সমস্ত শর্তের কথা তিয়ের তুলে ধরতেন, তার সুর ও রং, সময় ও পরিস্থিতি অনুসারে বদলালেও — প্রকৃতপক্ষে তা সর্বদাই দাঁড়াত

'লেকোঁৎ ও ক্লেমাঁ তমার হত্যার সঙ্গে বিজড়িত মুষ্টিমেয় অপরাধীদের ওপর'

প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তায়।

যদিও এটা ধরে নেওয়া হত যে, প্যারিস ও ফ্রান্স বিনাশর্তে শ্রীযুক্ত তিয়েরকে সম্ভাব্য সব প্রজাতন্ত্রের সেরা হিসাবে মেনে নেবে, ঠিক যেমন ১৮৩০ সালে তিনি নিজে প্রজাতন্ত্রের সেরা বলে মেনে নেন লুই ফিলিপকে। এই শর্তকেও আবার যে সন্দেহলিপ্ত করে তোলায় তিনি রত ছিলেন সভায় তাঁর মন্ত্রীদের এ সম্বন্ধে টীকা ভাষ্য করতে দিয়ে, শুধু তাই নয়। কাজের বেলায় তাঁর ছিল দ্যুফোরও। এই পুরাতন অর্লিয়ান্সী ব্যবহারজীবী দ্যুফোর চিরদিনই ছিলেন জরুরী ব্যবস্থার বিচার-কর্তা — এখন ১৮৭১ সালে যেমন তিয়েরের অধীনে, ঠিক তেমনই ১৮৩৯ সালে লুই ফিলিপের আমলে, ও ১৮৪৯ সালে লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রপতিত্বের সময়। মন্ত্রিত্ব না থাকার সময়টাতে তিনি প্যারিসের ধনকুবেরদের মামলা চালিয়ে বিস্তর টাকা কামান, এবং নিজের উদ্ভাবিত আইনের বিরুদ্ধেই সওয়াল করে রাজনৈতিক পুঁজিও সঞ্চয় করেন। তিনি এখন জাতীয় সভায় তাড়াহুড়ো করে পাশ করিয়ে নিলেন একগোছা নিপীড়ক আইন, যে আইন প্যারিসের পতনের পর ফ্রান্স থেকে প্রজাতন্ত্রী স্বাধীনতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত মুছে ফেলবে। শুধু তাই নয়; তাঁর বিবেচনায় যে সামরিক বিচার পদ্ধতি ছিল বড়ই মন্থরগতি, তাকে সংক্ষিপ্ত করে (৮৩), এবং নির্বাসনের নতুন এক নির্মম আইন বিধিবদ্ধ করে তিনি যেন আভাস দিলেন প্যারিসের আসন্ন ভবিতব্যের। ১৮৪৮-এর বিপ্লব রাজনৈতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তার বদলে নির্বাসনের বিধান করেছিল। লুই বোনাপার্ট অন্তত খোলাখুলি গিলোটিনের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ভরসা পান নি। প্যারিসীয়রা বিদ্রোহীমাত্র নয়, তারা হত্যাকারী, আভাসে ইঙ্গিতেও একথা বলার মতো হিম্মৎ তখনো না থাকাতে

'জমিদার পরিষদ' প্যারিসের বিরুদ্ধে তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনাটাকে দ্যুফোরের নতুন নির্বাসন বিধিতে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্বয়ং তিয়ের তাঁর আপোসরফার প্রহসনটি চালিয়ে যেতেন না, যদি না তিনি যা চেয়েছিলেন সেইভাবে 'জমিদার পরিষদ' এর জন্য ক্রুদ্ধ চিৎকার না তুলত, তাদের মোটা মাথা না বুঝেছিল এই খেলার মর্ম, না বুঝেছিল এঁর ভণ্ডামি, মিথ্যাভাষণ ও দীর্ঘসূত্রতার প্রয়োজনীয়তা।

৩০ এপ্রিলের আসন্ন মিউনিসিপাল নির্বাচনের প্রাক্কালে তিয়ের ২৭ এপ্রিল আপোসরফার অন্যতম এক নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন। ভাবাবেগের বক্তৃতাবন্যার উচ্ছ্বাসে সভার মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন:

> 'প্যারিসে আয়োজিত ষড়যন্ত্র ছাড়া প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্য কোনো চক্রান্তের অস্তিত্বই নেই, এরই জন্য ফরাসি রক্তক্ষয় করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। বার বার একথা বলছি আমি: অস্ত্রধারীদের হাত থেকে ঐ সব পাতক অস্ত্র খসে পড়লেই মাত্র গুটিকয়েক অপরাধী ছাড়া আর সবার জন্যই শান্তির ব্যবস্থায় তৎক্ষণাৎ দণ্ডের তরবারি ক্ষান্ত হবে।'

'জমিদার পরিষদ' তাঁর বক্তৃতায় ক্ষিপ্ত বাধা দেওয়াতে তিনি বলে উঠলেন:

> 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি অনুনয় করছি, বলুন তো আমি কি ভুল বলেছি? অপরাধীরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এই সত্য জ্ঞাপন করেছি বলে কি আপনারা বাস্তবিক দুঃখিত? ক্লেমাঁ তমা ও জেনারেল লেকোঁতের রক্তপাত যারা করতে পেরেছে তারা অত্যল্প ব্যতিক্রম মাত্র — এইকথাটা কি আমাদের বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়?'

তিয়ের যেটা পার্লামেণ্টে মায়াবিনীদের মনোহরণ গান ভেবে নিজেকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁর ডাকে কিন্তু ফ্রান্স বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করল না। তখনও ফ্রান্সের বাকি ৩৫,০০০ কমিউন যে ৭,০০,০০০ মিউনিসিপাল সদস্য নির্বাচন করল, তার মধ্যে লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সী ও বোনাপার্টপন্থীরা একজোট হয়েও ৮,০০০ আসনও দখল করতে পারল না। পরে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ফল হল আরও নিশ্চিতভাবেই তিয়েরের প্রতিকূল। তাই প্রদেশসমূহের কাছ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় কায়িক বল পাওয়ার পরিবর্তে, জাতীয় সভা সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত সমগ্র দেশের মুখপাত্র বলে নিজেকে জাহির করার সর্বশেষ নৈতিক বলটুকুও হারাল। পরাজয় যেন পূর্ণ করে তোলার জন্যই ফ্রান্সের সমস্ত শহরের

নবনির্বাচিত মিউনিসিপাল কাউন্সিলগুলি প্রকাশ্যেই জবরদখলকারী ভার্সাই সভাকে শাসাতে লাগল যে তারা বোর্দোতে পাল্টা আরেকটি সভা গড়ে তুলবে।

অবশেষে বিসমার্কের চূড়ান্ত কার্যক্রম গ্রহণের বহুপ্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসে পড়ল। তিনি কড়া স্বরে তিয়েরকে আদেশ দিলেন শান্তির সুনির্দিষ্ট নিষ্পত্তির জন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি পাঠাতে। প্রভুর নির্দেশ বিনীতভাবে শিরোধার্য করে তিয়ের তাঁর পরমবিশ্বস্ত জুল ফাভ্রকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে পাঠালেন পুয়ে-কের্তিয়েকে। রুয়েঁ-র সুতাকলের 'বিশিষ্ট' মালিক এই পুয়ে-কের্তিয়ে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের একজন উৎসাহী এবং বলতে গেলে দাসোচিত সমর্থক। তাঁর নিজের ব্যবসায়ী স্বার্থের পরিপন্থী ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি (৮৪) ব্যতীত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের অন্য কোনো ত্রুটিই তাঁর নজরে পড়ে নি। বোর্দোতে তিয়েরের অর্থমন্ত্রী হিসাবে গদিতে আসীন হতে না হতেই তিনি সেই 'অশুভ' চুক্তিটির তীব্র নিন্দা করলেন, ইঙ্গিত দিলেন যে তাকে শীঘ্রই বাতিল করে দেওয়া হবে; এমন কি অ্যালসেসের বিরুদ্ধে সাবেকী সংরক্ষণ শুল্ক জারির চেষ্টা করার ব্যর্থ (বিসমার্কের মত জিজ্ঞেস না করাতে) দুঃসাহসও তাঁর হয়েছিল, তাঁর মতে এক্ষেত্রে পূর্বতন কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধা নাকি ছিল না। এই যে ভদ্রলোক প্রতিবিপ্লবকে দেখতেন রুয়েঁ-তে মজুরি কমাবার উপায় হিসাবে, ফরাসি প্রদেশগুলির শত্রুহস্তে সমর্পণকে দেখতেন ফ্রান্সে তাঁর পণ্যের দাম বাড়িয়ে তুলবার পন্থারূপে; সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জুল ফাভ্রের সহকারী হিসাবে এমন লোককেই তিয়েরের নির্বাচন অবধারিত ছিল না কি?

এই চমৎকার মানিকজোড় প্রতিনিধিদ্বয় ফ্রাঙ্কফুর্টে পেঁছানো মাত্র হুমকিদার বিসমার্ক অবিলম্বে তাঁদের দুই-এর মধ্যে একটা বেছে নেবার হুকুম দিলেন: 'হয় সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নয়ত আমার নিজস্ব শান্তি শর্তগুলি নির্বিচারে গ্রহণ!' শর্তগুলির মধ্যে ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ শোধে কিস্তিগুলির ব্যবধানকাল হ্রাস, এবং ফ্রান্সের পরিস্থিতি বিসমার্কের কাছে সন্তোষজনক বোধ না হওয়া পর্যন্ত প্যারিসীয় দুর্গসমূহের উপর প্রুশীয় দখল অব্যাহত রাখা; অর্থাৎ এইভাবে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাশিয়াই চূড়ান্ত সালিশ রূপে স্বীকৃতি পেল! এর বিনিময়ে তিনি

প্যারিসকে ধ্বংস করার জন্য বন্দী বোনাপার্টীয় সৈন্যদলকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করলেন, এবং সম্রাট ভিলহেল্মের সৈন্যদলের প্রত্যক্ষ সাহায্যও দিতে চাইলেন। তাঁর সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ হিসাবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে প্যারিসকে 'ঠাণ্ডা করা' পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের প্রথম কিস্তি পিছিয়ে দেওয়া হবে। তিয়ের এবং তাঁর দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরা এমন একটি টোপ অবশ্যই গিলে ফেললেন সাগ্রহে। ১০ মে তাঁরা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন এবং সেটা জাতীয় সভায় অনুমোদিত করিয়ে নিলেন ১৮ মে।

শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং বোনাপার্টীয় বন্দীদের প্রত্যাবর্তনের মধ্যবর্তী সময়ে আপোসরফার প্রহসন অভিনয় আবার চালিয়ে যেতে তিয়ের আরও বেশি বাধ্য অনুভব করলেন এইজন্য যে প্যারিসের আসন্ন হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতির প্রতি চোখ বন্ধ রাখার একটা উপলক্ষ তাঁর প্রজাতন্ত্রী ক্রীড়নকদের কাছে নিতান্ত দরকারী হয়ে পড়েছিল। এমন কি ৮ মে তারিখে পর্যন্ত মধ্য শ্রেণীর আপোসপ্রয়াসী একটি প্রতিনিধিদলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

'যখনই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের জন্য মনস্থির করে ফেলবে, তখনই জেনারেল ক্লেমাঁ তমা ও লেকোঁতের হত্যাকারী ছাড়া অন্য সকলের জন্যই প্যারিসের সমস্ত ফটক এক সপ্তাহ পুরোপুরি খুলে রাখা হবে।'

এর কিছুদিন পরে, এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে 'জমিদার পরিষদের' তীব্র প্রশ্নবাণের উত্তরে তিনি কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানালেন; অবশ্য এই অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত দিতে তিনি ছাড়লেন না:

'আমি বলতে চাই আপনাদের মধ্যে বড় অধীর লোকেরা আছেন, যাঁরা বড় তাড়াতাড়ি চলতে চাইছেন। তাঁরা আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করুন; এই সপ্তাহের পরে আর কোনও বিপদ থাকবে না এবং কর্তব্যটা এ'দের সাহস ও সামর্থ্যের উপযোগীই হবে।'

মাকমাহন যেই তাঁকে জানালেন যে তিনি খুব শীঘ্রই প্যারিসে প্রবেশ করতে পারবেন, তখন তিয়ের সভায় ঘোষণা করলেন যে, তিনি

'প্যারিসে আইন হাতে নিয়েই প্রবেশ করবেন এবং যে হতভাগ্যেরা সৈন্যদের জীবনহানি ঘটিয়েছে, সরকারী স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করেছে তাদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত দাবি করবেন।'

তারপর চূড়ান্ত মুহূর্ত নিকটবর্তী হয়ে এলে জাতীয় সভায় তিনি জানালেন: 'আমি হব নির্মম'; প্যারিসকে বললেন যে তার দণ্ডাজ্ঞা গৃহীত হয়ে গেছে; আর বোনাপার্টীয় দস্যুদের জানতে দিলেন যে তাদের সাধ মিটিয়ে প্যারিসের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেওয়াতে রাষ্ট্রের অনুমতি রয়েছে। অবশেষে, যখন ২১ মে বিশ্বাসঘাতকতার কৃপায় জেনারেল দুয়ে-র কাছে প্যারিসের ফটক খুলে গেল, তখন তিয়ের ২২ মে 'জমিদার পরিষদের' কাছে খুলে ধরলেন তাঁর আপোসরফা প্রহসনের 'লক্ষ্য', যা তাঁরা এতদিন গোঁয়ারের মতো বুঝতেই চান নি।

'ক-দিন আগে আমি বলেছিলাম যে আমরা **আমাদের লক্ষ্যের** কাছে আসছি; আজ আপনাদের আমি বলতে এলাম যে **সেই লক্ষ্যে** আমরা উপনীত হয়েছি। অবশেষে শৃঙ্খলা, ন্যায় ও সভ্যতার বিজয় ঘটেছে!'

তাই বটে! যখনই বুর্জোয়া ব্যবস্থার গোলামবান্দার দল প্রভুদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় অমনি সে ব্যবস্থার সভ্যতা ও ন্যায় ফুটে ওঠে তার সত্যকার, বীভৎস আলোকে। এই সভ্যতা ও ন্যায় তখন দেখা দেয় উলঙ্গ বর্বরতা ও বেআইনী প্রতিহিংসা রূপে। অধিকারক ও উৎপাদকদের মধ্যেকার শ্রেণী-সংগ্রামের প্রতিটি নতুন সংকট এই তথ্যকেই উজ্জ্বলতর রূপে প্রত্যক্ষ করে তোলে। ১৮৪৮-এর জুন মাসে বুর্জোয়াদের অত্যাচারের বীভৎসতা পর্যন্ত ১৮৭১-এর অভূতপূর্ব জঘন্যতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। যে আত্মোৎসর্গী বীরত্বে স্ত্রীপুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্যারিসীয় জনসাধারণ ভার্সাই দলের প্যারিসে প্রবেশের পরবর্তী সাত দিন লড়াই করেছিল তাতে তাদের আদর্শের মহনীয়তা তেমনি উজ্জ্বল রূপে প্রতিফলিত হয়, যেভাবে ভার্সাই সৈন্যদের নারকীয় তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল যে-সভ্যতার তারা ভাড়াটে রক্ষক ও প্রতিহিংসক সেই সভ্যতারই সমগ্র মর্মার্থ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুন করা লোকেদের স্তূপীকৃত মৃতদেহের কী গতি করা যায়, সেটাই যার কাছে হয়ে উঠেছে বিরাট এক সমস্যা, সে সভ্যতা মহিমাদীপ্তই বটে!

তিয়ের ও তাঁর রক্তপিপাসু কুকুরদের আচরণের তুলনীয় ব্যাপার খুঁজে পেতে হলে আমাদের সুলা এবং দুই ট্রায়ামভিরাটের সময়কার রোমে

ফিরে যেতে হয় (৮৫)। সেই একই ধরনের ঠাণ্ডামাথায় পাইকারী হত্যাকাণ্ড; হত্যাকালে বয়স এবং নরনারী সম্বন্ধে সেই একই নির্বিচারতা; সেই একই কায়দায় বন্দীদের উপর উৎপীড়ন; একই রকমের বিতাড়ন, শুধু এক্ষেত্রে সেটা একটি সমগ্র শ্রেণীর বিরুদ্ধে; কেউ যাতে বাঁচতে না পারে তাই আত্মগোপনকারী নেতাদের বিরুদ্ধে সেই একই বন্য হানা; রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত শত্রুদের নামে একই প্রকারের গোপন রিপোর্ট; লড়াইয়ের সঙ্গে যাদের কোনোই সংশ্রব নেই তেমন মানুষদের জবাইয়ের প্রতি সেই একই ঔদাসীন্য। কেবল তফাৎ এইটুকু যে, রোমানদের কোনো মিত্রেলিয়েজ ছিল না হতভাগ্যদের গাদায় গাদায় হত্যা করার জন্য; 'আইন হাতে' ছিল না তাদের; কণ্ঠে ছিল না 'সভ্যতার' ধ্বনি।

এই সমস্ত বিভীষিকার পর তার নিজস্ব সংবাদপত্রেই বর্ণিত সেই বুর্জোয়া সভ্যতার জঘন্যতর অন্য মুখটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখা যাক!

লণ্ডনের এক রক্ষণশীল সংবাদপত্রের প্যারিসস্থ প্রতিনিধি লিখছেন:

'তখনও দূর থেকে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে; পের লাশেজের সমাধিস্তম্ভগুলির মাঝে মাঝে বিনা চিকিৎসায় আহত হতভাগ্যেরা মরছে; ৬,০০০ ভীতসন্ত্রস্ত নিরাশায় নিমজ্জিত বিদ্রোহী ভূগর্ভের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে; ভাগ্যহীনদের রাস্তা দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দলে দলে মিত্রেলিয়েজের গুলিবিদ্ধ করার জন্য। তখন দেখতে বীভৎস লাগে কাফে ভর্তি মদ, বিলিয়ার্ড বা ডোমিনো ভক্তদের ভিড়; বীভৎস লাগে বুলভারে স্বৈরিণী নারীদের নির্লজ্জ ঘোরাফেরা, ফ্যাশনদুরস্ত রেস্তোরাঁতে বিশেষ ঘরগুলি থেকে রজনীর শান্তি ভঙ্গ করে প্রমোদোৎসবের হট্টগোল!'

কমিউন কর্তৃক নিষিদ্ধ ভার্সাই সমর্থক *Journal de Paris* (৮৬) পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এদুয়ার এর্ভে লিখছেন:

'যেভাবে প্যারিসের জনগণ (!) গতকাল তাদের হর্ষের প্রকাশ দেখাল, সেটা চাপল্যের চেয়েও গুরুতর, এবং আমাদের ভয় হচ্ছে দিন দিন এটা আরও অবনতির দিকে যাবে। প্যারিসের চেহারা আজ উৎসবমুখর — এটা অত্যন্ত বেমানান আর আমরা যদি Parisiens de la décadence (অবক্ষয়গ্রস্ত প্যারিসবাসী) বলে আখ্যাত না হতে চাই, তাহলে এ জাতীয় ব্যাপার বন্ধ করা দরকার।'

তারপর তিনি ট্যাসিটাস থেকে এই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করছেন:

আগুনকে ব্যবহার করেছিল একান্তই প্রতিরক্ষার হাতিয়ার হিসাবেই, যে বড় বড় সোজা এভেন্যুগুলিকে অসমাঁ গোলাগুলি বর্ষণের পরিষ্কার উদ্দেশ্য নিয়ে উন্মুক্ত রেখেছিলেন, ভার্সাই-সৈন্যদের সেখানে ঢুকতে না দেবার জন্য কমিউন আগুন ব্যবহার করেছিল; তাদের পশ্চাদপসরণ আড়াল করতে তারা আগুন ব্যবহার করেছিল, ঠিক যেমন ভার্সাই-পক্ষীয়রা এগোবার সময় বোমা ব্যবহার করেছে যাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ির সংখ্যা কমিউনের আগুনের ক্ষতির চাইতে অন্তত কিছু কম নয়। কোন কোন দালান কোঠায় প্রতিরক্ষাকারীরা আর কোথায় বা আক্রমণকারীরা আগুন লাগিয়েছিল আজ পর্যন্ত তা বিতর্কের বিষয় রয়ে গেছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষাকারীরা আগুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করল শুধু তখনই যখন ভার্সাই-সৈন্যেরা ইতিমধ্যে তাদের বন্দীদের ব্যাপক হত্যা শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া কমিউন অনেক আগে থেকেই পরিষ্কারভাবে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিল যে, চরমে যেতে বাধ্য হলে তারা প্যারিসের ধ্বংসস্তূপের নিচে মৃত্যুবরণ করবে, প্যারিসকে দ্বিতীয় মস্কোতে পরিণত করবে, যা করতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারও প্রতিশ্রুত ছিল, অবশ্য তার দেশদ্রোহকে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। এর জন্য ত্রশ্যু পেট্রল পর্যন্ত জোগাড় করেছিলেন। কমিউনের একথা জানা ছিল যে শত্রুরা প্যারিসের লোকদের জীবনের জন্য কোনো পরোয়া করে না, করে প্যারিসস্থ তাদের নিজস্ব প্রাসাদসমূহের জন্য। অপরদিকে, তিয়ের তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছিলেন যে প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারে তিনি হবেন নির্মম। তিনি যেই তাঁর সৈন্যবাহিনীকে একদিকে প্রস্তুত করে নিলেন এবং প্রুশীয়রা অন্যদিকে এসে দ্বাররোধ করে দাঁড়াল — অমনি তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: 'আমি হব ক্ষমাহীন! প্রায়শ্চিত্ত হবে পরিপূর্ণ, আর বিচার হবে কঠোর!' প্যারিসের শ্রমিকদের কার্যকলাপ যদি বা বর্বর ধ্বংসলীলা হয়ে থাকে, তবে তা ছিল মরীয়া প্রতিরক্ষার ধ্বংসলীলা, বিজয়ের ধ্বংসলীলা নয়, খ্রীষ্টানরা যার অনুষ্ঠান করেছিল পৌত্তলিক প্রাচীনকালের যথার্থই অমূল্য শিল্পসম্পদের ক্ষেত্রে; অথচ সেই বর্বরতাকেও ঐতিহাসিক ক্ষমার্হ বলেছেন, পতনোন্মুখ একটা প্রাচীন সমাজ এবং উত্থানশীল এক নতুন সমাজের মধ্যে সুবিপুল সংগ্রামের অপরিহার্য এবং তুলনামূলক বিচারে তুচ্ছ একটা দিক হিসাবে। প্যারিস শ্রমিকদের ধ্বংসকাণ্ড তো অসমাঁ-র

ধ্বংসকাণ্ডের চেয়েও অনেক কম, যিনি বদমাইসদের জন্য জায়গা করে দিতে গিয়ে ইতিহাসের প্যারিসকে ধূলিসাৎ করেছিলেন!

কিন্তু প্যারিসের আর্চবিশপ প্রমুখ চৌষট্টিজন জামিনকে যে কমিউন হত্যা করেছিল! ১৮৪৮-এর জুনে বুর্জোয়া ও তার সৈন্যদল যুদ্ধের রীতিনীতির ক্ষেত্রে বহুকাল পরিত্যক্ত অসহায় বন্দীদের গুলি করে মারার প্রথাটা পুনঃপ্রবর্তিত করে। তারপর থেকে ইউরোপ ও ভারতের সমস্ত জনবিক্ষোভের দমনকারীরা এই পাশবিক প্রথা কম-বেশি কঠোরভাবে পালন করে এসেছে, এইভাবে প্রমাণ করেছে যে এটা হল যথার্থই 'সভ্যতার অগ্রগতি'! অন্যদিকে, ফ্রান্সে প্রুশীয়রা পুনঃপ্রচলন করেছে জামিনে আটক করে রাখার প্রথা, যাতে অন্যদের কৃতকর্মের জন্য প্রাণ দিয়ে জবাবদিহি করতে হয় নিরপরাধীদের। আমরা দেখেছি যে প্যারিসের সঙ্গে সংঘর্ষের একেবারে শুরু থেকেই তিয়েের কমিউনারদের গুলি করে হত্যার মানবীয় রীতিটি চালু করলেন; তখন তাদের বাঁচাবার জন্য কমিউনকে জামিনে আটক রাখার প্রুশীয় প্রথাটি গ্রহণ করতে হয়। তাসত্ত্বেও ভার্সাইওয়ালারা-র বন্দীদের ওপর গুলিবর্ষণ চালিয়ে গিয়ে নিজেরাই কমিউনের হাতে আটক লোকজনদের মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছিল। মাকমাহনের প্রিটোরীয় বাহিনী (৮৮) যে হত্যাকাণ্ড দিয়ে প্যারিসে প্রবেশের মহোৎসব করে তারপর আর আটক লোকদের রেহাই দেওয়া কি সম্ভব ছিল? বুর্জোয়া সরকারের গুলির নির্বিচার হিংস্রতার পথে যা সর্বশেষ প্রতিষেধক — জামিন রাখার সেই প্রথাকে কি আর নিছক একটা ভুয়া ঠাট করে রাখা যেত? আর্চবিশপ দারবুয়া-র প্রকৃত হত্যাকারী হলেন স্বয়ং তিয়েের। তিয়েরের হাতে সে সময়ে বন্দী শুধু একজন ব্লাঙ্কির বিনিময়ে আর্চবিশপ এবং অন্য আরও বহু পুরোহিতকে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব কমিউন করেছিল বারবার। একগুঁয়ের মতো তিয়েের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি জানতেন যে ব্লাঙ্কিকে দিলে দেওয়া হবে কমিউনের মাথাটাকে; আর আর্চবিশপ তাঁর কাজে লাগবেন মৃতদেহ হিসাবেই বেশি। তিয়েের অনুসরণ করলেন কাভেনিয়াক-এর পদাঙ্কই। ১৮৪৮-এর জুনে কাভেনিয়াক এবং তাঁর অনুগত 'শৃঙ্খলার লোকেরা' আর্চবিশপ আফ্র-এর হত্যাকারী বলে বিদ্রোহীদের অভিযুক্ত করে কত না চিৎকার তুলেছিলেন! অথচ তাঁরা ভাল করেই জানতেন যে আর্চবিশপকে শৃঙ্খলা পার্টির

সৈনিকেরাই গ্নলি করেছে। সেখানে প্রত্যক্ষদর্শী, আর্চবিশপের সহকারী শ্রীযুক্ত জাক্মে ঘটনার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যে একথা জানিয়ে দেন।

শৃঙ্খলা পার্টি তাদের রক্তপাতের মত্তোৎসবে বধ্যের বিরুদ্ধে এত যে কুৎসা ছড়িয়েছে, তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে আজকের বুর্জোয়া নিজেকে অতীতের সামন্তপ্রভুর ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করে, যে প্রভুদের কাছে সাধারণ লোকের বিরুদ্ধে উদ্যত নিজেদের হাতের সব অস্ত্রই ন্যায়সঙ্গত, অথচ জনসাধারণের হাতে যে কোনো অস্ত্রই অপরাধ।

বিদেশী আক্রমণকারীদের আনুকূল্যে পরিচালিত গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে বিপ্লবকে দমন করার জন্য শাসক শ্রেণীর যে ষড়যন্ত্র ধারাটি ৪ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে মাকমাহনের প্রিটোরীয় সৈন্যদের সাঁ ক্লু-র ফটক দিয়ে প্যারিসে প্রবেশ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ করে এসেছি, তা শেষ হল প্যারিসের হত্যাকাণ্ডে। বিসমার্ক প্যারিসের ধ্বংসস্তূপ দেখে নয়ন সার্থক করলেন; ১৮৪৯ সালে প্রাশিয়ার 'অতুলনীয় পরিষদের' (৮৯) এক নগণ্য জমিদার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি মহানগরীসমূহের ব্যাপক ধ্বংসের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনে হয় এর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন তার প্রথম পদক্ষেপ। প্যারিস প্রলেতারিয়েতের মৃতদেহগুলি দেখে তিনি পরম আনন্দ পেলেন। তাঁর কাছে এটা তো শুধু বিপ্লবের উৎসাদন মাত্র নয়, এটা হল ফ্রান্সেরই অবলুপ্তি, সত্যসত্যই তার শিরশ্ছেদ — তাও আবার ফরাসি সরকারেরই হাতে। সফল রাষ্ট্রনায়কদের স্বভাবসুলভ অগভীরতায় তিনি দেখলেন এই বিকট ঐতিহাসিক ঘটনার বহিরঙ্গটুকুই। ইতিহাসে এমন দৃশ্য এর আগে আর কবে দেখা গিয়েছিল, যেখানে এক বিজয়ী জয়লাভ সম্পূর্ণ করছে বিজিত সরকারের শুধু সশস্ত্র পুলিশ নয়, তার ভাড়াটে খুনীর ভূমিকা নিয়ে? প্যারিসের কমিউন ও প্রাশিয়ার মধ্যে কোনো যুদ্ধের অস্তিত্ব ছিল না। বরং ঠিক বিপরীত — কমিউন শান্তির প্রাথমিক শর্ত মেনে নিয়েছিল আর প্রাশিয়া ঘোষণা করেছিল তার নিরপেক্ষতা। সুতরাং প্রাশিয়া যুদ্ধের অংশীদার ছিল না। পাষণ্ড খুনীর ভূমিকা নেয় সে, কারণ ভাড়াটে খুনীর মতো বিপদের কোনো বালাই ছিল না তার; কারণ প্যারিসের পতনের জন্য তার রক্তক্ষরণের দক্ষিণা বাবত নগদ ৫০ কোটির শর্ত সে আগেই

চাপিয়েছিল। আর অবশেষে এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হল যুদ্ধের আসল চরিত্র — ধর্মধ্বজ নীতিপরায়ণ জার্মানির হাতে নাস্তিক অধঃপতিত ফ্রান্সের বিধাতা-নির্দিষ্ট শাস্তি! এমন কি প্রাচীনপন্থী আইন বিশারদদের মতেও যেটা আন্তর্জাতিক আইনের এক অদৃষ্টপূর্ব লঙ্ঘন — তাতেও কিন্তু ইউরোপের 'সভ্য' সরকারসমূহ সেন্ট-পিটার্সবুর্গের মন্ত্রিমণ্ডলের নিতান্ত হাতের পুতুল, অপরাধী এই প্রুশীয় সরকারকে জাতিসমূহের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা না করে বরং আলোচনার অজুহাত পেল প্যারিসের ডবল বেষ্টনী ভেদ করে মুষ্টিমেয় যে হতভাগ্যেরা পালিয়েছে তাদের ভার্সাই জল্লাদদের হাতে সমর্পণ করা হবে কি না!

আধুনিক কালের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের পর বিজয়ী ও বিজিত ফৌজ একযোগে প্রলেতারিয়েতকে হত্যা করার জন্য মিলিত হল। এই তুলনাহীন ঘটনাটায় যা সূচিত হচ্ছে তা বিসমার্ক যা ভাবছেন সেইভাবে একটি উদীয়মান নতুন সমাজের চূড়ান্ত পরাজয় নয় — বরং পুরানো বুর্জোয়া সমাজের ধূলিসাৎভবন। সর্বোচ্চ যে বীরোচিত প্রচেষ্টাটুকু প্রাচীন সমাজের পক্ষে এখনও সম্ভব, তা হল জাতীয় যুদ্ধ; আর এখন প্রমাণ হল যে সেটাও কেবল সরকারী বুজরুকি মাত্র, একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রেণী-সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখা; সেই শ্রেণী-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধের শিখায় জ্বলে ওঠা মাত্র এই বুজরুকিও ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। শ্রেণী-প্রভুত্ব আর জাতীয় পোশাকের ছদ্মবেশ নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারছে না, প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সকল জাতীয় সরকারই **এক!**

১৮৭১ সালের হুইট সান্‌ডির (৯০) পরবর্তীকালে ফরাসি শ্রমিক এবং তাদের উৎপন্ন দখলকারীদের মধ্যে শান্তি বা সন্ধি আর সম্ভব নয়। ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর লৌহদৃঢ় মুষ্টি সাময়িকভাবে হয়ত উভয় শ্রেণীকেই দমন করে রাখতে পারবে, কিন্তু ক্রমশ সম্প্রসারিত ব্যাপ্তি নিয়ে এই সংগ্রাম বারবার দেখা দেবে, আর শেষ পর্যন্ত কে যে জয়লাভ করবে — মুষ্টিমেয় দখলকারী না বিপুল সংখ্যাধিক শ্রমিকেরা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর ফরাসি শ্রমিক শ্রেণী সে তো বর্তমান যুগের প্রলেতারিয়েতের অগ্রবাহিনী মাত্র।

ইউরোপীয় সরকারেরা যখন এইভাবে প্যারিসের সমক্ষে শ্রেণী-

শাসনের আন্তর্জাতিক চরিত্রকে সুস্পষ্ট করে তুলছে, ঠিক তখনই তারা পুঁজির বিশ্ব ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধী আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর পাল্টা সংগঠন -- শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে ধিক্কার দিচ্ছে সকল সর্বনাশের মূল উৎস বলে। নিজে শ্রমের ত্রাণকর্তা সেজে শ্রমিকদের স্বৈরপ্রভু বলে তাকে নিন্দা করেছেন তিয়ের। পিকার হুকুম দিলেন যে বাইরের সদস্যদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের সকল সংযোগ ছিন্ন করে দিতে হবে; তিয়েরের ১৮৩৫ সালের অথর্ব সঙ্গী, কাউণ্ট জোবের ঘোষণা করলেন যে আন্তর্জাতিককে নির্মূল করাই নাকি সমস্ত সভ্য দেশের সরকারের প্রধান কর্তব্য। 'জমিদার পরিষদ' তার বিরুদ্ধে গর্জন করছে আর ইউরোপের সকল সংবাদপত্র একযোগে সেই চিৎকারে কণ্ঠ মিলিয়েছে। আমাদের সমিতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্রবহীন একজন মাননীয় ফরাসি লেখক* নিম্নোলিখিত কথাগুলি বলেছেন:

> 'জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং কমিউনের সদস্যদের বিরাট অংশ হল শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সক্রিয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমান, সবচাইতে উদ্যোগী লোকেরা... এমন লোক যারা সম্পূর্ণ সৎ, ঐকান্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত, নিষ্ঠাবান, বিশুদ্ধচিত্ত এবং শব্দটির ভাল অর্থে গোঁড়া।'

পুলিশ-প্রভাবিত বুর্জোয়া মানস স্বভাবতই মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে দেখে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সংস্থারূপে, এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নাকি থেকে থেকে বিভিন্ন দেশে অভ্যুত্থান ঘটাবার আদেশ পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমিতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশের সবচেয়ে অগ্রসর শ্রমিকদের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানেই, যে কোনো আকারে এবং যে কোনো অবস্থায় শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দেয়, সেখানেই আমাদের সমিতির সদস্যগণ তার পুরোভাগে এসে দাঁড়াবে, এটা তো স্বাভাবিক। যে মাটিতে সমিতিটি বেড়ে চলেছে সে মাটিটাই হল আধুনিক সমাজ। কোনো হত্যালীলাই একে নির্মূল করতে পারবে না। একে নির্মূল করতে হলে সরকারসমূহকে উৎপাটিত করতে হবে শ্রমশক্তির উপর পুঁজির স্বেচ্ছাচারকে, যে স্বেচ্ছাচার হল তাদের পরগাছাসুলভ অস্তিত্বেরই শর্ত।

---

* মনে হয় রোবিনে। — সম্পাঃ

কমিউন-সমেত শ্রমিক শ্রেণীর প্যারিস চিরদিন এক নতুন সমাজের গৌরবদীপ্ত অগ্রদূত হিসাবে নন্দিত হবে। শ্রমিক শ্রেণীর বিশাল হৃদয়ে তার শহীদেরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইতিহাস তাদের জল্লাদদের ইতিমধ্যেই সেই শাস্তিমঞ্চে দণ্ডিত করেছে, যেখান থেকে তাদের পুরোহিতদের যাবতীয় প্রার্থনাতেও তাদের নিষ্কৃতি মিলবে না।

২৫৬, হাই হলবোর্ন, লন্ডন,
ওয়েস্টার্ন সেন্ট্রাল, ৩০ মে, ১৮৭১

পরিশিষ্ট

১

'দলবদ্ধ বন্দীদের থামানো হল উরিখ এভেন্যুতে। রাস্তার মুখোমুখি ফুটপাথে, সারিতে চার-পাঁচজন করে তাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। জেনারেল মার্কুইস দ্য গালিফে এবং তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া থেকে নেমে সারির বাম দিক থেকে পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। ধীর পদক্ষেপে বন্দীদের দিকে তাকাতে তাকাতে জেনারেল এক এক জায়গায় থেমে, কারও বা কাঁধে চাপড় দিলেন, কাউকে বা পিছনের সারি থেকে এগিয়ে আসতে ইঙ্গিত করলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিনা বাক্যব্যয়ে নির্বাচিত তেমন লোককে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে যাওয়া হল; দেখতে দেখতে সেখানে এইভাবে গড়ে উঠল ছোট একটি বিশেষ দল... স্পষ্টতই এখানে ভুলের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ঘোড়ায় চড়া একজন অফিসার জেনারেল গালিফেকে কোনো বিশেষ অপরাধে অপরাধী বলে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোককে দেখিয়ে দিল। স্ত্রীলোকটি দল ছেড়ে ছুটে এসে হাঁটু গেড়ে বসে হাতদুটি তুলে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে নিজের নির্দোষের কথা জানাল। জোনারেল একটু অপেক্ষা করলেন, তার থামার জন্য, তারপর অত্যন্ত উদাসভঙ্গিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন: 'ম্যাডাম, প্যারিসের সব কটি থিয়েটারই আমার দেখা, কষ্ট করবেন না, আপনার প্রহসন অভিনয়ে লাভ নেই'... পাশের লোকের চেয়ে সেদিন উল্লেখযোগ্যভাবে লম্বা, নোংরা, পরিচ্ছন্ন, বয়োবৃদ্ধ বা কুশ্রী হওয়াটা কিছু শুভ ছিল না। বিশেষ একটা লোকের ব্যাপারে খুবই মনে হল—ভবযন্ত্রণা থেকে তার তাড়াতাড়ি মুক্তি লাভের কারণ তার ভাঙা নাক... শতাধিক লোককে এভাবে বাছাই করা হলে, তাদের গুলি করার দল ঠিক হল, তারপর এদের পিছনে ফেলে বাকিদের আবার যাত্রা শুরু হল। কয়েকমিনিট পরে পিছনে গুলির শব্দ শোনা যায় এবং চলতে থাকে পনেরো মিনিটেরও বেশি। ঢালাওভাবে যে হতভাগ্যেরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তাদেরই প্রাণদণ্ড হচ্ছিল।' (*Daily News* [৯১] পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ জুন।)

'দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পানোৎসবগুলিতে দেহের উৎকট অনাবরণের জন্য, কুখ্যাতা স্ত্রীর 'রক্ষিত পুরুষ' এই গালিফে যুদ্ধের সময় ফরাসি 'এন্‌সাইন পিস্টল' নামে পরিচিত হন।

'*Temps* (৯২) একটি সাবধানী পত্রিকা, চাঞ্চল্যপ্রিয়তা তার অভ্যাস নয়, গুলি খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায় নি এবং জীবন নির্বাণের পূর্বেই কবরস্থ লোকের বিষয়ে এক বীভৎস কাহিনী দিয়েছে। সাঁ জাক লা বুশিয়েরের চারপাশে স্কোয়ারে বহু লোককে কবর দেওয়া হয়, এদের অনেকে আবার ভাল করে মাটি চাপাও পড়ে নি। দিনের বেলা রাস্তার কোলাহলে কিছু কানে আসে নি; কিন্তু রাত্রির নীরবতায় দূরাগত গোঙানির শব্দে নিকটবর্তী বাড়ির লোকেরা জেগে ওঠে আর সকালে দেখা গেল মাটির মধ্য থেকে একখানি মুষ্টিবদ্ধহাত উপরের দিকে উত্তোলিত হয়ে রয়েছে। এর ফলে কবর থেকে মৃতদেহগুলি খুঁড়ে বের করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল... অনেক আহত লোককে যে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। একটা ঘটনা আমি নিজেই বলতে পারি। গত মাসের ২৪ তারিখ ব্র্যুনেল ও তার প্রণয়িনীকে প্লাস ভাঁদোমে এক বাড়ির প্রাঙ্গণে গুলি করা হয়; ২৭ বিকাল পর্যন্ত দেহদুটি সেখানেই পড়ে ছিল। কবর দেওয়ার লোকেরা যখন মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিতে এল, দেখা গেল মেয়েটি তখনও বেঁচে আছে। তারা তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। গায়ে চার চারটি গুলি লাগলেও মহিলাটি এখন বিপন্মুক্ত।' (*Evening Standard* [৯৩] পত্রিকার প্যারিসস্থ সংবাদদাতা, ৮ জুন।)

২

১৩ জুন লণ্ডন *Times* পত্রিকায় নিম্নলিখিত চিঠিখানি (৯৪) প্রকাশিত হয়:

Times পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়,

১৮৭১ সালের ৬ জুন শ্রীযুক্ত জুল ফাভ্‌র সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত একটি বিবৃতিতে তাদের আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতিকে কঠোর হস্তে দমন ক'রে তাকে নিশ্চিহ্ন করে। সামান্য কয়টি মন্তব্যই এই দলিলটির প্রকৃতি নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি।

আমাদের নিয়মাবলির একেবারে মুখবন্ধেই উল্লিখিত আছে যে আন্তর্জাতিকটি '১৮৬৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের লঙ্গ-একরে অবস্থিত

সেণ্ট মার্টিন হলে অনুষ্ঠিত একটি প্রকাশ্য জনসভায় প্রতিষ্ঠিত হয়'। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জুল ফাভর্ এই প্রতিষ্ঠা তারিখটিকে পিছিয়ে দিয়েছেন ১৮৬২ সালের পেছনে।

আমাদের নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 'তাদের' (অর্থাৎ আন্তর্জাতিকের) '১৮৬৯-এর ২৫ মার্চ তারিখের পত্র থেকে' উদ্ধৃতি দেবার কথা বলেন। কিন্তু তারপর তিনি উদ্ধৃত করলেন কী? আন্তর্জাতিক নয়, অন্য একটি সংগঠনের পত্র। তিনি যখন বয়সে তরুণ আইনজীবী মাত্র, তখনই কাবে কর্তৃক আনীত মানহানির দায়ে অভিযুক্ত প্যারিস *National* পত্রিকার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি একই ধরনের প্যাঁচের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন কাবে লিখিত পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করার ভান করে তিনি আসলে নিজের প্রক্ষিপ্ত মন্তব্যই পড়ে যাচ্ছিলেন। আদালতের অধিবেশনকালে তাঁর এই চালাকি ফাঁস হয়ে যায়, এবং কাবে অনুকম্পা না দেখালে শাস্তি হিসাবে প্যারিসের উকিল মহল থেকে জুল ফাভ্রকে বহিষ্কারই করে দেওয়া হত। আন্তর্জাতিকের দলিল বলে যত দলিল থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার একটিও আন্তর্জাতিকের নয়। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক — তিনি বলেছেন:

'১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে গঠিত সাধারণ পরিষদ বলেছে, অ্যালায়েন্স নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা করেছে।'

এই ধরনের কোন দলিলই সাধারণ পরিষদ কখনো প্রকাশ করে নি। বরং, ঠিক বিপরীত, সাধারণ পরিষদ প্রকাশ করেছে একটা দলিল* যাতে করে জুল ফাভ্রের উদ্ধৃত 'অ্যালায়েন্সের' — অর্থাৎ জেনেভাস্থ L'Alliance de la Démocratie Socialiste-এর** নিয়মাবলিকেই খণ্ডন করা হয়।

খানিকটা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও লিখিত এরকম একটা ভান করলেও বিবৃতির আদ্যন্ত জুল ফাভ্র আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের আমলের অভিশংসকদের পুলিশী মিথ্যাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, যে অভিযোগ সেই সাম্রাজ্যের আদালতের সামনেও শোচনীয়ভাবে টেকে নি।

* ক. মার্কস, 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স। — সম্পাঃ

একথা সকলেই জানে যে বিগত যুদ্ধের উপর (গত জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসের) দুই অভিভাষণেই* আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ প্রুশীয়দের ফ্রান্স বিজয়ের পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করেছিল। এর পরে জুল ফাভ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত রাইতলিংজার সাধারণ পরিষদের কয়েকজন সদস্যের কাছে আবেদন করেন, অবশ্য বৃথাই করেন, যাতে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সমর্থনে বিসমার্কের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়, প্রজাতন্ত্রের কথা যেন উল্লেখ করা না হয়, তাঁদের তখন বিশেষ করে এই অনুরোধও করা হয়েছিল। জুল ফাভ্রের প্রত্যাশিত লণ্ডন আগমন প্রসঙ্গে যে মিছিলের আয়োজন হয়, — সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও — সেটা হয়েছিল সাধারণ পরিষদের মতের বিরুদ্ধে; সাধারণ পরিষদ তার ৯ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণে জুল ফাভর্ ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে প্যারিস শ্রমিকদের আগে থাকতেই পরিষ্কারভাবে সাবধান করে দেয়।

এখন আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ যদি তার দিক থেকে পরলোকগত শ্রীযুক্ত মিলিয়ের কর্তৃক প্যারিসে প্রকাশিত দলিলগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে জুল ফাভ্র সম্বন্ধে একটি বিবৃতি ইউরোপের প্রতিটি মন্ত্রিসভার কাছে পাঠায়, তাহলে জুল ফাভ্র মহাশয় কী বলবেন?

ইতি... আপনার একান্ত বিনীত সেবক

জন্ হেল্স্
শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির
সাধারণ পরিষদের সম্পাদক

২৫৬, হাই হলবোর্ন, লণ্ডন,
ওয়েস্টার্ন সেণ্ট্রাল, ১২ জুন

'আন্তর্জাতিক সমিতি ও তার লক্ষ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ধর্মধ্বজী গোয়েন্দা লণ্ডনের *Spectator* (৯৫) পত্রিকা (২৪ জুন) অনুরূপ নানা কারসাজির সঙ্গে সঙ্গে জুল ফাভ্রের চেয়েও অধিকতর বিস্তারিতভাবে

---

* বর্তমান খণ্ডের ২৩-২৮ ও ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অ্যালায়েন্সের উপরে উল্লিখিত দলিলটি আন্তর্জাতিকেরই কাজ বলে চালিয়েছেন, তাও আবার *Times* পত্রিকায় অভিযোগ-খণ্ডন পত্র প্রকাশ হবার এগারো দিন পরে। আমরা এতে আশ্চর্য হই নি। মহান ফ্রিডরিখ বলতেন সকল জেসুইটের মধ্যে প্রটেস্টাণ্ট জেসুইটই হল সবচেয়ে খারাপ।

১৮৭১ সালে এপ্রিল-মে মাসে মার্কস কর্তৃক লিখিত

মূল ইংরেজি থেকে অনুবাদ

১৮৭১ সালের জুনে লণ্ডনে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা হিসাবে এবং ১৮৭১-১৮৭২ সাল ধরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত

ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস

আন্তর্জাতিকে তথাকথিত ভাঙন (৯৬)

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের গোপনীয় সার্কুলার

আন্তর্জাতিকের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম সম্পর্কে কোনোরূপ মন্তব্য থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা প্রয়োজন বলে সাধারণ পরিষদ এযাবৎ গণ্য করে এসেছে এবং সমিতির কিছু সভ্যের পক্ষ থেকে তার ওপর দু'বছরের বেশি দিন ধরে যে খোলাখুলি আক্রমণ চলেছে তার প্রকাশ্য জবাব দেয় নি।

কিন্তু আন্তর্জাতিক এবং উদয়ের মুহূর্ত থেকেই তার প্রতি শত্রুতাপরায়ণ কোনো এক সমাজের* মধ্যে তালগোল পাকাতে কৃতসংকল্প কিছু চক্রীর প্রয়াসের মধ্যে যতদিন ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন নীরবতা আরও বজায় রাখা সম্ভব হলেও এখন ঐ সমাজ কর্তৃক চাগিয়ে তোলা কেলেঙ্কারিগুলোয় যখন ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া তার নির্ভরস্থল খুঁজে পাচ্ছে এমন মুহূর্তে যখন আন্তর্জাতিক যে সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে যা তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ভুগতে হয় নি, তখন সাধারণ পরিষদ এই সমস্ত চক্রান্তের ঐতিহাসিক সমীক্ষা দিতে বাধ্য।

১

প্যারিস কমিউন পতনের পর সাধারণ পরিষদ প্রথম যে পদক্ষেপ নেয়, তা হল ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ বিষয়ে অভিভাষণ** প্রকাশ, তাতে কমিউনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিষদ তার একাত্মতা প্রকাশ করে ঠিক সেই

---

* সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স। — সম্পাঃ

** এই খণ্ডের ৩৯-১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

মুহূর্তে যখন বুর্জোয়া, সংবাদপত্র আর ইউরোপীয় সরকারদের কাছে এইসব ক্রিয়াকলাপ পরাজিত প্যারিসবাসীদের বিরুদ্ধে অতি জঘন্য কুৎসার বন্যা বওয়াবার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর একাংশও বোঝে নি যে পরাজয় হল তাদেরই নিজস্ব সাধনার। পরিষদের কাছে তার একটা প্রমাণ তার দুই সভ্য, নাগরিক অজার ও লেক্রাফটের বহির্গমন, যাঁরা অভিভাষণের সঙ্গে কোনোরূপ একাত্মতা প্রদর্শন পুরোপুরি বর্জন করেন। বলা যেতে পারে, বিশ্বের সমস্ত সভ্য দেশে এই অভিভাষণের প্রকাশে প্যারিসের ঘটনাবলি নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য সূচিত হয়।

অন্যদিকে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রে, বিশেষ করে বিস্তীর্ণ ব্রিটিশ সংবাদপত্রে আন্তর্জাতিক পেয়ে যায় প্রচারের অতি শক্তিশালী মাধ্যম, যারা এই অভিভাষণের দ্বারা বাধ্য হয় বিতর্কে নামতে আর তার জবাব দেয় সাধারণ পরিষদ।

কমিউনের বহু দেশান্তরী লন্ডনে এসে পড়ায় সাধারণ পরিষদকে ত্রাণ কমিটিতে পরিণত হতে এবং কিঞ্চিদধিক আট মাস যাবৎ এই কাজটি করে যেতে হয়, যা মোটেই তার সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। বলাই বাহুল্য যে পরাস্ত ও বিতাড়িত কমিউনাররা বুর্জোয়ার কাছ থেকে সাহায্যের ভরসা করতে পারত না। আর শ্রমিক শ্রেণীর কথা ধরলে, সাহায্যের দাবিটা আসে অতি গুরুভার মুহূর্তে। সুইজারল্যান্ড ও বেলজিয়মে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছিল দেশান্তরীদের বড় বড় দল, তাদের হয় পোষকতা করতে হত, নয় সাহায্য করতে হত লন্ডনে পৌছবার জন্য। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও স্পেনে যে টাকা তোলা হয় তা পাঠানো হয় সুইজারল্যান্ডে। ইংলন্ডে নয়-ঘণ্টা শ্রমদিনের জন্য ঘোর সংগ্রাম, যার নির্ধারক মুহূর্ত হয়ে দাঁড়ায় নিউ কাস্‌ল্‌-এর (৯৭) ঘটনাবলি, তাতে ফুরিয়ে যায় যেমন শ্রমিকদের ব্যক্তিগত চাঁদা, তেমনি ট্রেড ইউনিয়নগুলির তহবিল. প্রসঙ্গত, নিয়মাবলি অনুসারে এরা টাকা খরচ করতে পারত কেবল ট্রেড-ইউনিয়ন সংগ্রামের লক্ষ্যে। তাহলেও অক্লান্ত ক্রিয়াকলাপ ও পত্রালাপের কল্যাণে পরিষদ সামান্য টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং তা সে বিলি করে সপ্তাহে সপ্তাহে। পরিষদের আহ্বানে আমেরিকান শ্রমিকেরা সাড়া দেয় আরও ব্যাপকভাবে। বুর্জোয়ার ভীতত্রস্ত

কল্পনা আন্তর্জাতিকের ভাণ্ডারে অমন দরাজ হাতে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালতে দেখেছে তা উশ্‌ুল করতে পারলে হত!

১৮৭১ সালের মে মাসের পর যুদ্ধের ফলে প্রস্থিত ফরাসি প্রতিনিধিদের স্থলে কমিউনের একদল দেশান্তরীকে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধিগৃহীতদের মধ্যে ছিলেন যেমন আন্তর্জাতিকের বহুদিনের সভ্য, তেমনি নিজেদের বিপ্লবী কর্মোদ্যোগের জন্য খ্যাত কতিপয় ব্যক্তি, যাঁদের নির্বাচন হল প্যারিস কমিউনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এইসব ঝামেলার সঙ্গে সঙ্গে আহূত সম্মেলনের (৯৮) জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ চালাবার কথা পরিষদের।

আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে বোনাপার্টপন্থী সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির ফলে বাসেল কংগ্রেসের (৯৯) নির্দেশে যে কথা ছিল সেভাবে প্যারিসে কংগ্রেস ডাকা সম্ভব হত না। নিয়মাবলির ৪ ধারায় প্রদত্ত অধিকার ব্যবহার করে সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের ১২ জুলাইয়ের সার্কুলারে মেইনৎস কংগ্রেস ডাকার কথা ঘোষণা করে। একই সময়ে বিভিন্ন ফেডারেশনের নিকট পত্রে* পরিষদ সাধারণ পরিষদের অধিষ্ঠান ইংলণ্ড থেকে অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরের প্রস্তাব দেয় এবং এই প্রশ্নে প্রতিনিধিদের অবশ্যপালনীয় ম্যাণ্ডেট অর্পণের অনুরোধ করে; পরিষদকে লণ্ডনে রাখার পক্ষে ফেডারেশন একবাক্যে মত দেয়। দিন কয়েক বাদে যে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ বেধে ওঠে, তাতে কংগ্রেস ডাকা আদপেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন আমাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত ফেডারেশনগুলি ঘটনার গতি অনুসারে নিয়মিত কংগ্রেস ডাকার তারিখ ধার্য করার পূর্ণাধিকার দেয় আমাদের।

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভব হওয়া মাত্র সাধারণ পরিষদ ১৮৬৫ সালের সম্মেলন (১০০) এবং প্রতিটি কংগ্রেসে সাংগঠনিক প্রশ্নে যে রুদ্ধদ্বার অধিবেশন হয় তার নজির মেনে রুদ্ধদ্বার সম্মেলন আহ্বান করে। ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়া যখন উদ্‌যাপন করছে তার তাণ্ডব; যখন জুল ফাভ্‌র সমস্ত সরকার, এমন কি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও ফৌজদারী অপরাধী হিসাবে দেশান্তরীদের সমর্পণ দাবি করছেন; যখন দ্যুফোর জমিদারি পরিষদে

* ক. মার্কস, 'সমস্ত শাখার নিকট গোপনীয় বিজ্ঞপ্তি'। — সম্পাঃ

আন্তর্জাতিককে আইনবহির্ভূত (১০১) বলে ঘোষণা করার আইন প্রস্তাব করছেন, যে আইনের ভণ্ড নকল পরে মাল্ব আনছেন বেলজিয়ানদের জন্য; যখন স্বইজারল্যান্ডে কমিউনের একজন দেশান্তরীকে সমর্পণের দাবি প্রসঙ্গে ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তের পূর্বেই তাকে নিবর্তনমূলক গ্রেপ্তার করা হয়; যখন আন্তর্জাতিক সভ্যদের নিগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় বেইস্ট আর বিসমার্কের মধ্যে জোটের সুস্পষ্ট ভিত্তি, তদুপরি আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে চুক্তির যে ধারাটি উদ্যত তাতে তাড়াতাড়ি করে যোগ দেন ভিক্তর-ইমানুয়েলও; যখন ভার্সাই জল্লাদদের হুকুম পুরোপুরি শিরোধার্য করে স্পেন সরকার মাদ্রিদে অবস্থিত ফেডারেল পরিষদকে বাধ্য করে পোর্তুগালে (১০২) আশ্রয় খুঁজতে; পরিশেষে, যখন আন্তর্জাতিকের প্রথম কর্তব্য দাঁড়িয়েছিল নিজের সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে সরকারগুলি যে দ্বন্দ্বাহ্বান জানিয়েছে তা গ্রহণ করা — এরূপ মুহূর্তে প্রকাশ্য কংগ্রেস ডাকা অসম্ভব, এর পরিণাম হত কেবল ইউরোপীয় ভূখণ্ডের প্রতিনিধিদের সরকারগুলির হাতে তুলে দেওয়া।

সাধারণ পরিষদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগরক্ষাকারী সমস্ত শাখাকে যথাসময়ে আমন্ত্রণ জানানো হয় সম্মেলনে। প্রকাশ্য কংগ্রেসের কথা না থাকলেও গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হয় এ সম্মেলন। বলাই বাহুল্য, ফ্রান্স যে অবস্থায় ছিল তাতে প্রতিনিধি নির্বাচন তার পক্ষে অসম্ভব হয়। ইতালিতে একমাত্র সংগঠিত শাখা তখন নেপল্‌স্‌ শাখা; প্রতিনিধি নির্বাচনের মুহূর্তে সশস্ত্র শক্তিতে তাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে আন্তর্জাতিকের সর্বাধিক সক্রিয় সদস্যরা কারারুদ্ধ। জার্মানিতে সর্বাধিক খ্যাত তার কয়েকজন সদস্য রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে নিগৃহীত, বাকিরা কারাগারে, পার্টির আর্থিক সঙ্গতি পুরোপুরি যায় তাদের পরিবারবর্গের সাহায্যে। প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য নির্দিষ্ট টাকা আমেরিকানরা ব্যয় করে দেশান্তরীদের ভরণপোষণে এবং তাদের দেশে আন্তর্জাতিকের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিশদ রিপোর্ট পাঠায় সম্মেলনের নামে। তবে সমস্ত ফেডারেশনই প্রকাশ্য কংগ্রেসের বদলে রুদ্ধদ্বার সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লণ্ডনে ১৮৭১ সালের ১৭ থেকে ২৩

সেপ্টেম্বর। সমাপ্তিতে তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ ও একইসঙ্গে সাংগঠনিক অনুবিধান (regulations — অনু.) প্রণয়ন করে পুনর্বিবেচিত ও সংশোধিত সাধারণ নিয়মাবলি* সহ তিনটি ভাষায় তা প্রকাশ, সদস্য কার্ডের পরিবর্তে টিকিট প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত পালন, ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিকের পুনর্গঠন (১০৩) এবং শেষত এই সমস্ত কর্তব্য পালনের সঙ্গতি খুঁজে বার করার ভার সম্মেলন দেয় সাধারণ পরিষদকে।

সম্মেলনের বিবরণাদি প্রকাশিত হওয়ামাত্র প্যারিস থেকে মস্কো আর লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি বিষয়ক সিদ্ধান্তটিকে** এতটা রাজদ্রোহাত্মক — *Times* তার বিরুদ্ধে 'সুচিন্তিত স্পর্ধার' অভিযোগ আনে — বলে মনে করে যে ঘোষণা করে আন্তর্জাতিককে অবিলম্বে আইন-বহির্ভূত করা হোক। অন্যদিকে, উটকো সংকীর্ণতাবাদী শাখাগুলির (১০৪) সমালোচক এই সিদ্ধান্ত থেকে আন্তর্জাতিক পুলিশ পায় যেন বা সাধারণ পরিষদ ও সম্মেলনের অপমানকর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তাদের অভিভাবকত্বে শ্রমিকদের অবাধ স্বায়ত্তাধিকার রক্ষা নিয়ে সোরগোল তোলার বহুপ্রতীক্ষিত অজুহাত। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণী এতই 'প্রপীড়িত' বোধ করেছিল যে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এমন কি ভারত থেকেও আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির আবেদন ও নতুন নতুন শাখা গঠনের বিজ্ঞপ্তি পায় পরিষদ।

২

বুর্জোয়া সংবাদপত্রের কুৎসামূলক অভিযোগ এবং আন্তর্জাতিক পুলিশের নালিশ আমাদের সমিতির মধ্যেও সহানুভূতিসূচক সাড়া পায়। বাহ্যত সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে, কিন্তু আসলে সমগ্র সমিতির বিরুদ্ধেই ঘোঁট পাকানো হতে থাকে তার ভিতর থেকে। এইসব ঘোঁটের পেছনে অবশ্য-

---

* এই সংস্করণের ৫ম খণ্ড দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

** ১৮৭১ সালের লণ্ডন সম্মেলনে গৃহীত 'শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম' বিষয়ক সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। —সম্পাঃ

অবশ্যই থাকত রুশী মিখাইল বাকুনিনের শাবক **'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স'**। সাইবেরিয়া থেকে ফিরে বাকুনিন হের্ৎসেনের 'কলোকোল' (ঘণ্টা) পত্রিকায় তাঁর বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে প্রচার করতে থাকেন নিখিল-স্লাভ মতবাদ ও জাতি যুদ্ধ (১০৫)। পরে, সুইজারল্যাণ্ডে থাকার সময় তিনি নির্বাচিত হন আন্তর্জাতিকের বিপরীতে গঠিত শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের পরিচালক কমিটিতে (১০৬)। এই বুর্জোয়া সমিতির হাল ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় বাকুনিনের পরামর্শে তার সভাপতি শ্রীযুক্ত ফগ্‌ট্‌ ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাসেল্‌সে আহূত আন্তর্জাতিক কংগ্রেসকে (১০৭) লীগের সঙ্গে জোট বাঁধার প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করে, দুয়ের একটা: হয় আন্তর্জাতিকের মতো একই লক্ষ্য অনুসরণ করছে লীগ, তাহলে তার অস্তিত্বের কোনো অর্থ হয় না, নতুবা তার লক্ষ্য অন্যবিধ, সেক্ষেত্রে জোট অসম্ভব। কয়েকদিন পরে বার্নে অনুষ্ঠিত লীগ কংগ্রেসে সম্পূর্ণ হল বাকুনিনের অভিবেদন। সেখানে তিনি পেশ করেন তাড়াহুড়োয় জুড়ে-তোলা এক কর্মসূচি, যার বৈজ্ঞানিক মূল্য তার এই একটা কথাতেই বোঝা যায়: **'শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা'** (১০৮)। নগণ্য সংখ্যাল্পের সমর্থনে তিনি লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন আন্তর্জাতিকে ঢোকার জন্য, উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলির স্থলে নিজের আপতিক, লীগ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কর্মসূচি এবং সাধারণ পরিষদের স্থলে নিজের ব্যক্তিগত একনায়কত্ব চালু করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি গঠন করেন তাঁর বিশেষ একটা হাতিয়ার — **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স**, যা হওয়ার কথা আন্তর্জাতিকের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক।

এই সমিতি গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোকজন তিনি পেয়েছিলেন ইতালিতে থাকার সময় তিনি যাদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন তাদের এবং রুশ দেশান্তরীদের অনতিবৃহৎ গ্রুপটির মধ্যে; তারা সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে তাঁর দূত ও আন্তর্জাতিকের সভ্য-সংগ্রাহকের কাজ করে দেয়। কিন্তু বেলজিয়ান ও প্যারিস ফেডারেল পরিষদের পক্ষ থেকে অ্যালায়েন্সকে স্বীকার করতে বারম্বার আপত্তির পরেই বাকুনিন তাঁর নতুন সমিতির নিয়মাবলি অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদের দ্বারস্থ হন, যা

আর কিছুই নয়, 'অবোধ্য' বার্ন কর্মসূচির হুবহু পুনরুদ্ধার মাত্র। ১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বরের সার্কুলারে পরিষদ এই জবাব দেয়:

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স সমীপে — সাধারণ পরিষদ

কয়েক মাস আগে কিছু নাগরিক **সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স** নামে নতুন একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের **কেন্দ্রীয় উদ্যোক্তা কমিটি** গঠন করেছেন জেনেভায়, এ সমিতি **'সাম্যের** মহান নীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্নাদির বিচারকে নিজেদের **বিশেষ ব্রত'** বলে ঘোষণা করেছে।

এই উদ্যোক্তা কমিটি কর্তৃক মুদ্রিত কর্মসূচি ও নিয়মাবলি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদকে জানানো হয় কেবল ১৮৬৮ সালের ১৫ ডিসেম্বর। এইসব দলিল অনুসারে পূর্বোক্ত অ্যালায়েন্স 'পুরোপুরি মিলিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিকে', আবার সেইসঙ্গে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এ সমিতির বাইরে। উদ্যোক্তাদের নিয়মাবলি অনুসারে জেনেভা (১০৯), লসেন (১১০) ও ব্রাসেল্সে সুসঙ্গতরূপে নির্বাচিত **আন্তর্জাতিকের** সাধারণ পরিষদ ছাড়াও আত্মনির্বাচিত আরও একটা সাধারণ পরিষদ থাকবে জেনেভায়। **আন্তর্জাতিকের** স্থানীয় গ্রুপগুলির পাশাপাশি থাকবে **অ্যালায়েন্সের** স্থানীয় গ্রুপ, **আন্তর্জাতিকের** জাতীয় ব্যুরোর বাইরে সক্রিয় তাদের নিজেদের জাতীয় ব্যুরো মারফত তারা **'আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যালায়েন্সের কেন্দ্রীয় ব্যুরোর নিকট আবেদন জানাবে';** এতে করে **আন্তর্জাতিকে** অন্তর্ভুক্তির অধিকার **অ্যালায়েন্স** স্বহস্তে নিচ্ছে। শেষত, **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ কংগ্রেসের** একটা দ্বিত্ব দেখা দিচ্ছে — **অ্যালায়েন্সের সাধারণ কংগ্রেস,** কেননা উদ্যোক্তাদের অনুবিধান অনুযায়ী, শ্রমিকদের বার্ষিক কংগ্রেসের সময় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিরা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখা হিসাবে **'পৃথক স্থানে নিজেদের প্রকাশ্য অধিবেশন চালাবে'।**

এই কথা মনে রেখে যে,

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ভিতরে ও বাইরে ক্রিয়াশীল দ্বিতীয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব প্রথমটিকে বিসংগঠনের একটি নিশ্চিত উপায় হবে;

যে কোনো স্থানে যে কোনো একদল লোক জেনেভার উদ্যোক্তা গ্রুপটির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এবং ন্যূনাধিক ন্যায্য অজুহাতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির ভেতর ভিন্ন রকমের উদ্দেশ্যানুসারী অন্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘকে ঢোকাবার অধিকার পাবে;

এইভাবে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি বরং পরিণত হবে যে কোনো জাতি ও যে কোনো পার্টির চক্রীদের হাতের পুতুলে;

তাছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি অনুসারে তার পঙ্‌ক্তিভুক্ত হতে পারে কেবল স্থানীয় ও জাতীয় শাখা (নিয়মাবলির ১ ও ৬ ধারা দ্রষ্টব্য);

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখাগুলির পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধানের বিরোধী কোনো নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধানাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ (সাংগঠনিক অনুবিধানের ১২ ধারা দ্রষ্টব্য);

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও সাংগঠনিক অনুবিধান পুনর্বিবেচিত হতে পারে কেবল সাধারণ কংগ্রেসে, যদি উপস্থিত প্রতিনিধিদের দুই-তৃতীয়াংশ তার পক্ষে থাকে (সাংগঠনিক অনুবিধানের ১৩ ধারা দ্রষ্টব্য);

ব্রাসেল্‌সে সাধারণ কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত **শান্তি লীগের** বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তে এ প্রশ্নের আগেই মীমাংসা হয়ে গেছে;

এইসব সিদ্ধান্তে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে **শান্তি লীগের** অস্তিত্ব মোটেই সঙ্গতিসিদ্ধ নয়, কেননা তার সাম্প্রতিক বিবৃতি অনুসারে তার লক্ষ্য ও নীতি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে অভিন্ন;

অ্যালায়েন্সের উদ্যোক্তা গ্রুপের কিছু সভ্য ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে এইসব সিদ্ধান্তে ভোট দিয়েছেন।

তাই শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ ১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বরের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে:

১) শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করার যেসব ধারা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের নিয়মাবলিতে আছে তা নাকচ ও অবলবৎ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।

২) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সকে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখা হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না।

অধিবেশনের সভাপতি — **জ. অজের**
সাধারণ সচিব — **আর. শ**

লণ্ডন, ২২ ডিসেম্বর, ১৮৬৮

কয়েক মাস পরে অ্যালায়েন্স ফের সাধারণ পরিষদকে জিজ্ঞাসা করে, অ্যালায়েন্সের **নীতিগুলি** তা মানবে কি, **হ্যাঁ কিংবা না।** সদর্থক উত্তর পেলে অ্যালায়েন্স আন্তর্জাতিকের শাখায় মিলে যেতে প্রস্তুত বলে জানায়। জবাবে তা পায় ১৮৬৯ সালের ৯ মার্চ তারিখের এই সার্কুলার:

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্সের কেন্দ্রীয় ব্যুরো সমীপে —
সাধারণ পরিষদ

নিয়মাবলির ১ ধারা অনুসারে একই লক্ষ্য, যথা: **শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক আরক্ষা, বিকাশ ও পরিপূর্ণ মুক্তির** প্রয়াসী সমস্ত শ্রমিক সংঘ সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রতি দেশে শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন বাহিনী যেহেতু বিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় থাকে, তাই বাস্তব আন্দোলনের প্রতিফলনস্বরূপ তাদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হওয়া অনিবার্য।

কিন্তু শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত কর্মের মিল, বিভিন্ন জাতীয় শাখার মুদ্রণ মুখপত্র হেতু সহজসাধ্য ধ্যান-ধারণা বিনিময় এবং সাধারণ কংগ্রেসে সরাসরি আলোচনায় ক্রমশ একটা সাধারণ তাত্ত্বিক কর্মসূচিতে উপনীত হওয়া উচিত।

তাই **অ্যালায়েন্সের কর্মসূচির সমালোচনী বিচারের কাজ** সাধারণ পরিষদের এক্তিয়ারে পড়ে না। এ কর্মসূচি প্রলেতারীয় আন্দোলনের মোটামুটি অভিব্যক্তি, নাকি নয়, তা দেখা আমাদের কাজ নয়। আমাদের শুধু এইটে জানা জরুরি, আমাদের সমিতির **সাধারণ প্রবণতা,** অর্থাৎ **শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ মুক্তির** বিরোধী কোনোকিছু তাতে আছে কি না। আপনাদের কর্মসূচিতে একটা বাক্য আছে যা এই দাবির সঙ্গে মেলে না। ২ নং ধারায় বলা হয়েছে:

'তা' (অ্যালায়েন্স) 'সর্বাগ্রে **শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতার জন্য** চেষ্টিত।'

আক্ষরিক অর্থে ধরলে, **শ্রেণীগুলির সমতা** দাঁড়ায় **পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যে,** যা প্রচার ক'রে বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রীরা জ্বালিয়ে মারছে। **শ্রেণীগুলির সমতা** একটা বাজে কথা, তা বাস্তবায়িত হবার নয়, ও জিনিসটা **নয়,** বরং উল্টে, **শ্রেণীর বিলোপ,** এই হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের সত্যকার রহস্য, যা **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির** মহান লক্ষ্য।

তবে **শ্রেণীগুলির সমতা** কথাটিকে যদি তার বিষয়ানুষঙ্গে দেখি, তাহলে সেটা নিতান্ত লেখনীস্খলন বলেই মনে হয়। যে বাক্য এত বিপজ্জনক ভুল বোঝাবুঝির উপলক্ষ হতে পারে, সেটা আপনাদের কর্মসূচি থেকে ছেঁটে ফেলতে আপনারা যে গররাজী হবেন না তাতে সাধারণ পরিষদের সন্দেহ নেই। যেসব ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির সাধারণ প্রবণতার বিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেগুলি ব্যতিরেকে নিজেদের তাত্ত্বিক কর্মসূচি অবাধে নিরূপণের অধিকার আমাদের সমিতি তার নীতি অনুসারে সমস্ত শাখাকেই দেয়।

সুতরাং, অ্যালায়েন্সের শাখাকে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির শাখায় **পরিণত করায়** কোনো বাধা নেই।

যদি **অ্যালায়েন্সকে ভেঙে দেওয়া ও তার শাখাগুলির আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির কথা** ধরা হয়, তাহলে আমাদের অনুবিধান অনুযায়ী **নতুন শাখার অধিষ্ঠান ও সদস্যসংখ্যা পরিষদকে জানানো** আবশ্যক।

১৮৬৯ সালের ৯ মার্চে
সাধারণ পরিষদের অধিবেশন

অ্যালায়েন্স এই শর্ত মেনে নেওয়ায় বাকুনিন কর্মসূচিতে স্বাক্ষরদাতা কিছু লোক দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ পরিষদ তাকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করে এই কথা ভেবে যে জেনেভার রোমক ফেডারেল কমিটি তাকে স্বীকার করবে, কিন্তু বিপরীত পক্ষে শেষোক্তরা সর্বদাই তার সঙ্গে কোনো সংশ্রব রাখতে চায় নি। বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব — এই আশু লক্ষ্য অ্যালায়েন্স সিদ্ধ করে। যে অসাধু উপায় তার ভক্তেরা অনুসরণ করে, এই ঘটনা ছাড়া আন্তর্জাতিকের কংগ্রেসে যা কখনো অনুসৃত হয় নি, তাসত্ত্বেও কংগ্রেস সাধারণ পরিষদের অধিষ্ঠান জেনেভায় স্থানান্তরিত করবে এবং অবিলম্বে উত্তরাধিকার প্রথা দূর করার সাঁ সিমোঁ-মার্কা ছাইভস্মকে সরকারীভাবে অনুমোদন জানাবে — এ ব্যবস্থাটাকে বাকুনিন পেশ করেছিলেন সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক যাত্রাবিন্দু হিসাবে — বাকুনিন ঠকে যান তাঁর এই ভরসায়। শুধু সাধারণ পরিষদ নয়, আন্তর্জাতিকের যেসমস্ত শাখা এই সংকীর্ণতাবাদী গোষ্ঠীর কর্মসূচি বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্র পরিপূর্ণ বর্জনের নীতি গ্রহণে অস্বীকৃত হয়, তাদের বিরুদ্ধেও অ্যালায়েন্সের প্রকাশ্য ও অবিরাম যুদ্ধের সংকেত হয়ে দাঁড়ায় এটা।

বাসেল কংগ্রেসের আগেই, নেচায়েভ যখন জেনেভায় আসেন, বাকুনিন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে রাশিয়ায় উচ্চশিক্ষার্থীদের মধ্যে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ 'বিপ্লবী কমিটির' নামের আড়ালে নিজের আসল সত্তা গোপন রেখে তিনি যতরকম প্রতারণা আর কালিঅস্ত্রো কালের কুহেলী মারফৎ অসীম ক্ষমতার অধিকারী হন। এ সমিতির প্রচারের প্রধান পদ্ধতি ছিল ওপরে রুশ ভাষায় 'গুপ্ত বিপ্লবী কমিটি' ছাপ দেওয়া হলুদ খামে জেনেভা থেকে চিঠি পাঠিয়ে একেবারেই নিরপরাধ লোকেদের রুশ পুলিশের সন্দেহভাজন করে তুলত। নেচায়েভ মামলার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে **আন্তর্জাতিকের** নামকে জঘন্য অপব্যবহারের সাক্ষ্য আছে।*

এই সময় অ্যালায়েন্স সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে শুরু করে প্রকাশ্য বিতর্ক, প্রথমে লোকল থেকে প্রকাশিত *Progrès* (১১২) এবং পরে জেনেভা

---

* শীঘ্রই নেচায়েভ মামলা (১১১) থেকে উদ্ধৃতি প্রকাশিত হবে। পাঠকেরা তা থেকে বিদ্ঘুটে, এবং সেইসঙ্গে জঘন্য সব নিয়মাদির নমুনা পাবেন, বাকুনিনের বন্ধুরা যার দায়িত্ব চাপিয়েছেন **আন্তর্জাতিকের** ঘাড়ে।

থেকে, রোমক ফেডারেশনের সরকারী মুখপত্র *Égalité* (১১৩) পত্রিকায়, যাতে বাকুনিনের পেছু পেছু ঢুকে পড়েছিল অ্যালায়েন্সের কিছু সদস্য। সাধারণ পরিষদ বাকুনিনের ব্যক্তিগত মুখপত্র *Progrès*-এর আক্রমণকে উপেক্ষা করেছিল, কিন্তু *Égalité*-এর আক্রমণ রোমক ফেডারেল কমিটির সম্মতি বিনা সম্ভব নয় ধরে নিয়ে তা তুচ্ছ করা সাধারণ পরিষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারির সার্কুলারে* বলা হয়:

'১৮৬৯ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে *Égalité* পত্রিকায় আমরা পড়েছি:

'কোনো সন্দেহ নেই যে সাধারণ **পরিষদ** অতি **জরুরী** ব্যাপারগুলিকে **তুচ্ছ** করছে। অনুবিধানের প্রথম ধারায় উল্লিখিত দায়িত্বগুলি আমরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি: সাধারণ পরিষদ কংগ্রেসের নির্দেশ ইত্যাদি পালন করতে বাধ্য। সাধারণ পরিষদকে আমরা এমন প্রশ্ন যথেষ্ট করতে পারি যার উত্তরগুলি রীতিমতো বিস্তৃত একটা দলিল হয়ে উঠবে। এটা আমরা পরে করব... আপাতত, ইত্যাদি।'

নিয়মাবলি অথবা অনুবিধানে এমন ধারার কথা সাধারণ পরিষদ জানে না যাতে *Égalité*-এর সঙ্গে পত্র বিনিময় করতে বা বিতর্কে নামতে কিংবা পত্রিকার 'প্রশ্নের উত্তর' দিতে সে বাধ্য হয়। সাধারণ পরিষদের কাছে রোমক সুইস শাখার প্রতিনিধি হল কেবল জেনেভায় অবস্থিত ফেডারেল কমিটি। রোমক ফেডারেল কমিটি যদি একমাত্র বৈধ পথে, অর্থাৎ নিজ সেক্রেটারি মারফৎ আমাদের কাছে চাহিদা বা অভিযোগ জানায়, তাহলে সাধারণ পরিষদ সর্বদাই তার জবাব দিতে প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু *Égalité* ও *Progrès*-এর সম্পাদকদের নিকট নিজের কাজ ছেড়ে দেবার কোনো অধিকার রোমক ফেডারেল কমিটির নেই, তার যেটা কাজ, সেটা এই পত্রিকাদ্বয় জবরদখল করবে, তা হতে দিতে সে পারে না। মোটের ওপর বললে, সাংগঠনিক প্রশ্নে জাতীয় ও স্থানীয় কমিটিগুলির সঙ্গে সাধারণ পরিষদের পত্রালাপ প্রকাশে অনিবার্যই সমিতির সাধারণ স্বার্থেরই প্রভূত ক্ষতি হবে। আসলে, আন্তর্জাতিকের অন্য পত্রিকাগুলি যদি *Progrès* ও *Égalité*-কে

---

* ক. মার্কস, 'রোমক সুইস ফেডারেল পরিষদ সমীপে — সাধারণ পরিষদ' দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

অনুকরণ করতে থাকে, তাহলে সাধারণ পরিষদ এই বিকল্পের সম্মুখীন হবে: হয় চুপ করে থেকে সমিতির চোখে নিজেকে হেয় করা, নয় প্রকাশ্যে জবাব দিয়ে নিজের দায়িত্ব খেলাপ করা। *Progrès*-এর সঙ্গে একত্রে *Égalité* প্যারিসের *Travail* (১১৪) পত্রিকাকে সাধারণ পরিষদের ওপর নিজের পক্ষ থেকেও আক্রমণ চালাবার প্রস্তাব দেয়। এটা সমাজকল্যাণ লীগ (১১৫) নয় কেন? ইতিমধ্যে এই সার্কুলারের সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই রোমক ফেডারেল কমিটি *Égalité*-এর সম্পাদকমণ্ডলী থেকে অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীদের দূর করেছে।

১৮৬৮ সালের ২২ ডিসেম্বর এবং ১৮৬৯ সালের ৯ মার্চ তারিখের সার্কুলারের মতো ১৮৭০ সালের ১ জানুয়ারির সার্কুলারকেও অনুমোদন করে আন্তর্জাতিকের সমস্ত শাখা।

বলাই বাহুল্য, অ্যালায়েন্স যেসব শর্ত গ্রহণ করেছিল তার একটাও পালিত হয় নি। তার ভুয়া শাখাগুলি সাধারণ পরিষদের কাছে গোপনই রয়ে গেছে। নিজের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে বাকুনিন ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন স্পেন ও ইতালির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রুপ এবং নেপল্‌সের শাখাকে যা তাঁর প্রভাবে আন্তর্জাতিক থেকে বেরিয়ে গেছে। অন্যান্য ইতালীয় শহরে তিনি ছোটো ছোটো গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন যা গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের নিয়ে নয়, উকিল, সাংবাদিক এবং যতরকমের বুর্জোয়া মতবাগীশদের নিয়ে। বার্সেলোনায় তাঁর প্রভাব সমর্থন করে তাঁর কিছু বন্ধুবান্ধব। ফ্রান্সের দক্ষিণে কয়েকটি শহরে অ্যালায়েন্স স্বাতন্ত্র্যবাদী শাখা গড়ার চেষ্টা করে লিয়োঁর আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-র পরিচালনায়। এঁদের সম্পর্কে আরও কথা বলা যাবে পরে। সংক্ষেপে বললে, আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে আরেকটা আন্তর্জাতিক সমিতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

নির্ধারক আঘাত — রোমক সুইস শাখার নেতৃত্ব দখলের প্রয়াস — অ্যালায়েন্স হানবে বলে স্থির করে শো-দে-ফোন-এর কংগ্রেসে, যার উদ্বোধন হয় ১৮৭০ সালের ৪ এপ্রিল।

সংগ্রাম শুরু হয় অ্যালায়েন্স প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে অংশ নেবার অধিকার নিয়ে প্রশ্নে, এ অধিকারে আপত্তি করে জেনেভা ফেডারেশন এবং শো-দে-ফোন শাখার প্রতিনিধিরা।

নিজেদের হিসাব অনুসারেই অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীরা যদিও ছিল ফেডারেশনের সভ্যসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র, তাহলেও বাসেল কলকৌশলের পুনরাবৃত্তি করে তারা এক কি দুই ভোটের একটা অলীক সংখ্যাধিক্যের ব্যবস্থা করতে পারে। তাদের নিজেদের মুখপত্রের (১৮৭০ সালের ৭ মে তারিখের *Solidarité* (১১৬) দ্রষ্টব্য) কথায় এই সংখ্যাধিক্যে ছিল কেবল **পনেরোটি** শাখার প্রতিনিধিত্ব যেখানে এক জেনেভাতেই শাখার সংখ্যা তিরিশ! ভোটাভুটির ফলে রোমক কংগ্রেস দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, এবং তারা পৃথকভাবে অধিবেশন চালাতে থাকে। অ্যালায়েন্স অনুগামীরা নিজেদেরকে গোটা ফেডারেশনের বৈধ প্রতিনিধি বলে গণ্য করে রোমক ফেডারেল কমিটির অধিষ্ঠান স্থানান্তরিত করে শো-দে-ফোন-এ এবং নেওশাতেলে নাগরিক গিলোমের সম্পাদনায় স্থাপন করে তাদের সরকারী মুখপত্র *Solidarité* । এই নবীন সাহিত্যিকটির বিশেষ কাজ হয়েছিল জেনেভার 'ফাব্রিক'-এর শ্রমিক (১১৭), এইসব জঘন্য 'বুর্জোয়াদের' নিন্দা রটনা, রোমক ফেডারেশনের মুখপত্র *Egalité* -র সঙ্গে লড়াই চালানো এবং রাজনীতি থেকে একেবারে বিরত থাকার প্রচার। এই বিষয়ে যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলির লেখক ছিলেন মার্সেইয়ে বাস্তেলিকা এবং লিয়োঁতে অ্যালায়েন্সের দুই মহাস্তম্ভ — আলবের রিশার এবং গাস্পার ব্লাঁ।

ফিরে এসে জেনেভার প্রতিনিধিরা তাঁদের শাখার সাধারণ সভা ডাকেন। বাকুনিন এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও সভা শো-দে-ফোন কংগ্রেসে প্রতিনিধিদের কার্যাবলি অনুমোদন করে। এর কিছু কাল পরে বাকুনিন এবং তাঁর সর্বাধিক সক্রিয় চেলারা রোমক ফেডারেশনের পঙক্তি থেকে বহিষ্কৃত হন।

রোমক কংগ্রেস সমাপ্ত হতে না হতে শো-দে-ফোনের নতুন কমিটি সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি পাঠায় সেক্রেটারি হিসাবে ফ. রবের এবং সভাপতি হিসাবে আঁরি শেভালে-র স্বাক্ষরে, দু'মাস পরে যাঁর বিরুদ্ধে কমিটির মুখপত্র ৯ জুলাইয়ের *Solidarité* **চৌর্যের** অভিযোগ আনে। উভয় পক্ষ থেকে দাখিল করা দলিলাদি পর্যালোচনা করে সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের ২৮ জুন জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির পূর্বতন কর্মাধিকার বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং শো-দে-ফোন স্থিত

নতুন ফেডারেল কমিটিকে অন্য কোনো একটা স্থানীয় নাম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। শো-দে-ফোনের কমিটি যা আশা করেছিল এই সিদ্ধান্তে তা ব্যর্থ হওয়ায় কমিটি সাধারণ পরিষদের **কর্তৃত্বপরায়ণতা** নিয়ে সোরগোল তোলে এবং এই কথা ভুলে যায় যে হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল তারাই প্রথম। জোর করে রোমক ফেডারেল কমিটি আখ্যা ধারণের জন্য তাদের একরোখা প্রয়াসে কমিটি সুইস ফেডারেশনকে যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনে তাতে সাধারণ পরিষদ ঐ কমিটির সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়।

এর কিছু আগে লুই বোনাপার্ট সেদানের নিকট সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন। যুদ্ধ চালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে সব দিক থেকে ধ্বনিত হয় আন্তর্জাতিকের সদস্যদের প্রতিবাদ। ৯ সেপ্টেম্বরের অভিভাষণে* সাধারণ পরিষদ প্রাশিয়ার দিগ্বিজয়ী পরিকল্পনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে জানায় প্রাশিয়ার বিজয় প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক এবং জার্মান শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে দেয় যে বিজয়ের প্রথম বলি হবে তারাই। ইংলণ্ডে **জনসভা** ডাকে সাধারণ পরিষদ, তাতে প্রত্যাঘাত হানা হয় ব্রিটিশ রাজদরবারের প্রাশিয়া-অনুরাগী প্রবণতার বিরুদ্ধে। জার্মানিতে শ্রমিকরা — আন্তর্জাতিকের সদস্যরা প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দান ও 'ফ্রান্সের জন্য সম্মানীয় শান্তির' দাবিতে শোভাযাত্রা করে...

ওদিকে, উত্তেজনাপ্রবণ গিলোমের (নেওশাতেল-এর) জঙ্গী স্বভাব তাঁকে একটা **বেনামা** ইশতাহার রচনার চিত্তচমৎকারী ভাবনায় প্রণোদিত করে, এটি তিনি সরকারী মুখপত্র *Solidarité*-তে প্রকাশ করেন ক্রোড়পত্র হিসাবে এবং তারই দেওয়া শিরনামে (১১৮); ইশতাহারে প্রুশীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সুইস স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের দাবি করা হয়; আর স্বয়ং গিলোমকে নিঃসন্দেহেই যুদ্ধ করতে বাধা দেয় তাঁর পরিহারপন্থী প্রত্যয়।

লিয়োঁতে অভ্যুত্থান দেখা দিল (১১৯)। বাকুনিন ছুটে গেলেন সেখানে, আলবের রিশার, গাস্পার ব্লাঁ ও বাস্তেলিকার সমর্থনে ২৮ সেপ্টেম্বর টাউন হলে প্রবেশ করলেন, কিন্তু চারিপাশে আরক্ষার ব্যবস্থা থেকে **বিরত রইলেন**

---

* এই খণ্ডের ২৯-৩৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

এই গণ্য করে যে ওটা হবে একটা রাজনৈতিক ক্রিয়া। জনকয়েক জাতীয় রক্ষী দ্বারা তিনি সেখান থেকে লজ্জাকররূপে বিতাড়িত হন ঠিক সেই মুহূর্তে যখন বিষম প্রসবযন্ত্রণার পর অবশেষে প্রকাশিত হয় তাঁর **রাষ্ট্র বিলোপের** ডিক্রি।

ফরাসি সদস্যরা অনুপস্থিত থাকায় সাধারণ পরিষদ ১৮৭০ সালের অক্টোবরে নাগরিক পল রবিনকে অধিগ্রহণ করে। ইনি ব্রেস্ত থেকে দেশান্তরী, অ্যালায়েন্সের সুবিদিত পক্ষপাতীদের একজন, তদুপরি *Égalité* পত্রিকায় সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে আক্রমণের লেখক। এই সময় থেকে রবিন পরিষদে অবিরাম শো-দে-ফোনের কমিটির আধাসরকারী মুখপাত্রের কাজ করে এসেছেন। ১৮৭১ সালের ১৪ মার্চ তিনি সুইস সংঘর্ষ মীমাংসার জন্য আন্তর্জাতিকের রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকার প্রস্তাব দেন। প্যারিসে বৃহৎ ঘটনাবলি পরিপক্ক হয়ে উঠছে এটা পূর্বানুমান করে সাধারণ পরিষদ তা সরাসরি অগ্রাহ্য করে। কয়েক বারই রবিন এই প্রশ্ন তুলেছেন, এমন কি সংঘর্ষ নিয়ে চূড়ান্ত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন পরিষদকে। ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে আহূত সম্মেলনে যেসব প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার কথা, তার মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত সাধারণ পরিষদ নেয় ২৫ জুলাই।

অ্যালায়েন্সের কার্যকলাপ সম্মেলনে আলোচিত হোক, মোটেই এমন বাসনা না থাকায় ১০ আগস্ট অ্যালায়েন্স ঘোষণা করে যে ওই ৬ তারিখ থেকে তা নিজেকে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর ফের তা পুনরাবির্ভূত হয়ে পরিষদের কাছে আবেদন করে যে **নিরীশ্বরবাদী-সমাজতন্ত্রীদের শাখা** নামে তাকে গ্রহণ করা হোক। সাংগঠনিক প্রশ্নে বাসেল কংগ্রেসের ৫ম সিদ্ধান্ত অনুসারে জেনেভার যে ফেডারেল কমিটি দুই বছর যাবৎ সংকীর্ণতাবাদী শাখাগুলির সঙ্গে সংগ্রামের বোঝা বইছে, তাদের মতামত না নিয়ে এ শাখা অধিভুক্তির কোনো অধিকার নেই পরিষদের। তদুপরি ব্রিটিশ খ্রীষ্টীয় শ্রমিক সমিতির (Young men's Christian Association*) নিকট পরিষদ আগেই ঘোষণা করেছে যে আন্তর্জাতিক ধর্মতাত্ত্বিক শাখা স্বীকার করে না।

* খ্রীষ্টীয় যুব সমিতি। — সম্পাঃ

৬ আগস্ট, অ্যালায়েন্স ভেঙে দেবার দিন শো-দে-ফোন স্থিত ফেডারেল কমিটি পরিষদের সঙ্গে সরকারী সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানায় নতুন করে এবং ঘোষণা করে যে ২৮ জুনের সিদ্ধান্ত তারা আগের মতোই উপেক্ষা করে যাবে এবং জেনেভার সঙ্গে সম্পর্কে নিজেদের তারা রোমক ফেডারেল কমিটি বলেই গণ্য করবে আর 'এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে সাধারণ কংগ্রেসে'। ৪ সেপ্টেম্বর ওই একই কমিটি সম্মেলনের ক্ষমতাধিকারে আপত্তি জানিয়ে প্রতিবাদ পাঠায় যদিও এ সম্মেলন ডাকার প্রশ্ন তারাই তুলেছিল প্রথম। সম্মেলন তার দিক থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারত, প্যারিস অবরোধ শুরু হবার আগে সুইস প্রশ্নের (১২০) মীমাংসার জন্য শো-দে-ফোন স্থিত কমিটি যার কাছে আবেদন জানিয়েছিল, কী ক্ষমতাধিকার আছে সেই প্যারিস ফেডারেল পরিষদের? কিন্তু সাধারণ পরিষদের ১৮৭০ সালের ২৮ জুন তারিখের সিদ্ধান্ত অনুমোদনেই সম্মেলন সীমাবদ্ধ থাকে (হেতু প্রদর্শনের জন্য জেনেভার ১৮৭১ সালের ২১ অক্টোবর তারিখের *Égalité* দ্রষ্টব্য)।

৩

সুইজারল্যান্ডে আশ্রয়প্রাপ্ত কিছু ফরাসি দেশান্তরীর উপস্থিতিতে অ্যালায়েন্স চাঙ্গা হয়ে ওঠে কিছুটা।

আন্তর্জাতিকের জেনেভাস্থ সভ্যরা দেশান্তরীদের জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। প্রথম দিন থেকেই তারা তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে এবং ভার্সাই সরকার যা দাবি করছিল সেভাবে দেশান্তরীদের সমর্পণে সুইস রাজক্ষমতার সম্মতিতে বাধা দেয় ব্যাপক আন্দোলন চালিয়ে। আর পলাতকদের সীমান্ত অতিক্রমে সাহায্য করার জন্য যারা ফ্রান্সে যাত্রা করেছিল, তাদের প্রচন্ড বিপদ মাথায় করতে হয়। জেনেভার শ্রমিকেরা কী অবাকই না হয় যখন তারা জানে যে ব. মালোঁর* মতো কিছু কিছু পান্ডা তৎক্ষণাৎ

* ব. মালোঁর যে বন্ধুরা আজ তিন মাস যাবৎ তাঁকে আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর বইটিকে (১২১) **কমিউন সম্পর্কে একমাত্র অবজেকটিভ রচনা** বলে ছক বাঁধা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসছেন, তাঁরা জানেন কি ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের প্রাক্কালে বাতিনোল মেয়রের এই সাহায্যকারীটি কী অবস্থান নিয়েছিলেন? কমিউন হতে পারে এমন সম্ভাবনা

অ্যালায়েন্সের মহাশয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তার ভূতপূর্ব সেক্রেটারি ন. জুকোভস্কির সাহায্যে রোমক ফেডারেশনের বাইরে জেনেভায় নতুন একটি 'প্রচার ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক কর্মের শাখা' স্থাপনের চেষ্টা চালায় (১২২)। তাদের নিয়মাবলির প্রথম ধারায় শাখা ঘোষণা করে যে তা

'সমিতির নিয়মাবলি ও কংগ্রেসগুলিতে যা স্বীকৃত, স্বায়ত্তাধিকার ও ফেডারেশন নীতির যুক্তিযুক্ত পরিণামস্বরূপ উদ্যোগ ও ক্রিয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিজেদের হাতে রেখে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ নিয়মাবলি গ্রহণ করছে।'

অন্য কথায়, অ্যালায়েন্সের কাজ চালিয়ে যাবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তা হাতে রাখছে।

১৮৭১ সালের ২০ অক্টোবর মালোঁ সাধারণ পরিষদে যে চিঠি পাঠান তাতে নতুন শাখাটিকে আন্তর্জাতিকে গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয় তৃতীয় বার। বাসেল কংগ্রেসের ৫ম সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিষদ জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির মতামত জানতে চায়। 'চক্রান্ত ও অনৈক্যের' এই নতুন 'উৎসভূমিকে' পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃতিদানের তীব্র প্রতিবাদ করে কমিটি। ব. মালোঁ এবং অ্যালায়েন্সের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি ন. জুকোভস্কির অভিপ্রায়কে গোটা ফেডারেশনের ওপর চাপিয়ে দিতে অনিচ্ছুক হয়ে পরিষদ সত্যই যথেষ্ট পরিমাণে 'কর্তৃত্বপরায়ণ' হয়ে পড়েছিল।

Solidarité পত্রিকা তার অস্তিত্ব বিলোপ করায় অ্যালায়েন্সের নতুন অনুরাগীরা প্রতিষ্ঠা করেন *Révolution Sociale* (১২৩), তার সর্বোচ্চ

তখনো দেখতে না পেয়ে এবং জাতীয় সভায় কী করে নির্বাচিত হওয়া যায় এই ভাবনায় ভাবিত হয়ে আন্তর্জাতিকের সদস্য হিসাবে তিনি চারটি নির্বাচনী কমিটির তালিকাভুক্ত হবার জন্য ঘোঁট পাকান। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্যারিস ফেডারেল পরিষদের অস্তিত্ব নির্লজ্জভাবে অগ্রাহ্য করেন এবং বাতিনোলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাখার দ্বারা প্রস্তুত তালিকা দেন কমিটিগুলিকে এবং তা গোটা সমিতি থেকে প্রেরিত বলে চালান। পরে, ১৯ মার্চ ইনি সরকারী দলিলে সদ্য অনুষ্ঠিত মহান বিপ্লবের নেতাদের নিন্দা রটান। এখন মজ্জায় মজ্জায় নৈরাজ্যবাদী এই ব্যক্তিটি ছাপাচ্ছেন অথবা ছাপাতে দিচ্ছেন যা এক বছর আগে তিনি বলেছিলেন চার কমিটিকে: 'আন্তর্জাতিক — সে তো আমি!' যুগপৎ ১৪শ লুই আর চকোলেট কারবারী পেরোঁকে প্যারোডি করার কায়দা দেখিয়েছেন। শেষোক্ত জন কি বলেন নি যে **কেবল** তাঁর চকোলেটই... খাদ্য!

পরিচালনায় থাকেন শ্রীমতী অন্দ্রে লেও, যিনি তার কিছু আগে শান্তি লীগের লসেন কংগ্রেসে ঘোষণা করেছিলেন:

'রাউল রিগো আর ফেররে হলেন কমিউনের দুই দুরাত্মা যাঁরা এর আগে' (জামিনদের মৃত্যুদণ্ডের আগে) 'নিরন্তর দাবি করেছেন — অবিশ্যি অসাফল্যের সঙ্গে — রক্তাক্ত ব্যবস্থা।'

প্রথম দিন থেকেই পত্রিকাটি *Figaro, Gaulois, Paris-Journal* (১২৪) ও অন্যান্য নোংরা পত্রের সঙ্গে একই মানে দাঁড়াবার জন্য তাড়াহুড়ো চালায়, সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে তাদের জঘন্য আক্রমণ পুনর্মুদ্রিত করে। খাস আন্তর্জাতিকেই জাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালাবার উপযুক্ত মুহূর্ত বলে তারা এটাকে গণ্য করল। পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে সাধারণ পরিষদ হল একটা জার্মান কমিটি, যাকে চালাচ্ছে বিসমার্কী ধাঁচের এক ব্যক্তি।*

সাধারণ পরিষদের কিছু সভ্য নিজেদের **'সর্বাগ্রে গল'** বলে বড়াই করতে পারে না, এই কথাটা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করে *Révolution Sociale* ইউরোপীয় পুলিশ কর্তৃক চালু করা দ্বিতীয় ধ্বনিটি লুফে নিয়ে পরিষদের **কর্তৃত্বপরায়ণতা** ঘোষণা করা ছাড়া উত্তম কিছু পায় নি।

এই ছেলেমানুষী ছাইপাঁশ প্রমাণিত করা হচ্ছে কী ধরনের তথ্য দিয়ে? সাধারণ পরিষদ অ্যালায়েন্সকে তার স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে দিয়েছে এবং জেনেভাস্থ ফেডারেল কমিটির সম্মতি নিয়ে তাকে পুনর্জীবিত হতে দেয় নি। তদুপরি তা শো-দে-ফোনের কমিটিকে এমন নাম গ্রহণ করতে বলেছে যাতে রোমক সুইজারল্যান্ডে আন্তর্জাতিকের অত্যধিকাংশ সদস্যদের সঙ্গে শান্তিতে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে।

এইসব 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কাজকর্ম ছাড়াও বাসেল কংগ্রেস সাধারণ পরিষদকে যথেষ্ট ব্যাপক যেসব অধিকার দিয়েছে তা ১৮৬৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭১ সালের অক্টোবর অবধি পরিষদ কিভাবে ব্যবহার করেছে?

---

* এ পরিষদের জাতীয় সংবিন্যাস এই: ২০ জন ইংরেজ, ১৫ জন ফরাসি, ৭ জন জার্মান (তাঁদের ভেতরে ৫ জন আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা), ২ জন সুইস, ২ জন হাঙ্গেরীয়, ১ জন পোলিশ, ১ জন বেলজিয়ান, ১ জন আইরিশ, ১ জন ডাচ এবং ১ জন ইতালিয়ান।

১) ১৮৭০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি প্যারিসের 'দৃষ্টবাদী (পজিটিভিস্ট — অনু.) প্রলেতারীয় সমাজ' অন্তর্ভুক্তির আবেদন জানায় সাধারণ পরিষদের কাছে। পরিষদ জবাব দেয় যে সমাজের বিশেষ নিয়মাবলিতে নিবদ্ধ দৃষ্টবাদী নীতিগুলি, অংশত যা পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কিত, তা সাধারণ নিয়মাবলির মুখবন্ধ অংশের সুস্পষ্ট বিরোধী, সুতরাং এই নীতিগুলি বর্জন করে 'দৃষ্টবাদী' হিসাবে নয়, 'প্রলেতারীয়' হিসাবে আন্তর্জাতিকে যোগ দেওয়া আবশ্যক, সেক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ নীতিগুলির সঙ্গে নিজেদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অবাধে মিলিয়ে নেবার অধিকার তাদের থাকবে। এই সিদ্ধান্তের সঠিকতা মেনে নিয়ে শাখাটি আন্তর্জাতিকে যোগ দেয়।

২) লিয়োঁতে ১৮৬৫ সালের শাখার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে সদ্যগঠিত শাখার যাতে সৎ শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিলেন অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধি আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ। অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য, সুইজারল্যাণ্ডে গঠন করা একটি সালিশ আদালতের সিদ্ধান্ত মানা হয় না। ১৮৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন শাখাটি সাধারণ পরিষদের কাছে যে বাসেল কংগ্রেসের ৭ম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ সংঘর্ষের মীমাংসা দাবি করে শুধু তাই নয়। একটি তৈরি সিদ্ধান্তও পাঠিয়ে দেয় যাতে ১৮৬৫ সালের শাখাটির সভ্যদের ধিক্কার দিয়ে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব থাকে। সাধারণ পরিষদকে এই সিদ্ধান্তে সই দিয়ে **পাল্টা ডাকে** ফেরত পাঠাতে বলা হয়। পরিষদ অশ্রুতপূর্ব নিদর্শনের এই কাজটি নিন্দা করে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পেশ করতে বলে। একই রকম দাবির জবাবে ১৮৬৫ সালের শাখা জানায় যে আলবের রিশারের বিরুদ্ধে অভিযোগের যেসব দলিল সালিশ আদালতে পেশ করা হয়েছিল তা বাকুনিনের দখলে আছে এবং তিনি তা ফেরত দিতে অস্বীকার করছেন; এই কারণে সাধারণ পরিষদের ইচ্ছা তাঁরা পুরোপুরি মেটাতে পারছেন না। এই প্রশ্নে পরিষদ ৮ মার্চ যে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে কোনো পক্ষই কোনোরূপ আপত্তি জানায় নি।

৩) লণ্ডনস্থ ফরাসি শাখা তার পঙক্তিতে যেসব লোকজন নেয় তারা সন্দেহভাজনেরও এক কাঠি বাড়া, ক্রমশ এটি পরিণত হয় একধরনের শেয়ার কোম্পানিতে, যাতে নিরঙ্কুশ কর্তাত্ব করেন শ্রীযুক্ত ফেলিক্স পিয়া। এটিকে তিনি ব্যবহার করেন ল. বোনাপার্ট ইত্যাদিকে হত্যার দাবিতে আমাদের

খেলো করার মতো বিক্ষোভাদি সংগঠিত করা ও আন্তর্জাতিকের নামে ফ্রান্সে নিজের বিদ্ঘুটে ইশতাহার প্রচারের জন্য। শ্রীযুক্ত পিয়া আন্তর্জাতিকের সভ্য নন এবং তাঁর আচরণ ও ধৃষ্টতার জন্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বহন করতে পারে না এই মর্মে সমিতির সংস্থাদির নিকট বিবৃতিতে সাধারণ পরিষদ সীমাবদ্ধ থাকে। তখন ফরাসি শাখা ঘোষণা করে যে তা সাধারণ পরিষদ বা কংগ্রেস, কাউকেও স্বীকার করে না; লন্ডনে দেয়ালে দেয়ালে তারা পোস্টার আঁটে যে তারা ছাড়া গোটা আন্তর্জাতিক বিপ্লববিরোধী। তারা ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছে, যে ষড়যন্ত্র আসলে পুলিশের সাজানো, কিন্তু পিয়াপন্থীদের ইশতাহার যাতে একটা সত্যের আভাষ জুগিয়েছিল, এই অজুহাতে গণভোটের (১২৫) প্রাক্কালে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের গ্রেপ্তারের ফলে সাধারণ পরিষদ ***Marseillaise*** ও *Réveil* পত্রিকায় তাদের ১৮৭০ সালের ১০ মে তারিখের সিদ্ধান্ত প্রকাশে বাধ্য হয়, তাতে ঘোষণা করা হয় যে তথাকথিত ফরাসি শাখাটি আজ দু'বছরের বেশি দিন যাবৎ আর আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর তার কান্ডগুলি পুলিশের দালালদের কাজ। এই পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হয় ঐ পত্রিকাদুটিতেই প্যারিস ফেডারেল পরিষদের বিবৃতি এবং মামলা চলাকালে আন্তর্জাতিকের প্যারিস সভ্যদের বিবৃতিতে; দুটি বিবৃতিতেই উল্লেখ করা হয়েছে পরিষদের সিদ্ধান্তের। যুদ্ধের শুরুতে ফরাসি শাখাটি ভেঙে যায়, কিন্তু সুইজারল্যান্ডে অ্যালায়েন্সের মতোই তা নতুন সহযোগী ও নতুন নাম নিয়ে ফের উদিত হয় লন্ডনে।

সম্মেলনের শেষ দিনগুলোয় লন্ডনে কমিউনের দেশান্তরীদের নিয়ে গঠিত হয় কোন এক ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা, তাতে সভ্য ছিল প্রায় ৩৫ জন। সাধারণ পরিষদের প্রথম 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কাজ হয়েছিল ফরাসি পুলিশের চর বলে প্রকাশ্যে এ শাখার সেক্রেটারি গুস্তাভ দুরাঁর স্বরূপ মোচন। আমাদের হাতে যেসব দলিল আছে তা থেকে দেখা যাবে যে পুলিশের অভিসন্ধি ছিল প্রথমে সম্মেলনে দুরাঁর উপস্থিতি হাসিল করা, পরে তাঁকে সাধারণ পরিষদে পাঠানো। 'নিজেদের শাখার পক্ষ থেকে ছাড়া সাধারণ পরিষদে কোনো পদ গ্রহণ না করার' জন্য নতুন শাখার নিয়মাবলিতে

সভ্যদের প্রতি নির্দেশ থাকায় নাগরিক তেইস ও বাস্তেলিকা পরিষদ থেকে বেরিয়ে যান।

১৭ অক্টোবর শাখাটি বাধ্যতামূলক ম্যান্ডেট দিয়ে তার দুই সভ্যকে পরিষদের নিকট পাঠায়; তাঁদের একজন আর কেউ নন, গোলন্দাজ কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীযুক্ত শোতার। ১৮৭১ সালের শাখার নিয়মাবলি বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ তাঁদের নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।* এই নিয়মাবলি থেকে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তার কয়েকটি পয়েন্ট স্মরণ করিয়ে দিলেই হবে।

২ ধারায় বলা হয়েছে:

'শাখার সদস্য হিসাবে গৃহীত হতে হলে নিজের জীবনধারণের উপায়াদির প্রমাণ, নৈতিকতার গ্যারাণ্টি ইত্যাদি দাখিল করতে হবে।'

১৮৭১ সালের ১৭ অক্টোবরের সিদ্ধান্তে পরিষদ **'নিজের জীবনধারণের উপায়াদির প্রমাণ দাখিলের'** কথাটা বাদ দেবার প্রস্তাব করে।

পরিষদ ঘোষণা করে, 'সন্দেহজনক ক্ষেত্রে 'নৈতিকতার গ্যারাণ্টির' মতো বিষয়ে শাখা জীবনধারণের উপায় নিয়ে প্রত্যয়পত্রের ব্যবস্থা করতে পারে, যদিও অন্য একসারি ক্ষেত্রে, যেমন কথাটা যখন হয় দেশান্তরী, ধর্মঘটী শ্রমিক ইত্যাদিকে নিয়ে,—তখন জীবনধারণের উপায়ের অভাব পুরোপুরি নৈতিকতার গ্যারাণ্টি হিসাবে কাজ করতে পারে। কিন্তু আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তির সাধারণ শর্ত হিসাবে প্রার্থীদের কাছে জীবনধারণের উপায়ের প্রমাণ দাবি করা হবে সাধারণ নিয়মাবলির বাক্য ও মর্মের বিরোধী এক বুর্জোয়া অভিনবত্ব।' শাখা জবাব দেয়:

'সাধারণ নিয়মাবলি শাখার সভ্যদের নৈতিকতার জন্য দায়িত্ব চাপিয়েছে শাখার ওপর, সুতরাং **যা তা প্রয়োজনীয় বলে মনে করে** তেমন গ্যারাণ্টি দাবি করার অধিকারও মেনে নিচ্ছে।'

---

* কিছু কাল পরে এই শোতার যাঁকে সাধারণ পরিষদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল তিনি তিয়েরের পুলিশী গুপ্তচর বলে নিজ শাখা থেকে বিতাড়িত হন। যেসব লোক তাঁকে সাধারণ পরিষদে তাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে গণ্য করেছিলেন তাঁরাই তাঁর মুখোশ খুলে ফেলেন।

এতে সাধারণ পরিষদ আপত্তি জানায় ৭ নভেম্বর:

'এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে teetotalers (মাদক বর্জন সমিতির সভ্যরা) প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিকের শাখা তাদের স্থানীয় নিয়মাবলিতে এই ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে: 'শাখার সদস্য হিসাবে গৃহীত হতে হলে সর্বপ্রকার মদিরাজাতীয় পানীয়ে বিরত থাকার শপথ নিতে হবে।' এককথায়, শাখাগুলি তাদের স্থানীয় নিয়মাবলিতে অতি বিদ্ঘুটে ও অতি রকমারি শর্ত দিয়ে আন্তর্জাতিকে অন্তর্ভুক্তি সংকুচিত করবে এই অজুহাতে যে এই উপায়েই তারা নিজেদের সভ্যদের নৈতিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে... ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা যোগ করেছে: 'ধর্মঘটীদের জীবনধারণের উপায়াদির উৎস হল ধর্মঘট তহবিল।' এতে সর্বাগ্রে এই আপত্তি করা যায় যে ধর্মঘট তহবিল প্রায়ই হয়ে থাকে অলীক... তদুপরি সরকারী ব্রিটিশ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অধিকাংশ ব্রিটিশ শ্রমিক... হয় ধর্মঘট ও বেকারির দরুন, নয় অপ্রতুল বেতন ও পরিশোধের মেয়াদ শেষ হওয়া এবং আরও অন্য বহু কারণে বাধ্য হয় ক্রমাগত বন্ধকী দোকান ও দেনার আশ্রয় নিতে। এটা জীবনধারণের এমন একটা উপায়, নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবনে অনুমোদনীয় হস্তক্ষেপ ছাড়া যার প্রমাণ দাবি করা চলে না। তাই দু'য়ের একটা: হয় জীবনধারণের উপায়ের প্রমাণ পেতে গিয়ে শাখা কেবল নৈতিকতার গ্যারাণ্টি চাইছে, কিন্তু সে লক্ষ্য তো সাধিত হচ্ছে সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবেই... নয় শাখা তার নিয়মাবলির ২ ধারায় নৈতিকতার গ্যারাণ্টি ছাড়াও অন্তর্ভুক্তির শর্ত হিসাবে জীবনধারণের উপায় সম্পর্কে প্রমাণ দাখিলের কথা বলেছে ইচ্ছাপূর্বক... সেক্ষেত্রে পরিষদ জোর দিয়ে বলছে যে এটা সাধারণ নিয়মাবলির বিরোধী একটা বুর্জোয়া অভিনবত্ব।'*

তাদের নিয়মাবলির ১১ ধারায় বলা হয়েছে:

'এক বা কতিপয় প্রতিনিধি পাঠানো হবে সাধারণ পরিষদে।'

পরিষদ এই ধারাটিকে নাকচ করার দাবি করে, 'কেননা শাখার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার আন্তর্জাতিকের সাধারণ

---

* ক. মার্কস। '১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের খসড়া সিদ্ধান্ত।' — সম্পাঃ

নিয়মাবলি স্বীকার করে না।' তা আরও যোগ করে: 'সাধারণ পরিষদে সদস্য নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি সাধারণ নিয়মাবলি স্বীকার করে: হয় তাদের নির্বাচন করে কংগ্রেস, নয় সাধারণ পরিষদ তাদের অধিগ্রহণ করে...'

অবশ্য লণ্ডনে বিদ্যমান বিভিন্ন শাখাকে একসময় সাধারণ পরিষদে তাদের প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সাধারণ নিয়মাবলি যাতে লঙ্ঘিত না হয়, তার জন্য পরিষদ সর্বদা নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করেছে: প্রতিটি শাখা থেকে প্রতিনিধিদের প্রাথমিক সংখ্যা ধার্য করে, তাদের ওপর ন্যস্ত সাধারণ পরিচালনার ভার তারা পূরণ করতে সক্ষম কিনা, তার ওপর নির্ভর করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা বা না করার অধিকার পরিষদ নিজের হাতে রাখে। এই প্রতিনিধিরা সাধারণ পরিষদের সদস্য হত নিজ নিজ শাখা তাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে ব'লে নয়, সাধারণ নিয়মাবলি নতুন সভ্য অধিগ্রহণের যে অধিকার দিয়েছে সাধারণ পরিষদকে তারই বলে। শেষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত লণ্ডন পরিষদ আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদ এবং ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় পরিষদ, উভয়ভাবেই কাজ করত, কেননা নিজে যে সভ্যদের তা সরাসরি অধিগ্রহণ করেছে তাদের ছাড়াও প্রথমে সংশ্লিষ্ট শাখা যে সদস্যের প্রার্থিত্ব পেশ করেছে তাদেরও গ্রহণ করা সমুচিত হবে বলে গণ্য করেছিল। সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের বিধিকে প্যারিস ফেডারেল পরিষদের নির্বাচনের সঙ্গে এক করে দেখলে বিষম ভুল হবে, এটি এমন কি জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত জাতীয় পরিষদও নয়, যেমন ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাসেল্স্ বা মাদ্রিদ ফেডারেল পরিষদ। প্যারিস ফেডারেল পরিষদ গঠিত হয় স্রেফ প্যারিস শাখার প্রতিনিধিদের নিয়ে... সাধারণ পরিষদের নির্বাচন বিধি সাধারণ নিয়মাবলি দ্বারা নির্ধারিত, তার সদস্যদের জন্য সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধান ছাড়া অন্য কোনো বাধ্যতামূলক ম্যাণ্ডেট নেই... যদি পূর্বোক্ত ধারাটিতে মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে ১১ ধারাটির অর্থ হচ্ছে সাধারণ পরিষদের সংবিন্যাস পুরোপুরি বদলানো এবং সাধারণ নিয়মাবলির ৩ ধারা অগ্রাহ্য করে তাকে লণ্ডন শাখাগুলির প্রতিনিধিদের সমাবেশে পরিণত করা, যেখানে সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রভাবের জায়গায় আসবে স্থানীয় গ্রুপগুলির প্রভাব। শেষত, সাধারণ পরিষদ, যার প্রথম কর্তব্য হল

কংগ্রেসগুলির নির্দেশ পালন করা (জেনেভা কংগ্রেসে গৃহীত সাংগঠনিক অনুবিধানের ১ ধারা দ্রষ্টব্য), তা ঘোষণা করে যে 'সাধারণ পরিষদের সংবিন্যাস সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মাবলির ধারাগুলির আমূল পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখা যে মত প্রকাশ করেছে তার সঙ্গে পরিষদে আলোচ্য প্রশ্নের কোনো সম্পর্ক নেই।'

তবে পরিষদ ঘোষণা করে যে লণ্ডনস্থ অন্যান্য শাখার প্রতিনিধিদের বেলায় যা সেই শর্তে পরিষদ দুজন প্রতিনিধি পরিষদে গ্রহণ করবে।

এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮৭১ সালের শাখা ১৪ ডিসেম্বর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, তাতে শাখার সমস্ত সদস্য সই দেয়, নতুন সেক্রেটারিও, যিনি অচিরেই দেশান্তরীদের মধ্য থেকে বিতাড়িত হন নচ্ছার প্রতিপন্ন হয়ে। এই বিবৃতিতে বিধান প্রণয়িনী অধিকার আত্মসাৎ করতে অস্বীকৃত সাধারণ পরিষদকে 'সামাজিক ধ্যানধারণার ঘোরতম বিকৃতিতে' দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

এই দলিল সংরচনে যে সাধুতা প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি।

যুদ্ধের সময় জার্মান শ্রমিকদের আচরণকে অনুমোদন করে লণ্ডন সম্মেলন (১২৬)। খুবই পরিষ্কার যে সুইস প্রতিনিধি* কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং বেলজিয়ান প্রতিনিধি কর্তৃক সমর্থিত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই সিদ্ধান্তে শুধু আন্তর্জাতিকের জার্মান সদস্যদের কথাই ধরা হয়েছে, যারা যুদ্ধের সময় শোভিনিজম-বিরোধী আচরণের মূল্য দেয় কারাদণ্ডে এবং এখনো পর্যন্ত জেলেই আছে। শুধু তাই নয়, যত রকম অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা নিবারণার্থে ফ্রান্সের জন্য সাধারণ পরিষদের সেক্রেটারি** *Qui Vive!* (১২৭), *Constitution, Radical, Emancipation, Europe*-এ প্রকাশিত চিঠিতে তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তের সত্যকার অর্থ ব্যাখ্যা করেন। তাসত্ত্বেও এক সপ্তাহ পরে ১৮৭১ সালের ২০ নভেম্বর ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার পনেরো জন সভ্য *Qui Vive!*-এ জার্মান শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ অপমানকর 'প্রতিবাদ' ছাপান এবং সাধারণ পরিষদে যে 'নিখিল-জার্মান

* ন. উতিন। — সম্পাঃ

** অ. সেরাইয়ে। — সম্পাঃ

ভাবধারার' প্রাধান্য রয়েছে, সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে তার তর্কাতীত সাক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনাটিকে জার্মানির সমগ্র সামন্ততান্ত্রিক, উদারনৈতিক ও পুলিশী সংবাদপত্র সাগ্রহে লুফে নেয় জার্মান শ্রমিকদের কাছে তাদের আন্তর্জাতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার নিষ্ফলতা প্রমাণের জন্য। শেষ পর্যন্ত ১৮৭১ সালের গোটা শাখা তাদের ১৪ ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ২০ নভেম্বরের প্রতিবাদ অন্তর্ভুক্ত করে তা সমগ্রভাবে সমর্থন করে।

'কর্তৃত্বপরায়ণতার অবনত সমতল বেয়ে সাধারণ পরিষদ নেমে যাচ্ছে'— এই কথা প্রমাণের জন্য বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে '**নিজেরাই সংশোধন করে** সাধারণ নিয়মাবলির **সরকারী** সংস্করণ প্রকাশ করেছে **সাধারণ পরিষদ**।'

নিয়মাবলির নতুন সংস্করণে দৃষ্টিপাত করলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে যে প্রতিটি ধারা সম্পর্কে পরিশিষ্টে তাদের উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তার প্রামাণিকতা নিষ্পন্ন হয়! আর '**সরকারী** সংস্করণ' কথাটা যদি ধরি, তাহলে আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসই স্থির করেছিল যে 'সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের **সরকারী ও বাধ্যতামূলক** পাঠ প্রকাশ করবে সাধারণ পরিষদ' ('জেনেভায় ১৮৬৬ সালের ৩ থেকে ৮ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কার্যকরী কংগ্রেস, পৃঃ ২৭, টীকা' দ্রষ্টব্য)।

বলাই বাহুল্য যে ১৮৭১ সালের শাখাটি জেনেভা ও নেওশাতেলের বিভেদপন্থীদের সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রাখছিল। শাখার জনৈক শালেঁ সাধারণ পরিষদের সঙ্গে সংগ্রামে যে উদ্যম দেখিয়েছেন তা কদাচ দেখান নি কমিউনের রক্ষায়, ব. মালোঁ তাঁকে একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেন, যদিও তার কিছু আগেই তিনি পরিষদের একজন সদস্যের কাছে চিঠিতে তাঁর বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ এনেছিলেন। ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখাটি তাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে না করতেই গৃহযুদ্ধ বেধে গেল তাদের পঙ্‌ক্তিতে। সর্বপ্রথম তাদের দল থেকে বেরিয়ে যান তেইস, আরিয়াল ও কামেলিনা। এর পর শাখা ভেঙে যায় কতকগুলি ছোটো ছোটো গ্রুপে, তার একটায় নেতৃত্ব করেন শ্রীযুক্ত পিয়ের বেজিনিয়ে, ভার্লেন এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার জন্য যাঁকে বিতাড়িত করা হয় সাধারণ পরিষদ থেকে

এবং পরে ১৮৬৮ সালের ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেসে নির্বাচিত বেলজিয়ান কমিশন যাঁকে বিতাড়িত করে আন্তর্জাতিক থেকে। আরেকটি গ্রুপ গঠন করেন এ. লাঁদেক, যিনি পুলিশ প্রিফেক্ট পিয়েত্রির ৪ সেপ্টেম্বর অপ্রত্যাশিত পলায়নের কল্যাণে মুক্তি পান তাঁর দায়িত্ব থেকে, যথা —

'মা সাধুতার সঙ্গে পালনীয়, যথা ফ্রান্সে রাজনীতি ও আন্তর্জাতিকের কাজকর্মে আর লিপ্ত না থাকা' ('প্যারিসে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির তৃতীয় মামলা', ১৮৭০, পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য)।

অন্যদিকে, লন্ডনস্থ ফরাসি দেশান্তরীদের মূল অংশটা যে শাখা গঠন করে তা সাধারণ পরিষদের সঙ্গে পুরোপুরি সম্মতি সহকারে কাজ চালায়।

৪

অ্যালায়েন্সের মহাশয়েরা নেওশাতেলের ফেডারেল কমিটির পেছনে লুকিয়ে আরও ব্যাপক আকারে আন্তর্জাতিককে বিসংগঠিত করার নতুন প্রচেষ্টার ইচ্ছা নিয়ে ১৮৭১ সালের ১২ নভেম্বর সনভিলে নিজেদের শাখাগুলির একটি কংগ্রেস ডাকে। — 'জেনেভার গুন্ডাদের ক্ষেত্রে' তাদের সঠিকতা স্বীকার করতে সাধারণ পরিষদ রাজী না হলে সেই জুলাই মাসেই গিলোম তাঁর বন্ধুবর রবিনের নিকট পত্রে অনুরূপ অভিযানের হুমকি দিয়েছিলেন সাধারণ পরিষদকে।

সনভিলের কংগ্রেস হয় ষোলো জন প্রতিনিধি নিয়ে, তারা নয়টি শাখার প্রতিনিধিত্ব দাবি করে, জেনেভাস্থ 'প্রচার ও বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক কর্মের' নতুন শাখাটি তার অন্যতম।

রোমক ফেডারেশন তুলে দেওয়া হল এই ঘোষণা করে এক নৈরাজ্যবাদী ডিক্রি দিয়ে এই ষোলো জন শুরু করে। সমস্ত শাখা থেকে তাড়াতাড়ি অ্যালায়েন্সপন্থীদের বিতাড়িত করে ফেডারেশন তাদের **স্বায়ত্তাধিকার ফিরিয়ে** দেয়। তবে পরিষদ মানতে বাধ্য যে ইউর ফেডারেশন বলে লন্ডন কংগ্রেস তাদের যে নামকরণ করেছিল সেটা গ্রহণ করে তারা সুবুদ্ধির ঝলক দেয়।

এর পর ষোলো জনের কংগ্রেস শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির

সমস্ত ফেডারেশনের নিকট সম্মেলন ও সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে সার্কুলার পাঠিয়ে 'আন্তর্জাতিকের পুনঃসংগঠনে' নামে।

সার্কুলারের রচয়িতারা সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে এই অভিযোগ আনে যে ১৮৭১ সালে তারা কংগ্রেসের বদলে সম্মেলন ডেকেছে। আগে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে যে এই অভিযোগ সরাসরি সমগ্র আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধেই, যা সর্বসম্মতিক্রমে সম্মেলন ডাকার পক্ষে ছিল এবং প্রসঙ্গত তাতে নাগরিক রবিন ও বাস্তেলিকা মারফৎ অ্যালায়েন্সের প্রতিনিধিত্ব ছিল উপযুক্ত রকমেই।

প্রতিটি কংগ্রেসেই সাধারণ পরিষদের নিজস্ব প্রতিনিধি থেকেছে; যেমন বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ছয়। অথচ ষোলো জন জোর দিয়ে বলছেন যে

'নির্ধারক ভোটের অধিকার সহ সাধারণ পরিষদের ছয়জন প্রতিনিধি থাকার দৌলতে সম্মেলনের অধিকাংশকে আগেই হাত-সাফাই করে রাখা হয়েছিল।'

আসলে সাধারণ পরিষদের যে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তার ভেতর ফরাসি দেশান্তরীরা ছিলেন প্যারিস কমিউনের প্রতিনিধি, আর ব্রিটিশ ও সুইস সদস্যরা অধিবেশনে অংশ নিতে পেরেছিলেন কেবল বিরল ক্ষেত্রেই, সেটা প্রটোকোল থেকে দেখা যাবে, যা পেশ করা হবে পরবর্তী কংগ্রেসে। পরিষদের একজন প্রতিনিধি ম্যাণ্ডেট পেয়েছিলেন জাতীয় ফেডারেশনের কাছ থেকে। সম্মেলন সমীপে পত্র থেকে দেখা যাবে যে পরিষদের অন্য সদস্যকে ম্যাণ্ডেট পাঠানো হয় নি কারণ পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।* বাকি থাকছে কেবল একজন প্রতিনিধি। অতএব কেবল এক বেলজিয়মের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল পরিষদের প্রতিনিধির অনুপাতে ৬:১।

গ্যুস্তাভ দ্যুরাঁকে সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি, তাঁর মারফৎ আন্তর্জাতিক পুলিশ তিক্ত নালিশ করেছে যে 'গোপন' সম্মেলন আহ্বান হল সাধারণ নিয়মাবলির লঙ্ঘন। এ পুলিশ আমাদের সাধারণ অনুবিধানের সঙ্গে

* কথা হচ্ছে মার্কসকে নিয়ে। — সম্পাঃ

যথেষ্ট পরিচিত নয় এবং জানে না যে সংগঠনের প্রশ্নে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় **অবশ্য-অবশ্যই রুদ্ধদ্বার।**

তাসত্ত্বেও তার নালিশ সহানুভূতিসূচক সাড়া পেয়েছে সনভিলের ষোলো জনের কাছে, যাঁরা চিৎকার জুড়েছেন:

'এবং সমাপ্তিতে সম্মেলন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবিষ্যৎ কংগ্রেস অথবা **তার স্থান যা নেবে সে সম্মেলনের** স্থান ও কাল ধার্য করবে সাধারণ পরিষদ নিজে; এইভাবে সাধারণ কংগ্রেস, আন্তর্জাতিকের মহান প্রকাশ্য অধিবেশনগুলির বিলুপ্তির বিপদের সম্মুখীন হয়েছি আমরা।'

ষোলো জন বুঝতে চান নি যে এই সিদ্ধান্ত মারফৎ সমস্ত দমননীতি সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সমস্ত সরকারের সামনে কোনো না কোনো উপায়ে নিজেদের সাধারণ সভা চালাবার অটল সংকল্পই কেবল সমর্থন করেছে।

১৮৭১ সালের ২ ডিসেম্বর জেনেভা শাখার যে সাধারণ সভায় নাগরিক মালোঁ ও লেফ্রাঁসের অনাদর ঘটে, সেখানে তাঁরা সনভিলে গৃহীত ষোলো জনের সিদ্ধান্তকে অনুমোদনের প্রস্তাব আনেন এবং সাধারণ পরিষদকে নিন্দা ও সম্মেলনকে অস্বীকার করার কথা বলেন। — সম্মেলন স্থির করেছিল যে 'সম্মেলনের যে সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিতব্য নয় তা **বিভিন্ন দেশের ফেডারেল পরিষদগুলিকে** জানানো **হবে সাধারণ পরিষদের** করেসপণ্ডিং সেক্রেটারিদের **মারফৎ।'**

সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ এই সিদ্ধান্তের ওপর ব. মালোঁ ও তাঁর বন্ধুরা জালিয়াতি করেছেন এইভাবে:

'সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলির **একাংশ** জানানো **হবে কেবল** ফেডারেল পরিষদ ও করেসপণ্ডিং সেক্রেটারিদের।'

তাছাড়া আন্তর্জাতিক যেসব দেশে নিষিদ্ধ সেখানে তার পুনর্গঠনই যেসকল সিদ্ধান্তের একমাত্র লক্ষ্য **'তা প্রকাশ করে'** পুলিশের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁরা সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে **'অকপটতার নীতি লঙ্ঘনের'** অভিযোগ এনেছেন।

পরে নাগরিক মালোঁ ও লেফ্রাঁসে নালিশ করেছেন যে,

'শাখা ও ফেডারেশনগুলির যেসব মুদ্রিত মুখপত্রে সমিতি অবলম্বিত নীতি, অথবা শাখা ও ফেডারেশনগুলির পারস্পরিক স্বার্থ কিংবা শেষত, সমগ্রভাবে সমিতির স্বার্থ নিয়ে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাদের স্বরূপ মোচন ও অস্বীকার করার অধিকার সাধারণ পরিষদকে দিয়ে... সম্মেলন চিন্তা ও তা প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে (২১ অক্টোবরের *Égalité* দ্রষ্টব্য)।'

২১ অক্টোবরের *Égalité* পত্রিকায় কী প্রকাশিত হয়েছে? সম্মেলনের সেই সিদ্ধান্ত যাতে 'সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে *Progrès* ও *Solidarité* -র দৃষ্টান্ত অনুসরণে যেসব পত্রিকা নিজেদের আন্তর্জাতিকের মুখপত্র বলে অভিহিত করে তাদের পাতায় একান্তস্বরূপে যা স্থানীয় ও ফেডারেল কমিটি এবং সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অথবা সাংগঠনিক প্রশ্নে ফেডারেল কিংবা সাধারণ কংগ্রেসের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনে বিচার্য তা বুর্জোয়া জনসমাজের সমক্ষে আলোচনা করবে, ভবিষ্যতেও তাদের স্বরূপ মোচন ও অস্বীকার করতে সাধারণ পরিষদ বাধ্য।'

মালোঁর অম্ল-মধুর বিলাপের যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে মনে রাখা দরকার যে এই সিদ্ধান্তটিতে নিজেদের আন্তর্জাতিকের দায়িত্বশীল কমিটির স্থলাভিষিক্ত করতে এবং বুর্জোয়া জগতে ছন্নছাড়া সাংবাদিকতা যে ভূমিকা নেয় আন্তর্জাতিকের ভেতর সে ভূমিকা পালন করতে সতৃষ্ণ কিছু সাংবাদিকের প্রয়াস বরাবরের মতো খতম করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এই ধরনের প্রয়াসের দরুনই রোমক ফেডারেশনের সরকারী মুখপত্র *Égalité* জেনেভার ফেডারেল কমিটির চোখের সামনেই **অ্যালায়েন্সের** সভ্যদের দ্বারা সম্পাদিত হতে থাকে ফেডারেশনের প্রতি একেবারে শত্রুতামূলক প্রেরণায়।

তবে লন্ডন সম্মেলন ছাড়াই সাংবাদিকদের অনাচারের 'স্বরূপ মোচন ও অস্বীকার করতে' পারত সাধারণ পরিষদ, কেননা বাসেল কংগ্রেস নির্দেশ দিয়েছে (দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত) যে:

'সমিতির ওপর আক্রমণ আছে এমন সমস্ত প্রকাশন শাখাগুলিকে পাঠাতে হবে সাধারণ পরিষদের নিকট।'

১৮৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর রোমক ফেডারেল কমিটি তার বিবৃতিতে (২৪ ডিসেম্বর তারিখে *Égalité*) বলেছে: 'স্পষ্টই বোঝা যায় যে সমিতির ওপর আক্রমণাত্মক প্রকাশনগুলি সাধারণ পরিষদ তার মহাফেজখানায় জমা রাখার জন্য নয়, তার জবাব দেবার

জন্য এবং প্রয়োজন হলে কুৎসা ও বিদ্বেষপরায়ণ আক্রমণের সর্বনাশা ক্রিয়া বিলুপ্ত করার জন্য এই ধারাটি গৃহীত হয়েছে। এটাও স্পষ্টই বোঝা যায় সাধারণভাবে এই ধারাটি সমস্ত প্রকাশন সম্পর্কেই প্রযোজ্য আর আমরা যদি বুর্জোয়া পত্রিকার আক্রমণে নিরুত্তর না থাকতে চাই, তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিত্ব মারফৎ, সাধারণ পরিষদ মারফৎ যেসব প্রকাশন আমাদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ঢেকে রাখে সমিতির নামের আড়ালে তাদের অস্বীকার করতে আমরা আরও বেশি বাধ্য।'

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করা যাক যে পুঁজিবাদী সংবাদপত্রের মহাসুর *Times*, লিয়োঁ থেকে প্রকাশিত উদারনৈতিক বুর্জোয়ার পত্রিকা *Progrès*, অতিপ্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র *Journal de Genève* (১২৮) নাগরিক মালোঁ আর লেফ্রাঁসের একই তিরস্কারে ও প্রায় একই ভাষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে সম্মেলনের ওপর।

প্রথমে সম্মেলন আহ্বানের বিরোধিতা, পরে তার সংবিন্যাস এবং যেন বা গোপন চরিত্রের বিরোধিতা করে ষোলো জনের সার্কুলার তারপর তার সিদ্ধান্তগুলিকেই আক্রমণ করেছে।

'আন্তর্জাতিকে গ্রহণ করা বা না করা এবং সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিকের শাখাকে বাতিল করার অধিকার সাধারণ পরিষদকে দিয়ে'

বাসেল কংগ্রেস তার অধিকার পরিত্যাগ করেছে সর্বাগ্রে এই কথা বলে সার্কুলার পরে সম্মেলনের ওপর এই অপরাধ চাপিয়েছে:

'এই সম্মেলন... এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে... যার প্রবণতা হল আন্তর্জাতিককে, স্বায়ত্তাধিকার সম্পন্ন শাখাগুলির স্বাধীন ফেডারেশনকে পরিণত করা নিয়ন্ত্রিত শাখাগুলির এক সোপানতান্ত্রিক ও কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠনে, এ শাখাগুলিকে পুরোপুরি সাধারণ পরিষদের অধীনস্থ করা, যা নিজের অভিমত অনুসারে শাখাগুলিকে গ্রহণ করতে বা তাদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দিতে পারে!!'

পরে সার্কুলার বাসেল কংগ্রেসের প্রসঙ্গে ফিরেছে যা নাকি 'সাধারণ পরিষদের কর্মাধিকারকে বিকৃত করেছে।'

ষোলো জনের সার্কুলারের এই সমস্ত স্ববিরোধ পর্যবসিত হয়েছে নিম্নোক্তিতে: ১৮৭১ সালের সম্মেলন ১৮৬৯ সালের বাসেল কংগ্রেস সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী এবং সাধারণ পরিষদের অপরাধ এই যে কংগ্রেসগুলির

নির্দেশ পালনের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে যে নিয়মাবলিতে তা সে মেনে চলেছে।

আসলে সম্মেলনের ওপর এইসব আক্রমণের সত্যকার কারণটির চরিত্র আরও গোপন। **সম্মেলন সর্বাগ্রে তার সিদ্ধান্ত দ্বারা সুইজারল্যান্ডে অ্যালায়েন্সের** ভদ্রমহোদয়দের চক্রান্তে বাধা দিয়েছে। তাছাড়া ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ডের একাংশ ও বেলজিয়মে অ্যালায়েন্সের পান্ডারা **শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কর্মসূচি এবং সাত তাড়াতাড়ি জুড়ে তোলা বাকুনিনের কর্মসূচির** মধ্যে একটা পরিষ্কার তালগোল পাকিয়ে তুলেছে ও অসাধারণ একরোখামিতে তা আঁকড়ে আছে।

প্রলেতারিয়েতের রাজনীতি এবং গোষ্ঠী শাখাগুলি নিয়ে সম্মেলন তার দুই সিদ্ধান্তে ইচ্ছাকৃত এই বিভ্রান্তির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বাকুনিনের কর্মসূচিতে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার যে প্রচার আছে, প্রথম সিদ্ধান্ত তার অবসান ঘটায় এবং সাধারণ নিয়মাবলি, লসেন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য নজিরের ভিত্তিতে রচিত তার মুখবন্ধে পুরোপুরি প্রতিপন্ন করা হয়।*

---

* **শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্রিয়া সম্পর্কে** সম্মেলনের সিদ্ধান্তটি এই:

'এই কথা মনে রেখে

যে প্রাথমিক নিয়মাবলির ভূমিকায় বলা হয়েছে: 'শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হল সেই মহৎ লক্ষ্য **উপায় হিসাবে** সর্ববিধ রাজনৈতিক আন্দোলনকে যার অধীনস্থ হতে হবে';

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা ইশতাহারে (১৮৬৪) ঘোষিত হয়েছে: 'ভূমির রাঘব বোয়াল ও পুঁজির রাঘব বোয়ালেরা সর্বদা তাদের রাজনৈতিক বিশেষাধিকার ব্যবহার করবে নিজেদের অর্থনৈতিক একচেটিয়া রক্ষা ও চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য। শ্রমের মুক্তির ব্যাপারে তারা সাহায্য তো করবেই না, বরং তার পথে যতরকমের প্রতিবন্ধক স্থাপন করবে... সুতরাং, রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর মহান কর্তব্য';

লসেন কংগ্রেসে (১৮৬৭) গৃহীত হয় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত: 'শ্রমিকদের সামাজিক মুক্তি তাদের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত';

গণভোটের (১৮৭০) প্রাক্কালে আন্তর্জাতিকের ফরাসি সভ্যদের ভুয়া চক্রান্ত উপলক্ষে সাধারণ পরিষদের বিবৃতিতে বলা হয়েছে: 'আমাদের নিয়মাবলির মূলার্থ অনুসারে

এবার গোষ্ঠীবাদী গ্রুপগুলির প্রসঙ্গে আসা যাক:

বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের চরিত্র গোষ্ঠীভিত্তিক। যে পর্বে প্রলেতারিয়েত তখনো শ্রেণী হিসাবে সংগ্রামের মতো যথেষ্ট বিকশিত নয়, তখন এটার একটা যুক্তিযুক্ততা থাকে। এক-একজন মনীষী সামাজিক বিরোধগুলির সমালোচনা করে তাদের কল্পলোকাশ্রিত সমাধানের প্রস্তাব দেন, আর ব্যাপক শ্রমিকসাধারণের কাজ হয় শুধু তা গ্রহণ, প্রচার ও সাধন করা। এই ধরনের পথিকৃৎরা যেসকল গোষ্ঠী গড়েন, সেগুলি তাদের প্রকৃতিবশতই হয় বিরতিবাদী গোছের: সর্ববিধ বাস্তব ক্রিয়াকর্ম, রাজনীতি, ধর্মঘট, সঙ্ঘ—এককথায় সর্ববিধ যৌথ আন্দোলনের কাছে পরকীয়। ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণ তাদের প্রচারে

ইংলণ্ডে, ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ও আমেরিকায় আমাদের শাখাগুলির বিশেষ কর্তব্য শুধু তর্কাতীত রূপে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সাংগঠনিক কেন্দ্র হওয়াই নয়, আমাদের অন্তিম লক্ষ্য — শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সহায়ক সর্ববিধ রাজনৈতিক আন্দোলনকেও সংশ্লিষ্ট দেশটিতে সমর্থন করা';

প্রাথমিক নিয়মাবলির বিকৃত অনুবাদে এমন মিথ্যা ব্যাখ্যার অজুহাত জুটেছে যাতে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপে ক্ষতি হয়েছে;

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মুক্তির সর্ববিধ প্রয়াস নিষ্ঠুরতায় দমনকারী এবং রূঢ় বলপ্রয়োগে শ্রেণী পার্থক্য ও তৎ-জাত সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক প্রভুত্ব রক্ষায় প্রয়াসী উদ্দাম প্রতিক্রিয়ার সম্মুখে।

এই কথা মনে রেখে যে,

সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির সম্মিলিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী সক্রিয় হতে পারে কেবল সম্পত্তিধর শ্রেণীগুলির সৃষ্ট সমস্ত পুরানো পার্টিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী একটা বিশেষ রাজনৈতিক পার্টি রূপে সংগঠিত হয়ে;

রাজনৈতিক পার্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর এই সংগঠন সামাজিক বিপ্লবের বিজয় এবং তার অন্তিম লক্ষ্য — শ্রেণী বিলোপের জন্য আবশ্যক;

অর্থনৈতিক সংগ্রামের ফলে শ্রমিক শ্রেণী ইতিমধ্যেই যে সম্মিলিত শক্তি অর্জন করেছে সেটা বৃহৎ ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার সংগ্রামে হাতল হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত —

সম্মেলন আন্তর্জাতিকের সভ্যদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে,

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামে তার অর্থনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অচ্ছেদ্য রূপে পরস্পর সম্পর্কিত।'

সর্বদাই থাকে নির্বিকার, এমন কি বিমুখ। প্যারিস ও লিয়োঁর শ্রমিকেরা সাঁ-সিমোঁপন্থী, ফুরিয়েপন্থী, ইকারিয়াপন্থীদের (১২৯) জানতে চায় নি, ঠিক যেমন ব্রিটিশ চার্টিস্ট ও ট্রেড-ইউনিয়নিস্টরা স্বীকার করতে চায় নি ওয়েনপন্থীদের। উদ্ভবকালে গোষ্ঠী আন্দোলনের হাতল হিসাবে কাজ করলেও যেই আন্দোলন তাদের ছাড়িয়ে যায় অমনি গোষ্ঠী তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়; তখন তারা হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল। এর সাক্ষ্য ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের গোষ্ঠীগুলি এবং ইদানীং জার্মানিতে লাসালপন্থীরা যারা কয়েক বছর ধরে প্রলেতারিয়েতের সংগঠনে বাধা সৃষ্টি করে এবং শেষ হয় পুলিশের হাতে নিতান্ত একটা হাতিয়ার হয়ে। সাধারণভাবে এ হল প্রলেতারীয় আন্দোলনের শৈশব, যেমন জ্যোতিষ ও আলকেমি ছিল বিজ্ঞানের শৈশব। আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠার আগে প্রলেতারিয়েতকে এই পর্যায়টা পেছনে ফেলে আসতে হয়।

কল্পচারী ও প্রতিযোগী গোষ্ঠীবাদী সংগঠনগুলির বিপরীতে আন্তর্জাতিক হল সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সত্যকার ও সংগ্রামী সংগঠন, যারা পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রে সংগঠিত তাদের শ্রেণী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। সেইজন্য আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলিতে কেবল 'শ্রমিক সঙ্ঘের' কথা বলা হয়েছে, যারা একই লক্ষ্য অনুসরণ ও একই কর্মসূচি স্বীকার করে, সে কর্মসূচি শুধু এইটুকুতে সীমাবদ্ধ যে তা প্রলেতারীয় আন্দোলনের মূল ধারা নির্ণয় করে, যেক্ষেত্রে তার তাত্ত্বিক সংরচন চলে ব্যবহারিক সংগ্রামের প্রয়োজনের প্রভাবে এবং শাখা, তাদের সংস্থা ও তাদের কংগ্রেসে মতবিনিময় মারফৎ, যেখানে পার্থক্য না করে সমাজতান্ত্রিক প্রত্যয়ের সবকিছু মততারতম্য গণ্য হয়ে থাকে।

প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে যেমন স্বল্পকালের জন্য পূর্বতন ভুলের পুনরাবির্ভাব ঘটে, তা পরে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হবার জন্য, তেমনি আন্তর্জাতিকের গর্ভে দেখা দেয় গোষ্ঠীবাদী গ্রুপ, যদিও ক্ষীণ প্রকটিত রূপে।

গোষ্ঠীর পুনরুজ্জীবন একটা বড় অগ্রপদক্ষেপ মনে করে অ্যালায়েন্স নিজেই একটা অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়েছে। কেননা উদ্ভবকালে এগুলিতে প্রগতির উপাদান থাকলেও 'কোরানবিহীন মহম্মদের (১৩০)' গাঁটছড়া বাঁধা অ্যালায়েন্সের কর্মসূচি হল কেবল বহুকাল

সমাধিস্থ ধ্যানধারণার এলোমেলো স্তূপ, যা এমন সব গালভরা কথার আড়াল নিয়েছে যা কেবল বুর্জোয়া হাবাগবাদের ভয় পাওয়াতে পারে অথবা বোনাপার্টী বা অন্যান্য অভিশংসকদের কাছে আন্তর্জাতিক সভ্যদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের কাজ করে দিতে সক্ষম।*

যে সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত মততারতম্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল, তা গোষ্ঠীবাদী শাখাগুলির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেছে এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসে যে সিদ্ধান্তটি আন্তর্জাতিকের সত্যকার চরিত্রে পুনরায় জোর দিয়ে তার বিকাশের নতুন পর্যায় সূচিত করবে। এই যে সিদ্ধান্ত অ্যালায়েন্সের পক্ষপাতীদের ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে, তাতে তাঁরা দেখেছেন কেবল আন্তর্জাতিকের ওপর সাধারণ পরিষদের বিজয়, তাঁদের সার্কুলারে যা বলা হয়েছে, এ বিজয়ের কল্যাণে তাদের জনকয়েক সদস্যের 'বিশেষ কর্মসূচির প্রভুত্ব', 'তাদের ব্যক্তিগত মতবাদ', 'গোঁড়া মতবাদ', 'সরকারী তত্ত্বের' প্রভুত্ব নিশ্চিত হচ্ছে, 'একমাত্র সেই তত্ত্বেরই অধিকার থাকছে সমিতিতে নাগরিকত্বের'। তবে এটা ঐসব সদস্যদের দোষ নয়, এটা হল এই ঘটনার 'অধঃপাতী পরিণতি' যে তাঁরা সাধারণ পরিষদে আছেন, কেননা

'নিজেদের মতো লোকেদের ওপর ক্ষমতাধারী মানুষ'! 'নৈতিকতায় নিষ্ঠাবান থাকবে, এটা একেবারেই অসম্ভব। সাধারণ পরিষদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কূটচক্রের উৎসভূমি'।

ষোলো জনের মতে, আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলি শুধু এই একটা কারণেই ভর্ৎসিত হবার যোগ্য যে নতুন সদস্য অধিগ্রহণের অধিকার তা দিয়েছে সাধারণ পরিষদকে। তাঁরা বলছেন, এই ক্ষমতায় ভূষিত হয়ে

'পরিষদ ভবিষ্যতে এমন একদল লোককে অধিগ্রহণ করতে পারে যাদের পক্ষে পরিষদের অধিকাংশ এবং তার প্রবণতাকে বদলে দেওয়া সম্ভব'।

---

* আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পুলিশের যে বিবরণ হালে মুদ্রিত হয়েছে, তথা বিদেশী শক্তিদের নিকট জুল ফাভ্রের সার্কুলার এবং দ্যুফোর প্রকল্প সম্পর্কে জমিদার পরিষদের প্রতিনিধি সাকাজের রিপোর্ট গিজগিজ করছে অ্যালায়েন্সের সাড়ম্বর ইশতাহারগুলি থেকে (১৩১) উদ্ধৃতি। এই গোষ্ঠীবাদীদের সমস্ত ভাবধারা, তাদের সমগ্র র‍্যাডিকেলপন্থা যা বড় বড় বুলিতে নিহিত, তা প্রতিক্রিয়ার অভিসন্ধিকেই হাসিল করে দেয় সবচেয়ে ভালোভাবে।

দেখা যাচ্ছে তাঁরা মনে করছেন যে শুধু **নৈতিক চেহারা** হারাবার পক্ষে নয়, কাণ্ডজ্ঞান হারাবার পক্ষেও সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়াই যথেষ্ট। নইলে একথা কি ধরে নেওয়া সম্ভব যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বেচ্ছাধীন অধিগ্রহণ মারফৎ নিজেরাই নিজেদের পরিণত করবে সংখ্যালঘিষ্ঠে?

তবে বোঝা যাচ্ছে যে ষোলো জনেরা নিজেরাই এ ব্যাপারে খুব একটা নিশ্চিত নন, কেননা পরে তাঁরা অনুযোগ করেছেন যে, সাধারণ পরিষদ

'পর পর পাঁচ বছর ধরে **ক্রমাগত পুনর্নির্বাচিত একই লোকদের নিয়ে** গঠিত।'

কিন্তু এর পরেই ঘোষণা করছেন:

'**তাঁদের বেশির ভাগ** আমাদের বৈধ পদাধিকারী নন, কেননা **কংগ্রেস থেকে তাঁরা নির্বাচিত হন নি।**'

আসলে সাধারণ পরিষদের ব্যক্তিবিন্যাসের ক্রমাগত পরিবর্তন হয়েছে, যদিও প্রতিষ্ঠাতাদের কয়েক জন তাতে থেকে গেছেন, যেমন থেকেছেন বেলজিয়ান, রোমক ও অন্যান্য ফেডারেল পরিষদে।

নিজের অধিকার খাটাবার জন্য সাধারণ পরিষদকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, তার ওপর ন্যস্ত বহুবিধ কর্ম সম্পাদনের জন্য তাতে থাকা চাই যথেষ্টসংখ্যক সদস্য; তাছাড়া 'আন্তর্জাতিক সমিতিতে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন জাতির শ্রমিক' তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত; এবং শেষত তার ভেতর প্রাধান্য থাকা উচিত শ্রমজীবী লোকজনের। কিন্তু কাজ পাওয়ার সম্ভাবনার ওপর শ্রমিককে নির্ভর করতে হলে সাধারণ পরিষদের ব্যক্তিবিন্যাস যদি ক্রমাগত বদলাতে থাকে, তাহলে অধিগ্রহণের অধিকার ছাড়া এইসব আবশ্যিক শর্তগুলি মেলানো সাধারণ পরিষদের পক্ষে কী করে সম্ভব? তাহলেও পরিষদ মনে করে যে এই অধিকারের আরও যথাযথ নির্ধারণ প্রয়োজন; এই আকাঙ্ক্ষাই পরিষদ ব্যক্ত করেছে শেষ সম্মেলনে।

একের পর এক কংগ্রেসে, যেখানে ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম, তাতে আদি পরিষদের পুনর্নির্বাচন এইটে দেখিয়েছে বলে মনে হয় যে সাধারণ পরিষদ তার সম্ভাবনার পরিসীমায় নিজের কর্তব্য পালন করেছে। পক্ষান্তরে, ষোলো জন এতে দেখেছেন কেবল 'কংগ্রেসগুলির অন্ধ আস্থার' সাক্ষ্য, যে আস্থা বাসেলে পৌঁছিয়েছে

'সাধারণ পরিষদের অনুকূলে একধরনের স্বেচ্ছাধীন আত্মবিসর্জনে'।

তাঁদের মতে পরিষদের 'স্বাভাবিক ভূমিকা' পর্যবসিত হওয়া উচিত 'সাধারণ পত্রালাপ ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর' ভূমিকায়। এই ব্যাখ্যাটা তাঁরা জোরদার করেছেন নিয়মাবলির বিকৃত অনুবাদের কয়েকটি ধারা দিয়ে।

সমস্ত বুর্জোয়া সঙ্ঘের নিয়মাবলির বিপরীতে আন্তর্জাতিকের সাধারণ নিয়মাবলিতে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রশ্ন ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে সামান্য। সাংগঠনিক কাঠামোর বিকাশ তা ছেড়ে দিয়েছে বাস্তব ঘটনাবলির কাছে, আর তার সূত্রায়ণ—ভবিষ্যৎ কংগ্রেসগুলির কাছে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের শাখাগুলিকে যেহেতু একটা সত্যকার আন্তর্জাতিক চরিত্র দিতে পারে কেবল কর্মের ঐক্য ও মিলন, তাই নিয়মাবলি সংগঠনের অন্যান্য ধাপের চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছে সাধারণ পরিষদে।

প্রাথমিক নিয়মাবলির ৫ ধারায় (১৩২) আছে:

'সাধারণ পরিষদ হল বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় গ্রুপের **আন্তর্জাতিক সংস্থা**।'

তারপর সাধারণ পরিষদ কিভাবে কাজ করবে তার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে সাধারণ পরিষদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে

'দৃষ্টান্তস্বরূপ, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে, যখন অবিলম্ব ব্যবহারিক পদক্ষেপ প্রয়োজন হয়, তখন সমিতির অন্তর্গত সঙ্ঘগুলি যাতে যুগপৎ ও একযোগে কাজ করে,'

তা ঘটাতে হবে।

ধারায় পরে বলা হয়েছে:

'উপযুক্ত সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় বা স্থানীয় সমিতিতে প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্যোগ নেবে সাধারণ পরিষদ।'

তাছাড়া, কংগ্রেসগুলির প্রস্তুতি ও আহ্বানে পরিষদের ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছে নিয়মাবলিতে, এবং কংগ্রেসের পর্যালোচনায় নির্দিষ্ট যেসব প্রশ্ন তা পেশ করতে বাধ্য তা সংরচনের ভারও দেওয়া হয়েছে তার ওপর। প্রাথমিক নিয়মাবলিতে সমগ্রভাবে সমিতির কর্মের ঐক্যে গ্রুপগুলির

স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ এতই কম বিরোধিতা ঘটায় যে ৬ ধারায় বলা হয়েছে:

'যেহেতু প্রতি দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে কেবল একতা ও সংগঠনের শক্তিতে, এবং অন্যদিকে, সাধারণ পরিষদের ক্রিয়াকলাপ হবে আরও ফলপ্রদ... তাই আন্তর্জাতিক সভ্যদের, প্রত্যেকের উচিত স্ব-স্ব দেশে বিচ্ছিন্ন সব শ্রমিক সঙ্ঘকে জাতীয় সংগঠনে, উপস্থাপিত কেন্দ্রীয় সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা।'

জেনেভা কংগ্রেসে সাংগঠনিক প্রশ্নে প্রথম সিদ্ধান্তে (ধারা ১) ঘোষণা করা হয়েছে:

'সাধারণ পরিষদের কর্তব্যের মধ্যে **পড়ে** কংগ্রেসগুলির নির্দেশ **পালন করা।**'

সাধারণ পরিষদ একেবারে প্রথম থেকেই যে অবস্থান নেয় এ সিদ্ধান্তে তা বৈধকৃত হয়, যথা: সমিতির **কর্মনির্বাহক সংস্থার** অবস্থান। অন্য কোনো 'স্বেচ্ছায় স্বীকৃত কর্তৃত্ব' না থাকায় নৈতিক 'কর্তৃত্ব' বিনা সিদ্ধান্ত পালন হত কঠিন। সেই সঙ্গে জেনেভা কংগ্রেস 'নিয়মাবলির সরকারী ও অবশ্যমান্য পাঠ' প্রকাশের ভার দেয় সাধারণ পরিষদকে।

ওই একই কংগ্রেস নির্দেশ দেয় (সাংগঠনিক প্রশ্নে জেনেভা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত, ধারা ১৪):

'স্থানীয় পরিস্থিতি ও স্বদেশের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিজের স্থানীয় নিয়মাবলি ও অনুবিধান রচনার অধিকার আছে প্রতিটি শাখার। কিন্তু সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানের বিরোধী কিছু তাতে থাকা চলবে না।'

প্রথমেই উল্লেখ করি, নীতিসমূহের বিশেষ বিবৃতি বা আন্তর্জাতিকের সমস্ত গ্রুপগুলির পক্ষে অনুসরণীয় সাধারণ লক্ষ্য ছাড়াও কোনো কোনো শাখা যে বিশেষ কর্তব্য গ্রহণ করতে পারে, তার প্রতি সামান্যতম কোনো ইঙ্গিত এখানে নেই। কথাটা কেবল 'স্থানীয় পরিস্থিতি ও স্বদেশের আইনের ক্ষেত্রে' সাধারণ নিয়মাবলি ও অনুবিধানকে খাপ খাইয়ে নেবার যে অধিকার আছে শাখাগুলির, তাই নিয়ে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ নিয়মাবলির সঙ্গে স্থানীয় নিয়মাবলির সামঞ্জস্য থাকছে কিনা, সেটা স্থির করবে কে? স্বতঃই পরিষ্কার যে এই কাজটা যে 'কর্তৃত্বের' ওপর ন্যস্ত হচ্ছে তা না থাকলে সিদ্ধান্ত হয়ে পড়ত অকার্যকরী।

সেক্ষেত্রে পুলিশী অথবা শত্রুতাপরায়ণ শাখার উদ্ভব সম্ভব হত তাই নয়, সমিতিতে শ্রেণীচ্যুত গোষ্ঠীবাদী ও বুর্জোয়া মানবহিতৈষীদের অনুপ্রবেশে সমিতির চরিত্রই বিকৃত হতে পারত আর এইসব লোকেরা কংগ্রেসগুলিতে তাদের সংখ্যা দিয়ে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখত।

নতুন শাখাগুলির নিয়মাবলি সাধারণ নিয়মাবলির সঙ্গে মিলছে কি মিলছে না, তদনুসারে তাদের গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার স্ব-স্ব দেশে জাতীয় ও স্থানীয় ফেডারেশনগুলি হাতে নিয়েছে একেবারে গোড়ার থেকেই। সাধারণ পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরূপ কাজ চালাবার যে কথা আছে সাধারণ নিয়মাবলির ৬ ধারায়, তাতে **স্থানীয় স্বাধীন সংঘগুলিকে,** অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দেশের ফেডারেল সমিতিগুলির বাইরে গঠিত সংঘগুলিকে সাধারণ পরিষদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। **অ্যালায়েন্স** এ অধিকার উপেক্ষা করে নি, চেষ্টা করেছে নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে যাতে তারা বাসেল কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়।

নিয়মাবলির ৬ ধারায় বিধান-প্রণয়নী ধরনের বাধার কথাও আছে যাতে কিছু কিছু দেশে জাতীয় ফেডারেশন গঠন ব্যাহত হচ্ছে, যার ফলে সেখানে ফেডারেল পরিষদের কাজ চালাতে সাধারণ পরিষদ বাধ্য হয়েছে ('লসেন কংগ্রেসের প্রোটোকল ইত্যাদি, ১৮৬৭', ১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য [১৩৩])।

কমিউনের পতনের পর থেকে বিধান-প্রণয়নী ধরনের এইসব বাধা বিভিন্ন দেশে ক্রমেই বেড়ে উঠছে এবং সমিতির পঙ্‌ক্তিতে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে না দেবার লক্ষ্যে চালিত সাধারণ পরিষদের ক্রিয়াকলাপকে করে তুলছে আরও আবশ্যক। যেমন, সম্প্রতি ফ্রান্সস্থ কিছু কিছু কমিটি পুলিশী চরের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সাধারণ পরিষদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে এবং অন্য একটি বৃহৎ দেশে* আন্তর্জাতিকের সভ্যরা দাবি করে যেন সাধারণ পরিষদ তাদের প্রত্যক্ষ ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা অথবা তাদের নিজেদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাখাগুলিকেই কেবল স্বীকার করে। তারা তাদের অনুরোধের পক্ষে হেতু প্রদর্শন করেছে যে এই উপায়ে প্ররোচকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আবশ্যক, তাড়াহুড়ো করে নিজেদের

* অস্ট্রিয়া। — সম্পাঃ

র‍্যাডিকাল মতবাদের দিক থেকে অদৃষ্টপূর্ব সব শাখা গঠনে তাদের অত্যুৎসাহ প্রকাশ পাচ্ছে ভারি সোরগোল তুলে। অন্যদিকে, যেই নিজেদের ভেতর সংঘর্ষ বাধছে, অমনি তথাকথিত কর্তৃত্ববিরোধী শাখাগুলি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে আবেদন জানাচ্ছে পরিষদে, এমন কি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি দাবি করছে, যা ঘটেছিল লিয়োঁ সংঘর্ষের সময়। অতি সম্প্রতি, সম্মেলনের পরেই, তুরিনের শ্রমিক ফেডারেশন নিজেদের আন্তর্জাতিকের শাখা বলে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে ভাঙন ঘটার পর সংখ্যাল্পেরা স্থাপন করে প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি (১৩৪)। এই সমিতি আন্তর্জাতিকে যোগ দেয় এবং শুরু করে ইউর-পন্থীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাদের *Proletario* পত্রিকায় কর্তৃত্বপরায়ণতার বিরুদ্ধে রোষপূর্ণ বাক্য গিজগিজ করে। সমিতির সদস্য চাঁদা পাঠিয়ে তার সেক্রেটারি* সাধারণ পরিষদকে সতর্ক করে দেন যে পুরানো ফেডারেশনও খুবই সম্ভব চাঁদা পাঠাবে। পরে তিনি লিখছেন:

'*Proletario*-তে আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন যে প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি... ঘোষণা করেছে যে... বুর্জোয়ারা যারা শ্রমিকদের মুখোশ পরে **শ্রমিক ফেডারেশন** গঠন করছে তাদের সঙ্গে সর্ববিধ একাত্মতা সমিতি বর্জন করছে,'

এবং সাধারণ পরিষদকে তিনি অনুরোধ করছেন

'এই সিদ্ধান্ত যেন সমস্ত শাখাকে জানানো হয় এবং দশ সান্তিম চাঁদা পাঠানো হলে পরিষদ যেন তা গ্রহণ না করে।'**

আন্তর্জাতিকের সমস্ত সংগঠনের মতো সাধারণ পরিষদ প্রচার চালাতে বাধ্য। এই কর্তব্যটা সে পালন করে তার অভিভাষণগুলির সাহায্যে এবং তার ভারপ্রাপ্তদের মারফৎ, যাঁরা উত্তর আমেরিকায়, জার্মানিতে, ফ্রান্সের বহু শহরে আন্তর্জাতিকের প্রথম সংগঠনগুলির ভিত্তি পাতেন।

---

* ক. তেৎসাগি। — সম্পাঃ

** সে সময় প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি এই রকমই **মনে হয়েছিল,** যার প্রতিনিধি ছিলেন বাকুনিনের বন্ধু, সমিতির সেক্রেটারি-করেসপণ্ডেণ্ট। বস্তুত এ শাখার প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই অন্যবিধ। তহবিল তছরুপ এবং তুরিন পুলিশ-কর্তার সঙ্গে দোস্তি সম্পর্কের জন্য এই দু'গুণো বিশ্বাসঘাতক প্রতিনিধিকে বিতারিত করে এই সমিতি যে ব্যাখ্যা পেশ করে তাতে তাদের আর সাধারণ পরিষদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়।

সাধারণ পরিষদের আরেকটা কর্তব্য হল ধর্মঘটীদের পেছনে গোটা আন্তর্জাতিকের সমর্থন নিশ্চিত করে তাদের সাহায্য করা (বিভিন্ন কংগ্রেসে সাধারণ পরিষদের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে দেখা যাবে ধর্মঘট সংগ্রামে তার হস্তক্ষেপের তাৎপর্য কতটা। ব্রিটিশ ঢালাইকরদের প্রতিরোধ সমিতি এমনিতেই একটা আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন, অন্যান্য দেশে তার শাখা আছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাসত্ত্বেও আমেরিকান ঢালাইকরেরা ধর্মঘটের সময় তাদের দেশে ব্রিটিশ ঢালাইকরদের আমদানি ঠেকাবার জন্য সাধারণ পরিষদের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করা আবশ্যক জ্ঞান করে।

আন্তর্জাতিকের বিকাশে সাধারণ পরিষদের ওপর, যেমন ফেডারেল পরিষদগুলির ওপরেও সালিশের কাজ বর্তায়।

ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেস নির্দেশ দেয়:

'প্রতি তিন মাস অন্তর সাধারণ পরিষদে **সাংগঠনিক কাজ** এবং তাদের এক্তিয়ারভুক্ত শাখাগুলির **আর্থিক অবস্থা** সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে ফেডারেল পরিষদগুলি বাধ্য' (সাংগঠনিক প্রশ্নে সিদ্ধান্ত ৩)।

শেষত, ষোলো জনের পিত্তি-জ্বালানো ক্রোধের প্রকোপ ঘটায় যে বাসেল কংগ্রেস, তা শুধু সেইসব সম্পর্কেকেই সূত্রবদ্ধ করেছে যা সমিতির বিকাশপথে সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে দানা বেঁধেছিল। তা যদি সাধারণ পরিষদের অধিকারের সীমানা মাত্রাতিরিক্ত প্রসারিত করে থাকে, তাহলে বাকুনিন, শ্‌ভিৎসগেবেল, ফ. রবের, গিলোম এবং অ্যালায়েন্সের অন্যান্য যে প্রতিনিধি এর জন্য এত চেষ্টা করেছেন তাঁরা ছাড়া আর কে দোষী? লন্ডনস্থ সাধারণ পরিষদের প্রতি 'অন্ধ আস্থার' অভিযোগ তাঁরা আনবেন নাকি নিজেদের বিরুদ্ধেই?

বাসেল কংগ্রেসের দুটি সিদ্ধান্ত:

'৪। আন্তর্জাতিকে যোগ দিতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি নবগঠিত শাখা বা সমিতি তাদের সংযুক্তির কথা অবিলম্বে সাধারণ পরিষদকে জানাতে বাধ্য' এবং

'৫। পরবর্তী কংগ্রেসে সিদ্ধান্তের জন্য নালিশ করার অধিকার নতুন সমিতি বা গ্রুপগুলির জন্য রেখে তাদের গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের।'

আর ফেডারেল সমিতির বাইরে গঠিত স্থানীয় স্বাধীন সঙ্ঘগুলির কথা যদি ধরি তাহলে এই ধারায় আন্তর্জাতিকের উদ্ভবের মুহূর্ত থেকে প্রচলিত আচরণই সমর্থিত হচ্ছে, যা বজায় রাখা সমিতির কাছে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। তবে কেউ কেউ বড় বেশি এগিয়ে যায়; এই আচরণটিকে সাধারণীকৃত করে বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত নবগঠিত শাখা বা সমিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। এই ধারাগুলি সত্যই ফেডারেশনের আভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে সাধারণ পরিষদকে, কিন্তু সাধারণ পরিষদ কখনো তা এই অর্থে নেয় নি। এই দৃঢ়োক্তি করছে সাধারণ পরিষদ যে ষোলো জনেরা একটা ঘটনারও উল্লেখ করতে পারবেন না যেখানে বিদ্যমান গ্রুপ বা ফেডারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে প্রস্তুত নতুন শাখাগুলির ব্যাপারে তা হস্তক্ষেপ করেছে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি নবগঠিত শাখা আর পরবর্তী সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই স্বীকৃত শাখা নিয়ে:

'৬। পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিকের শাখাকে বাতিল করারও অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের।'

'৭। একই জাতীয় গ্রুপের অন্তর্গত সমিতি বা শাখাগুলির মধ্যে অথবা বিভিন্ন জাতীয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে তা সমাধানের অধিকার আছে সাধারণ পরিষদের; পরবর্তী কংগ্রেসে যেখানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা, সেখানে অভিযোগ আনার অধিকার পক্ষগুলির বজায় থাকবে।'

এই দুই ধারা চূড়ান্ত ক্ষেত্রে আবশ্যক, কিন্তু সাধারণ পরিষদ অদ্যাবধি তা কখনো প্রয়োগ করে নি। পূর্বকথিত ঐতিহাসিক সমীক্ষা এই সাক্ষ্য দেয় যে সাধারণ পরিষদ একবারও শাখাকে সাময়িকভাবে বাতিল করার আশ্রয় নেয় নি আর সংঘাতের ক্ষেত্রে তা কাজ করেছে কেবল দু'পক্ষ থেকে স্বীকৃত সালিশ হিসাবে।

শেষত, খোদ সংগ্রামের চাহিদাতেই সাধারণ পরিষদের ওপর যে কাজ ন্যস্ত হয়েছে, আমরা এখন তার কাছে এসেছি। অ্যালায়েন্স পক্ষপাতীদের খেদজনক লাগলেও এটা প্রশ্নাতীত একটা ঘটনা: শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির জন্য সমস্ত সংগ্রামীর শীর্ষস্থানে সাধারণ পরিষদ গেছে ঠিক এইজন্য যে প্রলেতারীয় আন্দোলনের সমস্ত শত্রুদের পক্ষ থেকে তার ওপর নিদারুণ আক্রমণ চলছে।

৫

আন্তর্জাতিক এখন যা, তার মুণ্ডপাত করে ষোলো জন আমাদের বলছেন কী তার হওয়া উচিত।

সর্বাগ্রে সাধারণ পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে হতে হবে নেহাৎ একটা করেসপণ্ডিং ও পরিসংখ্যান ব্যুরো। সাংগঠনিক কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তার পরিণামে অনিবার্যই পর্যবসিত হবে ইতিপূর্বেই সমিতির মুখপত্রগুলিতে প্রকাশিত সংবাদের পুনরুল্লেখে। এইভাবে করেসপণ্ডিং ব্যুরোও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর পরিসংখ্যানের কথা যদি ধরি তাহলে মজবুত সংগঠন এবং বিশেষ করে প্রাথমিক নিয়মাবলিতে যা বিশেষ করে বলা হয়েছে—সাধারণ পরিচালনা ছাড়া ও-কাজটা করা যায় না। কিন্তু এসব থেকে যেহেতু 'কর্তৃত্বপরায়ণতার' কড়া গন্ধ ছাড়ে, তাই ব্যুরো সম্ভবত থাকত, কিন্তু কোনো পরিসংখ্যানই থাকত না। এককথায়, সাধারণ পরিষদ অন্তর্ধান করছে। ওই একই যুক্তিতে বিলুপ্ত হচ্ছে ফেডারেল পরিষদ, স্থানীয় কমিটি এবং অন্যান্য 'কর্তৃত্বপরায়ণ' কেন্দ্র। থাকছে কেবল স্বায়ত্তাধিকারী শাখা।

অবাধে ফেডারেশনভুক্ত এবং সর্ববিধ ক্ষমতা, 'এমন কি শ্রমিকদের নির্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা থেকেও' সানন্দে মুক্ত এই 'স্বায়ত্তাধিকারী শাখাগুলির' কাজ কী হবে?

এখানে ষোলো জনের কংগ্রেসে ইউর ফেডারেল কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট দিয়ে সার্কুলারের পরিপূরণ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

> 'শ্রমিক শ্রেণীকে মানবজাতির নতুন স্বার্থগুলির সাঁচ্চা প্রতিনিধিতে পরিণত করার জন্য' দরকার 'যে ভাবধারার জয়লাভ করা উচিত তার দ্বারা' তার সংগঠন 'পরিচালিত হওয়া। সমাজজীবনের ঘটনাবলির সঙ্গতিনিষ্ঠ পর্যালোচনার মাধ্যমে এই ভাবধারাকে আমাদের যুগের চাহিদা থেকে, মানবজাতির গূঢ় প্রয়াস থেকে নিষ্কাশিত করা এবং তৎপর সে ভাবধারা আমাদের শ্রমিক সংগঠনে প্রবর্তিত করতে সচেষ্ট হওয়া—এই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য ইত্যাদি।' শেষত, 'আমাদের শ্রমিক অধিবাসীদের মধ্যে' গড়া চাই 'সাঁচ্চা সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক **স্কুল**।'

এইভাবে স্বায়ত্তাধিকারী শ্রমিক শাখাগুলি অকস্মাৎ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে **স্কুলে** আর তাতে গুরু হবেন অ্যালায়েন্সের মহোদয়েরা। 'সুসঙ্গত পর্যালোচনা' যা আদৌ কোনো রকম চিহ্ন রেখে যাবে না, তার মাধ্যমে এঁরা

ভাবধারা নিষ্কাশিত করবেন। 'অতঃপর' তা **'প্রবর্তিত করবেন** আমাদের শ্রমিক সংগঠনে'। এঁদের কাছে শ্রমিক শ্রেণী হল একটা কাঁচামাল, তালগোল, আকার লাভের জন্য তাঁদের পবিত্র আত্মায় হাওয়ার ঝাপটা মারতে হবে।

এসবই কেবল অ্যালায়েন্সের পুরানো কর্মসূচির ধুয়া, যা শুরু হয়েছে এই কথায়:

'শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের সমাজতান্ত্রিক সংখ্যালঘুরা এই লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের নতুন অ্যালায়েন্স' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছে... এবং 'রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রশ্ন পর্যালোচনার **বিশেষ ব্রত** নিয়েছে...'

এইরূপ **ভাবধারা 'নিষ্কাশিত হচ্ছে'** তা থেকে!

'এই ধরনের উদ্যোগ থেকে... ইউরোপ ও আমেরিকার সাঁচ্চা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীরা সাধারণ ভাষা খুঁজে পাওয়া ও **নিজেদের ভাবধারা** প্রতিষ্ঠার **উপায়** পাবে।'*

এইভাবে তাঁদেরই নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারে একটি বুর্জোয়া সমিতির সংখ্যালঘুরা বাসেল কংগ্রেসের সামান্য আগে আন্তর্জাতিকে ঢুকে পড়ে শ্রমিক জনগণের সামনে গুহ্য বিদ্যার পুরোহিত হয়ে ওঠার **উপায় হিসাবে** আন্তর্জাতিককে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে আর সে বিদ্যা চারটি বাক্যে বিধৃত যার তুঙ্গ বিন্দু হল 'শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা'।

এই 'তাত্ত্বিক ব্রত' ছাড়াও আন্তর্জাতিকের নিকট প্রস্তাবিত নতুন সংগঠনের নিজস্ব একটা ব্যবহারিক দিকও আছে।

'ষোলো জনের সার্কুলার বলছে: 'আন্তর্জাতিক নিজের জন্য যে সংগঠন ধার্য করবে, সমাজের ভবিষ্যৎকে হতে হবে তার সর্বাত্মক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

* যে সময় প্রকাশ্য কংগ্রেস ডাকা হত বিশ্বাসঘাতকতা বা মূর্খতার চূড়ান্ত, তখন রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকায় অ্যালায়েন্সের যে মহোদয়েরা সাধারণ পরিষদকে তিরস্কারে ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তাঁরা, কোলাহল ও প্রকাশ্যতার এই নিঃসন্দেহ পক্ষপাতীরা আমাদের নিয়মাবলি অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে খাঁটি একটি গোপন সমিতি গড়েন যা খোদ আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধেই চালিত এবং যার লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিকের অসন্দিগ্ধ শাখাগুলিকে সর্বোচ্চ পুরোহিত বাকুনিনের নেতৃত্বাধীন করা।

পরবর্তী কংগ্রেসে এই গোপন সংগঠন এবং কিছু কিছু দেশে, যেমন স্পেনে তার প্রেরণাদাতার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে তদন্ত দাবি করতে সাধারণ পরিষদ কৃতসংকল্প।

সেই কারণে আমাদের দেখতে হবে যাতে এ সংগঠন যথাসম্ভব আমাদের আদর্শের কাছাকাছি আসে।'

'সমতা ও মুক্তির ভিত্তিতে সমাজ কি কর্তৃত্বপরায়ণ সংগঠন থেকে আসা সম্ভব? সেটা অসম্ভব। ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ভ্রূণস্বরূপ আন্তর্জাতিককে এখনই হতে হবে আমাদের মুক্তি ও ফেডারেশন নীতির বিশ্বস্ত প্রতিফলন।'

অন্যকথায়, মধ্যযুগীয় মঠগুলি যেমন ছিল স্বর্গজীবনের ছবি, আন্তর্জাতিককেও তেমনি হতে হবে নব জেরুসালেমের আদিরূপ, যার 'ভ্রূণ' গর্ভে বহন করছে অ্যালায়েন্স। বলাই বাহুল্য যে প্যারিস কমিউনারদের পরাজয় ঘটত না যদি কমিউন হল 'ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ভ্রূণ' এই কথা বুঝে তারা ছুড়ে ফেলে দিত সর্ববিধ শৃঙ্খলা ও সর্ববিধ অস্ত্র — যখন যুদ্ধ আর হবে না কেবল তখনই যে জিনিসগুলি লোপ পাওয়ার কথা!

কিন্তু আন্তর্জাতিক যখন তার অস্তিত্বের জন্য লড়ছে, তখন তাকে বিসংগঠিত ও খন্ডবিখন্ড করার এই প্রকল্পটিতে তাঁদের 'সুসঙ্গত পর্যালোচনা' যে দিয়েছেন ষোলো জন নয়, তা দেখাবার জন্য বাকুনিন সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে তাঁর নোটের আসল পাঠ প্রকাশ করেছেন *(Almanach du Peuple pour 1872,* জেনেভা দ্রষ্টব্য)।

৬

এবার ষোলো জনের কংগ্রেসে ইউর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করে সেটি পড়ুন।

তাদের সরকারী মুখপত্র *Révolution Sociale* (১৬ নভেম্বর) বলেছে: 'তা পাঠ করলে আত্মত্যাগ ও ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ইউর ফেডারেশনের অনুগামীদের কাছ থেকে কী আশা করা যায় তার একটা **যথাযথ ধারণা** মিলবে।'

'এইসব সাঙ্ঘাতিক ঘটনাবলির'—ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ এবং ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ—ওপর 'আন্তর্জাতিকের শাখাগুলির অবস্থায়... কিছুটা পরিমাণ **মনোবলহানিকর'** প্রভাবপাতের দায় চাপিয়ে রিপোর্ট শুরু হয়েছে।

একথা যদি সত্য হয় যে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ উভয় ফৌজে বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে সমবেত করে শাখাগুলির **বিসংগঠনে** সহায়তা করেছে,

তাহলে এটাও কম সত্য নয় যে সাম্রাজ্যের পতন এবং বিসমার্ক কর্তৃক দিগ্বিজয়ী যুদ্ধের প্রকাশ্য ঘোষণায় জার্মানি ও ব্রিটেনে প্রুশীয়দের পক্ষ নেওয়া বুর্জোয়া এবং এযাবৎকালের চেয়ে প্রবলভাবে আন্তর্জাতিক মনোভাব ব্যক্তকারী প্রলেতারিয়েতের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম জেগে ওঠে। শুধু এই একটা কারণেই এই দুই দেশে আন্তর্জাতিকের প্রভাব বেড়ে ওঠার কথা। এই একই ঘটনাবলিতে আমেরিকায় বহুসংখ্যক দেশান্তরী জার্মান শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়; তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী অংশটা শোভিনিস্ট অংশটা থেকে রীতিমতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

অন্যদিকে, প্যারিস কমিউন ঘোষণায় আন্তর্জাতিকের ব্যাপ্তি লাভে এবং সমস্ত জাতির শাখাগুলি কর্তৃক তার নীতিগুলির সতেজ রক্ষায় অভূতপূর্ব প্রেরণা জোগায়: শুধু ইউর শাখা এর ব্যতিক্রম, তাদের রিপোর্টে পরে বলা হয়েছে: 'বিরাট সংগ্রামের সূত্রপাত চিন্তার খোরাক জোগায়... একদল তাদের অক্ষমতা চাপা দেবার জন্য সরে যায়... যে অবস্থা গড়ে ওঠে' (তাদের নিজেদের পঙ্‌ক্তিতেই) 'তা অনেকের কাছেই হয়ে দাঁড়ায় ভেঙে পড়ার লক্ষণ', কিন্তু 'ঠিক বিপরীতেই... এ **অবস্থা আন্তর্জাতিককে পুরোপুরি পুনর্গঠনে সক্ষম**'... তাদের আকৃতিতে ও সাদৃশ্যে। অতি অনুকূল এই পরিস্থিতির গভীর বিচার করলে এই সামান্য বাসনাটি বোধগম্য হয়ে উঠবে।

তুলে দেওয়া অ্যালায়েন্সের কথা যদি না ধরি, যা পরে মালোঁ শাখার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহলে ২০ শাখার পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট দিতে হত। তাদের সাতটি স্রেফ তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়; রিপোর্টে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

'**খাপ-বানিয়েদের** শাখা তথা বিয়েনে খোদাইকার ও **নক্সাকার** শাখা তাদের প্রতি আমাদের একটি পত্রেরও জবাব দেয় নি।'

'**নেওশাতেলের** বৃত্তি শাখাগুলি — **সূত্রধর, খাপ-বানিয়ে, খোদাইকার,** নক্সাকাররা — একবারও ফেডারেল কমিটিকে কোনো উত্তর দেয় নি।'

'ভাল-দে-রুজ শাখা থেকে কোনো খবর আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি।'

'ফেডারেল কমিটির পত্রের কোনো জবাব দেয় নি **লোক্‌ল্‌-এর খোদাইকার ও নক্সাকারদের শাখা**।'

একেই বলে নিজেদের ফেডারেল কমিটির স্বায়ত্তাধিকারী শাখাগুলির **স্বাধীন** যোগাযোগ।

অন্য আরেকটি **শাখা, যথা**

'কুর্তেলারি জেলার **খোদাইকার ও নক্সাকারদের** শাখা তিন বছরের **একগুঁয়েমি** ও একরোখামির পর... বর্তমান মুহূর্তে... সংগঠিত **হচ্ছে প্রতিরোধ সমিতিতে**' — **আন্তর্জাতিকের বাইরে,** আর তাতে ষোলো জনের কংগ্রেসে তাদের দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে কোনোই বাধা হয় নি।

তারপর বলা হয়েছে **চারটি** একেবারে **মৃত শাখার কথা:**

'**বিয়েনে কেন্দ্রীয় শাখাটি** বর্তমানে **ভেঙে গেছে;** তবে তার বিশ্বস্ত সভ্যদের একজন আমাদের সম্প্রতি লিখেছেন যে বিয়েনে আন্তর্জাতিকের পুনরুজ্জীবনের **সব আশা** এখনও যায় নি।'

'**সাঁ-ব্রেজ-এর** শাখাটি **ভেঙে গেছে।**'

'কাতেবা-র **শাখাটি** তার **চমৎকার** অস্তিত্বের **পর** এই **নির্ভীক**'(!) 'শাখা ভেঙে দেওয়ার জন্য এই এলাকার কর্তারা'(!) 'যে ঘোঁট পাকিয়েছিল তাতে করে **পিছু হটতে** বাধ্য **হয়।**'

'শেষত, করজেমন শাখাটিও কর্তাদের **পক্ষ** থেকে চক্রান্তের **বলি হয়।**'

তারপর **যায় কুর্তেলারি জেলার কেন্দ্রীয় শাখা, যা**

'একটা বিচক্ষণ ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়: **সাময়িকভাবে** নিজেদের ক্রিয়াকলাপ **বন্ধ করে**'

তাতে ষোলো জনের কংগ্রেসে দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে তাদের বাধা হয় নি।

তারপর আসছে **চারটি শাখার কথা,** যাদের অস্তিত্ব **সমস্যাকীর্ণের** চেয়েও বেশি।

'গ্রাঁজ শাখা পরিণত হয়েছে শ্রমিক **সমাজতন্ত্রীদের ছোটো একটি কোষকেন্দ্রে...** তাদের স্থানীয় ক্রিয়াকলাপ **সভ্যাল্পতার** জন্য **পঙ্গু।**'

'**নেওশাতেলের কেন্দ্রীয় শাখা** ঘটনাবলির দরুন **ভয়ানক মুশকিলের মধ্য দিয়ে গেছে,** তার বিচ্ছিন্ন কোনো কোনো সভ্যের আত্মত্যাগ ও সক্রিয়তা না থাকলে **তার ধ্বংস ঠেকানো যেত না।**'

'**লোক্ল্-এর কেন্দ্রীয় শাখা** কয়েক মাস ধরে **জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে** থাকার পর **শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।** অতি সম্প্রতি তা আবার সংগঠিত হয়েছে' —

স্পষ্টতই ষোলো জনের কংগ্রেসে দুজন প্রতিনিধি পাঠাবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে।

'শো-দে-ফোনে **সমাজতান্ত্রিক প্রচারের শাখা** আছে **সংকটজনক পরিস্থিতিতে**... তার অবস্থা ভালো তো হয়ই নি, **বরং খারাপ হয়েছে**।'

তারপর আসছে দুটি শাখা — **সাঁ-ইমিয়ে ও সর্নভিলের জ্ঞানপ্রচারণী চক্র,** যাদের শুধু উড়ো-উড়ো উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র, তাদের অবস্থা সম্পর্কে একটা কথাও বলা হয় নি।

বাকি থাকছে আদর্শ একটি শাখা, **কেন্দ্রীয়** শাখা বলে তার নামকরণ বিচার করলে নিজেই তা কেবল অন্যান্য অন্তর্হিত শাখার টুকরো মাত্র।

'সন্দেহ নেই, **মুতিয়ে**-র কেন্দ্রীয় শাখা দুর্দশা ভুগেছে অন্যান্যদের চেয়ে কম... তার কমিটি ফেডারেল কমিটির সঙ্গে নিয়ত সংযোগ রাখছে... **শাখাটি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি**...'

তার কারণ দেখানো হয়েছে:

'লৌকিক রীতিনীতি বজায় রাখা... শ্রমিক অধিবাসীদের **চমৎকার আনুকূল্য** হেতু মুতিয়ে শাখার ক্রিয়াকলাপ চলছে বিশেষ **অনুকূল** পরিস্থিতিতে; আমরা চাই, এই এলাকার শ্রমিক শ্রেণী যেন সর্ববিধ রাজনৈতিক লোকজন থেকে আরও বেশি স্বাধীন থাকে।'

এইভাবে এই রিপোর্ট থেকে সত্যই

'আত্মত্যাগ ও **ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধির** দিক দিয়ে ইউর ফেডারেশনের অনুগামীদের কাছে কী আশা করা যায় তার **যথাযথ ধারণা মিলছে**।'

তাঁরা এই কথা যোগ করে রিপোর্টের পরিপূরণ করতে পারতেন যে তাঁদের কমিটির প্রথম অধিষ্ঠান শো-দে-ফোনের শ্রমিকেরা তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক রাখতে সর্বদা অস্বীকার করেছে। অতি সম্প্রতি, ১৮৭২ সালের ১৮ জানুয়ারির সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ষোলো জনের সার্কুলারের জবাব দেয় লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত, তথা ১৮৭১ সালের মে মাসে রোমক কংগ্রেসের সিদ্ধান্তও তা অনুমোদন করে। এই শেষের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে:

'আন্তর্জাতিক থেকে চিরকালের জন্য বাকুনিন, গিলোম ও তাঁদের অনুগামীদের বিতাড়িত করা হোক।'

আর একটা কথাও কি যোগ করার দরকার হবে সর্নভিলের এই

তথাকথিত কংগ্রেসের তাৎপর্য সম্পর্কে যা তার অংশীদের কথাতেই, 'আন্তর্জাতিকের অভ্যন্তরে যুদ্ধ, প্রকাশ্য যুদ্ধ আহ্বান করেছে?'

অবশ্যই এই লোকেরা, নিজেরা যত তুচ্ছ ততই বেশি যাদের চিৎকার, তারা তর্কাতীত সাফল্য লাভ করেছে। সমগ্র উদারনৈতিক ও পুলিশী সংবাদপত্র খোলাখুলি তাদের পক্ষ নিয়েছে, সাধারণ পরিষদের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসা, আন্তর্জাতিকের ওপর তাদের দন্তহীন আক্রমণ সমস্ত দেশেই ভুয়া সংস্কারকদের পোষকতা লাভ করেছে। ইংলন্ডে তাদের সমর্থন করেছে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রবাদীরা, যাদের চক্রান্ত চূর্ণ হয় সাধারণ পরিষদে। ইতালিতে সমর্থন করেছে স্বাধীনচিত্ত গোঁড়ারা, যারা সম্প্রতি স্তেফানানির পতাকাতলে স্থাপন করেছে 'যুক্তিবাদীদের সার্বিক সমাজ', অবশ্য-অবশ্যই যার অধিষ্ঠান থাকবে রোমে, 'কর্তৃত্বপরায়ণ' ও 'সোপানতান্ত্রিক' সংগঠন, গঠন করা হয় নাস্তিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ, তার নিয়মাবলি অনুসারে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক দান করলেই তার অধিবেশন কক্ষে স্থাপিত হবে সে বুর্জোয়ার আবক্ষ মর্মর মূর্তি (১৩৫)। শেষত, জার্মানিতে তারা সমর্থন পেয়েছে বিসমার্কপন্থী সমাজতন্ত্রীদের, যারা প্রুশীয়-জার্মান সাম্রাজ্যের শাদা কামিজ-ওয়ালাদের (১৩৬) ভূমিকা পালন করছে, তাদের প্রকাশিত *Neuer Social-Demokrat* (১৩৭) নামে পুলিশী পত্রিকাটির কথা নয় নাই বলা গেল।

সনভিলের ধর্মসভাটি অবিলম্বে কংগ্রেস ডাকার দাবি করার জন্য আন্তর্জাতিকের সমস্ত শাখার কাছে করুণ আবেদন জানায়, যাতে, নাগরিক মালোঁ আর লেফ্রাঁসের ভাষায়, 'লন্ডন পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত অধিকার জবরদখল বন্ধ হয়', আর আসলে যাতে আন্তর্জাতিকের জায়গায় অ্যালায়েন্স এসে জুড়ে বসতে পারে। এই আবেদন এতই সুখোদ্রেককারী সাড়া পায় যে তৎক্ষণাৎ শেষ বেলজিয়ান কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কারচুপি করা নিয়ে ব্যস্ত হতে হয় তাদের। নিজেদের সরকারী মুখপত্রে (১৮৭২ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখের *Révolution Sociale*) তারা ঘোষণা করল:

'অবশেষে, যেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ব্রাসেল্‌সে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর একবাক্যে জরুরী সাধারণ কংগ্রেস আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাদের কংগ্রেসে বেলজিয়ান শাখাগুলি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা সনভিল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মিলে যায়।'

নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন যে বেলজিয়ান কংগ্রেস সোজাসুজি তার বিপরীত সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আসন্ন বেলজিয়ান কংগ্রেস, যা জুনের আগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তাকে তা আন্তর্জাতিকের **নিয়মিত কংগ্রেসে** পর্যালোচনার জন্য নতুন সাধারণ নিয়মাবলির খসড়া রচনার ভার দিয়েছে।

আন্তর্জাতিকের বিপুলসংখ্যাধিক সদস্যের সম্মতিতে সাধারণ পরিষদ বার্ষিক কংগ্রেস ডাকবে কেবল ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বরে।

৭

সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পরে **অ্যালায়েন্সের** অতি প্রভাবশালী ও অত্যুৎসাহী সদস্য আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ ফরাসি দেশান্তরীদের মধ্যে সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে প্রস্তুত এমন সাহায্যকারী রিক্রুট করার ভার নিয়ে লন্ডনে আসেন, যা তাঁদের মতে তিয়েরের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, নিজেদেরও পকেট খালি থাকবে না তাতে। আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ, তন্মধ্যে ব্রাসেল্‌স্‌ ফেডারেল পরিষদকেও সাধারণ পরিষদ এ'দের বোনাপার্টী অভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে **'সাম্রাজ্য ও নতুন ফ্রান্স। ফরাসিদের বিবেকের কাছে জনগণ ও যুবজনের আহ্বান'** নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁরা মুখোশটা ছুঁড়ে ফেলেন। এটি আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-র রচনা। ব্রাসেল্‌স্‌, ১৮৭২।

অ্যালায়েন্সের বুজরুকদের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ে তাঁরা ঘোষণা করেছেন:

'আমরা, ফরাসি প্রলেতারিয়েতের মহাবাহিনীর সংগঠক... আমরা, ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের প্রভাবশালী নেতা*, আমরা সৌভাগ্যবশত গুলি খেয়ে মরি নি, আমরা

---

* ১৮৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের *Égalité* (জেনেভা থেকে প্রকাশিত) পত্রিকায় 'লাঞ্ছনা মঞ্চে' শিরোনামায় আমরা পড়ি: 'ফ্রান্সের দক্ষিণে কমিউন আন্দোলনের পরাজয়ের ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসে নি, কিন্তু এখনই আমরা, ৩০ এপ্রিলের লিয়োঁ অভ্যুত্থানের শোকাবহ পরাজয়ের যারা সাক্ষী তাদের অধিকাংশেরা ঘোষণা করতে পারি যে এ অভ্যুত্থানের পরাজয় ঘটাবার অন্যতম একটা কারণ হল গ. ব্লাঁ-র

এসেছি এখানে ওদের (**আত্মম্ভরী পার্লামেণ্টারিয়ান, ভোজনপুষ্ট প্রজাতন্ত্রী, সবধরনের ভুয়া গণতন্ত্রী**) চোখের সামনে সেই পতাকা তুলতে, যার তলে আমরা লড়ছি, এবং প্রত্যাশিত কুৎসা, হুমকি ও সর্ববিধ আক্রমণ তুচ্ছ করে ডাক দিচ্ছি যন্ত্রণাজর্জর ইউরোপকে। এ ডাক উঠছে আমাদের চেতনার গভীর থেকে, অচিরেই তাতে সাড়া দেবে সমস্ত ফরাসির হৃদয়: **'সম্রাট জিন্দাবাদ!'**'

'কলঙ্কমণ্ডিত থুৎকারনিক্ষিপ্ত তৃতীয় নেপোলিয়নের জন্য প্রয়োজন চিত্তচমৎকারী পুনঃপ্রতিষ্ঠা,' —

এবং তৃতীয় আক্রমণের গোপন তহবিল থেকে অর্থপ্রাপ্ত শ্রী শ্রী আলবের রিশার ও গাস্পার ব্রাঁ তাঁর মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পেয়েছেন।

তবে ওঁরা স্বীকার করছেন যে

'আমাদের ভাবধারা বিকাশের স্বাভাবিক গতিই আমাদের সাম্রাজ্যের পক্ষপাতী করে তুলেছে।'

এ স্বীকৃতিতে **অ্যালায়েন্সের সমধর্মী**দের কর্ণকুহরে মধু বর্ষিত হওয়া উচিত। *Solidarité*-এর সেরা দিনগুলোর মতো আ. রিশার এবং গ. ব্রাঁ 'রাজনীতি থেকে বিরত থাকার' নিজেদের পুরানো বুলি ঝাড়ছেন, তবে 'বিকাশের স্বাভাবিক গতির' তথ্যাদিতে তা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবল নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্রে, যখন রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বায়ুসেবন থেকে বন্দী যেমন বিরত থাকে, তেমনি রাজনীতিতে কোনোরকম অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে শ্রমিকেরা।

কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চৌর্য, যিনি সর্বত্র ঢুকে পড়ে আড়ালে থাকা আ. রিশারের নির্দেশ পালন করছিলেন।

নিজেদের আগে থেকেই সুচিন্তিত কলকৌশল দ্বারা এই পাষণ্ডেরা অভ্যুত্থানী কমিটিগুলির প্রস্তুতি কর্মে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, ইচ্ছে করেই তাঁদের অপদস্থ করেছেন।

শুধু তাই নয়, লিয়োঁতে তাঁরা আন্তর্জাতিককে এতটা হেয় করেছেন যে প্যারিস বিপ্লবের সময় লিয়োঁর শ্রমিকেরা আন্তর্জাতিকের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস পোষণ করেছিল। এই থেকেই দেখা দিয়েছে সংগঠনশীলতার পরিপূর্ণ অনস্তিত্ব, এই থেকেই অভ্যুত্থানের পরাজয়, যে পরাজয় নিজেদের শক্তিতে ছেড়ে দেওয়া কমিউনের পরাজয়কে অনিবার্য করে তুলেছিল। এই রক্তাক্ত শিক্ষার পরই শুধু প্রচার মারফৎ আমরা লিয়োঁর শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি।

আলবের রিশার ছিলেন বাকুনিন ও তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দের আদরের দুলাল ও অবতার।'

তাঁরা ঘোষণা করেছেন: 'বিপ্লবীদের কাল ফুরিয়েছে... কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে জার্মানি ও ইংলন্ডে, সর্বাগ্রে জার্মানিতে। প্রসঙ্গত, ঠিক সেখানেই তা বহুদিন থেকে গুরুত্বসহকারে সংরচিত হয়ে আসছে পরে গোটা আন্তর্জাতিকে বিস্তৃতি লাভের জন্য এবং সমিতিতে **জার্মান প্রভাবের** এই উদ্বেগজনক সাফল্য তার বিকাশ রোধ করায়, অথবা সঠিকভাবে বললে ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণের যে শাখাগুলি কোনো একজন জার্মানের কাছ থেকেও কোনো একটা ধ্বনিও পায় নি, সেখানে তাকে একটা নতুন দিকে প্রবাহিত করায় কম সহায়তা করে নি।'

এখানে আমরা বড় বেশি শুনছি না কি খোদ মহা হেয়ারোফাণ্টের* গলা, যিনি অ্যালায়েন্স উদয়ের সময় থেকে রুশী হিসাবে **লাতিন জাতিগুলির** প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ মিশন গ্রহণ করেছিলেন? নাকি এটা *Révolution Sociale* (২ নভেম্বর, ১৮৭১)-এর 'সাঁচ্চা মিশনারিদের' কণ্ঠস্বর, যা

'আন্তর্জাতিকের ওপর জার্মান ও বিসমার্কী মানসিকতা চাপিয়ে দিতে চেষ্টিত পশ্চাদ্‌গামী আন্দোলনের'

কথা বলেছে?

তবে সৌভাগ্যবশত আন্তর্জাতিকের সত্যকার ঐতিহ্য রক্ষা পেল — শ্রী শ্রী আলবের রিশার ও গাস্পার ব্লাঁ-কে গুলি করে মারা হয় নি! সুতরাং, তাঁদের ব্যক্তিগত 'কাজ' দাঁড়াল ফ্রান্সের মধ্যাঞ্চল ও দক্ষিণে আন্তর্জাতিককে 'নতুন দিকে প্রবাহিত করা' — বোনাপার্টী শাখা গঠনের চেষ্টা মারফৎ আর শুধু এই কারণেই সেগুলি 'স্বায়ত্তাধিকারী'।

প্রলেতারিয়েতকে রাজনৈতিক পার্টিতে সংগঠিত করার যে প্রস্তাব লন্ডন সম্মেলন দিয়েছিল, সেকথা ধরলে, **'সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর আমরা'** — রিশার ও ব্লাঁ —

'শুধু সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বাদির নয়, তা বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা প্রকাশ পাচ্ছে জনগণের বিপ্লবী সংগঠনে তারও দ্রুত অবসান ঘটাব।' এককথায়, 'যা আন্তর্জাতিকের প্রধান শক্তি... বিশেষত **লাতিন জাতিগুলির** দেশে' 'শাখাগুলির স্বায়ত্তাধিকারের' মহান 'নীতি ব্যবহার করে'... (*Révolution Sociale*, ৪ জানুয়ারি) —

এই ভদ্রলোকেরা আন্তর্জাতিকের ভেতর নৈরাজ্যের বাজি ধরছেন।

নৈরাজ্য — এই হল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ থেকে একটিমাত্র বুলি ধার

* ম. বাকুনিন। — সম্পাঃ

নেওয়া তাঁদের গুরু বাকুনিনের জঙ্গী ঘোড়া। সমস্ত সমাজতন্ত্রী নৈরাজ্য বলতে বোঝে এই: প্রলেতারীয় আন্দোলনের লক্ষ্য—শ্রেণীর বিলোপ—সিদ্ধ হবার পর যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নগণ্য শোষক সংখ্যাল্পদের নিগড়ে উৎপাদকদের নিয়ে গঠিত সমাজের বিপুল অধিকাংশকে ধরে রাখার জন্য বিদ্যমান তা অন্তর্ধান করবে এবং শাসনের কাজ পরিণত হবে সাধারণ ব্যবস্থাপনার কাজে। অ্যালায়েন্স প্রশ্নটাকে রাখে উল্টো করে। শোষকদের হাতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রচণ্ড পুঞ্জীভবন চূর্ণ করার মোক্ষম উপায় হিসাবে তা প্রলেতারিয়েতের পঙ্‌ক্তিতে নৈরাজ্য ঘোষণা করে। এই অজুহাতে আন্তর্জাতিককে যখন পুরানো দুনিয়া দলন করতে চেষ্টিত তখন সে দাবি করে যে আন্তর্জাতিক তার সংগঠনের স্থলাভিষিক্ত করুক নৈরাজ্যকে। তিয়েরের প্রজাতন্ত্রের সম্রাট-বেশ আড়াল করে তাকে চিরস্থায়ী করার জন্য আন্তর্জাতিক পুলিশের আর বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না।*

লণ্ডন, ৫ মার্চ ১৮৭২
৩৩, রাটবন-প্লেস

১৮৭২ সালের জানুয়ারির
মাঝামাঝি থেকে ৫ মার্চের মধ্যে
ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত

ফরাসি ভাষায় লিখিত

১৮৭২ সালের জেনেভায়
পুস্তিকাকারে মুদ্রিত

---

* দ্যুফোর আইন সম্পর্কে রিপোর্টে জমিদার পরিষদের প্রতিনিধি সাকাজ সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছেন আন্তর্জাতিকের 'সংগঠনকে'। এ সংগঠন তাঁর চক্ষুশূল। 'এই ভয়ংকর সমিতির অগ্রমুখী আন্দোলন' প্রতিপন্ন করে তিনি বলে যান: 'এই সমিতি... তার পূর্ববর্তী গোষ্ঠীগুলির গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ... নাকচ করে। তার সংগঠন গঠিত ও পরিবর্তিত হয়েছে সকলের চোখের সামনে। এই সংগঠনের পরাক্রমের দৌলতে... ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে তার ক্রিয়াকলাপ ও প্রভাবের ক্ষেত্র। তা অনুপ্রবেশ করছে গোটা দেশে।' পরে সাকাজ সংগঠনের একটা 'সংক্ষিপ্ত বিবরণ' দিয়ে পরিশেষে বলেছেন: 'নিজেদের বিজ্ঞ ঐক্যে এই হল... এই বিস্তৃত সংগঠনটির পরিকল্পনা। তার শক্তি নিহিত খোদ তার পরিকল্পনায়ই, সাধারণ ক্রিয়াকলাপে সংযুক্ত তার অনুগামী জনগণের মধ্যে এবং শেষত তাদের আন্দোলনে প্রণোদিত করে যে দুর্দম প্রেরণা, তাতেও তার শক্তি নিহিত।'

হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

লণ্ডন, ১২ এপ্রিল, ১৮৭১

...আমার 'আঠারোই ব্রুমেয়ারের'* শেষ অধ্যায়ে দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি, আগের মতো আমলাতান্ত্রিক-সামরিক যন্ত্রটিকে এক হাত থেকে আর এক হাতে তুলে দেওয়া ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে না, হবে ঐ যন্ত্রটিকে **চূর্ণ করা** এবং এই হচ্ছে মহাদেশে প্রত্যেক সত্যকার গণবিপ্লবের প্রাথমিক শর্ত। আর প্যারিসে আমাদের বীর কমরেডরা ঠিক এরই চেষ্টা করছেন। এই প্যারিসবাসীদের কী স্থিতিস্থাপকতা, কী ঐতিহাসিক উদ্যোগ, কী আত্মত্যাগের ক্ষমতা! বহিঃশত্রুর চেয়েও বরং আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই সংঘটিত ছয়মাসব্যাপী অনাহার ও ধ্বংসের পর প্রুশীয় সঙ্গিনের তলায় তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, যেন ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে কখনও যুদ্ধই হয় নি এবং শত্রু যেন প্যারিসের প্রবেশদ্বারে আর বসে নেই! ইতিহাসে অনুরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত আর নেই! যদি তাঁরা পরাজিত হন, তবে দোষ শুধু তাঁদের 'উদার স্বভাবের'। প্রথমে ভিনয় এবং পরে প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর প্রতিক্রিয়াশীল অংশটা প্যারিস থেকে পালাবার পরই তাঁদের উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে অভিযান চালিয়ে ভার্সাইয়ে আসা। বিবেকের দ্বিধার জন্যই তাঁরা সুযোগ হারালেন। তাঁরা **গৃহযুদ্ধ শুরু করতে** চান নি, যেন প্যারিসকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করে বিকট গর্ভস্রাব তিয়েরের আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেন নি! দ্বিতীয় ভুল: কমিউনকে পথ করে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটাও সেই ভুয়া

---

* বর্তমান সংস্করণের ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। সম্পাঃ

আশঙ্কায় পর্যবসিত 'সাধুতা' থেকে! সে যাই হোক না কেন, পুরানো সমাজের নেকড়ে, শুয়োর ও কুত্তাগুলো যদি প্যারিসের এই বর্তমান অভ্যুত্থানকে চূর্ণ করে দেয়ও, তবুও প্যারিসের জুন অভ্যুত্থানের পর এই অভ্যুত্থানই হল আমাদের পার্টির সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি। স্বর্গাভিযানী এই প্যারিসবাসীদের তুলনা করা যাক সেই জার্মান-প্রুশীয় পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের দাসদের সঙ্গে, যে সাম্রাজ্যের মান্ধাতার আমলের ছদ্মবেশনৃত্য ভরে উঠেছে ফৌজী ব্যারাক, গির্জা, যুঙ্কারতন্ত্র এবং সর্বোপরি কূপমণ্ডূকতার দুর্গন্ধে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি। লুই বোনাপার্টের কোষাগার থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্যপ্রাপ্তদের যে তথ্য **সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়েছে** তাতে লেখা আছে ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে **ফগ্‌ট** ৪০,০০০ ফ্রাঙ্ক পেয়েছেন! পরে ব্যবহারের জন্য তথ্যটা আমি লিব্‌ক্লেখ্‌টকে জানিয়েছি।

তুমি আমাকে হাকস্টহাউজেন (১৩৮) পাঠাতে পারো, কারণ সম্প্রতি আমি শুধু জার্মানি থেকে নয়, এমন কি পিটার্সবুর্গ থেকেও অক্ষত অবস্থায় নানাধরনের পুস্তিকাদি পাচ্ছি।

যেসব সংবাদপত্র পাঠিয়েছ তজ্জন্য ধন্যবাদ (অনুগ্রহ করে আরও পাঠাবে, কারণ জার্মানি, রাইখ্‌স্টাগ ইত্যাদি সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে চাই)।

জার্মান ভাষায় লিখিত

হানোভারস্থ ল. কুগেলমান সমীপে মার্কস

[লণ্ডন], ১৭ এপ্রিল, ১৮৭১

তোমার চিঠি পেয়েছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতভর্তি কাজ। তাই, মাত্র দুয়েক কথা লিখব। তুমি কেমন করে ১৮৪৯-এর ১৩ জুনের (১৩৯) পেটি-বুর্জোয়া মিছিল ইত্যাদির সঙ্গে প্যারিসের বর্তমান সংগ্রামের তুলনা করতে পারলে তা মোটেই বোধগম্য নয়।

শুধু অব্যর্থ অনুকূল সুযোগের শর্তেই যদি সংগ্রাম চালানো হয়, তাহলে তো দুনিয়ার ইতিহাস সৃষ্টি করা সত্যই খুব সোজা হয়ে যেত। ওদিকে আবার 'আপতিকতার' যদি কোনো ভূমিকা না থাকত তাহলে ইতিহাস অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির হয়ে উঠত। এই আপতিকতা স্বভাবতই সাধারণ বিকাশধারারই অঙ্গ এবং অন্যান্য আপতিক ঘটনা দিয়ে তাদের পরিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু বিকাশধারার ত্বরান্বয়ণ অথবা বিলম্বন খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে এই ধরনের 'আপতিকতার' উপর। যাঁরা গোড়াতেই আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁদের চরিত্রও এই 'আপতিকতার' অন্তর্ভুক্ত।

এবারের স্পষ্টতই প্রতিকূল 'আপতিকতাটা' কিন্তু কোনোক্রমেই ফরাসি সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে নয়, ফ্রান্সে প্রুশীয়দের উপস্থিতি এবং প্যারিসের ঠিক সম্মুখেই তাদের অবস্থানের মধ্যে। প্যারিসবাসীরা একথা ভালভাবেই জানত। ভার্সাইয়ের বুর্জোয়া ইতরগুলিও সেকথা ভালভাবেই জানত। ঠিক সেইজন্যই তারা প্যারিসবাসীদের সম্মুখে হয় লড়াই অথবা বিনা লড়াইয়ে আত্মসমর্পণ এই গত্যন্তরই খোলা রেখেছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর যে হতাশা আসত তা যে কোনো সংখ্যক 'নেতার' মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হত। প্যারিস কমিউনের কল্যাণে পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এর প্রত্যক্ষ পরিণাম যাই হোক না কেন, বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্বের একটা নতুন যাত্রা-বিন্দু তো লাভ করা গেল।

জার্মান ভাষায় লিখিত

টীকা

টীকা

(১) 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'—বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। প্যারিস কমিউনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এতে শ্রেণী-সংগ্রাম, রাষ্ট্র, বিপ্লব এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে মার্কসীয় মতবাদের মূলকথাগুলি আরও বিকশিত হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় সমিতির সমস্ত সভ্যের কাছে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের অভিভাষণ হিসাবে এটি লেখা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কমিউনারদের বীরোচিত সংগ্রামের মর্মার্থ ও তাৎপর্যের উপলব্ধিতে সমস্ত দেশের শ্রমিক শ্রেণীকে সশস্ত্র করা, এ সংগ্রামের বিশ্ব-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সমগ্র প্রলেতারিয়েতের আয়ত্তে এনে দেওয়া।

'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার' গ্রন্থে (এ সংস্করণে ৪ খণ্ড দ্রষ্টব্য) মার্কস বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ করার যে কথা বলেছিলেন, তা এই রচনায় সমর্থিত ও আরও বিকশিত হয়েছে। মার্কস এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'শ্রমিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে স্রেফ দখল করেই স্বীয় উদ্দেশ্যে চালু করতে পারে না' (এই খণ্ডের ৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। এ যন্ত্রকে চূর্ণ করে তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্রকে। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্রীয় রূপ হিসাবে নতুন ধরনের, প্যারিস কমিউন ধরনের রাষ্ট্র বিষয়ে মার্কসের এই সিদ্ধান্ত বিপ্লবী তত্ত্বে তাঁর নতুন অবদানের প্রধান কথা।

মার্কসের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' রচনাটি বহুল প্রচার লাভ করে। ১৮৭১-১৮৭২ সালে এটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের নানা দেশে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। পৃঃ ৭

(২) এঙ্গেলস এই ভূমিকাটি লেখেন প্যারিস কমিউনের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮৯১ সালে তৃতীয় জার্মান জয়ন্তী সংস্করণের জন্য। প্যারিস কমিউনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং মার্কস কর্তৃক 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে তার সাধারণীকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করে এঙ্গেলস তাঁর ভূমিকায় প্যারিস কমিউন নিয়ে, বিশেষত তাতে অন্তর্ভুক্ত ব্লাঙ্কিপন্থী ও প্রুধোঁপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে কিছু পরিপূরক মন্তব্য করেন। এই সংস্করণে এঙ্গেলস ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির

সাধারণ পরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিভাষণও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, বিভিন্ন ভাষায় পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও তা সাধারণত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ'-এর সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। পৃঃ ৭

(৩) নেপোলিয়নীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ১৮১৩-১৮১৪ সালের জার্মান জনগণের জাতীয়-মুক্তি যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭

(৪) ১৯ শতকের বিশের দশকে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের বিরোধী আন্দোলনের অংশীদের বলা হত **লোক-খেপানো বক্তা**। এ'রো জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বিরোধিতা করতেন এবং দাবি করতেন জার্মানির ঐক্য। সরকারের পক্ষ থেকে 'লোক-খেপানো বক্তাদের' বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমননীতি চালানো হয়। পৃঃ ৮

(৫) **সমাজতন্ত্রী বিরোধী জরুরী আইন** জার্মানিতে জারি হয় ১৮৭৮ সালের ২১ অক্টোবর। এ আইনে নিষিদ্ধ হয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সমস্ত সংগঠন, শ্রমিকদের গণসংগঠন, শ্রমিক পত্র-পত্রিকা, বাজেয়াপ্ত করা হয় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিরুদ্ধে চলে দমননীতি। ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের চাপে আইন তুলে নেওয়া হয় ১৮৯০ সালের ১ অক্টোবর। পৃঃ ৮

(৬) ১৮৩০ সালের জুলাইয়ে ফ্রান্সে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৯

(৭) **জুন অভ্যুত্থান** — ১৮৪৮ সালের ২৩-২৬ জুনে প্যারিস শ্রমিকদের বীরত্বমণ্ডিত অভ্যুত্থান, অসাধারণ নিষ্ঠুরতায় ফরাসি বুর্জোয়ারা তা দমন করে। ইতিহাসে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে এইটেই প্রথম মহান গৃহযুদ্ধ।

পৃঃ ১০

(৮) খ্রীঃ পূঃ ৪৪ থেকে ২৭ সাল অবধি গৃহযুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে, যা সমাপ্ত হয় রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। পৃঃ ১০

(৯) লেজিটিমিস্ট, অর্লিয়ান্সপন্থী ও বোনাপার্টপন্থীদের কথা বলা হচ্ছে।

লেজিটিমিস্ট — ফ্রান্সে ১৭৯২ সালে উৎখাত বুরবঁ রাজবংশের পক্ষপাতীদের পার্টি, বৃহৎ অভিজাত ভূস্বামী ও উচ্চ যাজকদের স্বার্থ দেখত তারা। পার্টি আকারে গঠিত হয় ১৮৩০ সালে, এই রাজবংশের দ্বিতীয়বার পতনের পর। ১৮৭১ সালে লেজিটিমিস্টরা প্যারিস কমিউনের বিরুদ্ধে সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল অভিযানে যোগ দেয়।

অর্লিয়ান্সপন্থী — বুরবঁ বংশের ছোটো তরফ, অর্লিয়ান্সের ডিউকের পক্ষপাতীরা, ১৮৩০ সালের জুলাই বিপ্লবে এ'রা ক্ষমতায় আসেন এবং ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে উৎখাত হন, অর্থজীবী অভিজাত সম্প্রদায় এবং বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতিনিধিত্ব করতেন এ'রা। পৃঃ ১০

(১০) **১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতা এবং দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের বোনাপার্টী আমল সূত্রপাতের কথা বলা হচ্ছে।** পৃঃ ১০

(১১) প্রথম প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় ১৭৯২ সালে, আঠারো শতকের মহান ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময়, ১৭৯৯ সালে তার স্থান নেয় কনসুলেট এবং পরে ১ম নেপোলিয়ন বোনাপার্টের প্রথম সাম্রাজ্য (১৮০৪-১৮১৪)। এই সময় বহু যুদ্ধ চালায় ফ্রান্স, তার ফলে অনেক বিস্তৃত হয় রাষ্ট্রের সীমান্ত। পৃঃ ১১

(১২) **১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধ**—জার্মানিতে নেতৃভূমিকার জন্য প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে বহু বছরের সংগ্রামের সমাপ্তি হয় এই যুদ্ধে, প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে জার্মানির ঐক্যসাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এটি। যুদ্ধ শেষ হয় অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে এবং জার্মান রাষ্ট্রে তার প্রভাব লুপ্ত হয়। পৃঃ ১১

(১৩) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সেদানের কাছে ১৮৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ফরাসি ফৌজ পরাভূত ও সম্রাটসহ বন্দী হয়। ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭১ সালের ১৯ মার্চ অবধি তৃতীয় নেপোলিয়ন ও সেনাপতিমণ্ডলী থাকে প্রুশীয় রাজাদের ভিল্‌হেলম্‌স্‌হোয়ে কেল্লায়। সেদান বিপর্যয়ে ত্বরান্বিত হয় দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং পরিণামে ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সে ঘোষিত হয় প্রজাতন্ত্র। তথাকথিত 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার' নামে গঠিত হয় নতুন সরকার। পৃঃ ১১

(১৪) ১৮৭১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে ভার্সাইয়ে একপক্ষে তিয়ের ও জ. ফাভ্‌র এবং অন্যপক্ষে বিসমার্ক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রাথমিক শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এ চুক্তির শর্ত অনুসারে ফ্রান্স অ্যালসেস এবং লরেনের পূর্বাংশ জার্মানিকে ছেড়ে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ দেয় ৫০০ কোটি পরিমাণ ফ্রাঙ্ক। চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মেইন তীরের ফ্রাঙ্কফুর্টে, ১৮৭১ সালের ১০ মে। পৃঃ ১৩

(১৫) **সম্ভাবনাবাদীরা** (possibilists) —ফরাসি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্রুস, মালোঁ প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন একটি সুবিধাবাদী ধারা, যা ১৮৮২ সালে ফ্রান্সের শ্রমিক পার্টিতে ভাঙন ঘটায়। এ ধারার নেতারা ঘোষণা করেন একটি সংস্কারবাদী নীতি: চেষ্টা করতে হবে শুধু 'সম্ভবপর' (possible)- এর জন্য, এই থেকেই পসিবিলিস্ট নামকরণ। পৃঃ ১৯

(১৬) সাধারণ পরিষদ থেকে ভার পেয়ে ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ শুরু হবার পরই মার্কস যে **প্রথম অভিভাষণ** লেখেন তাতে এবং ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বরে লিখিত **দ্বিতীয় অভিভাষণে** প্রতিফলিত হয়েছে সামরিকতা ও যুদ্ধের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাব, রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতি রূপায়ণের জন্য

মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রাম। শাসক শ্রেণীগুলির স্বার্থপর লক্ষ্যে বাধানো রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের সামাজিক কারণগুলি সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী আন্দোলন দমন করাও রাজ্যগ্রাসী যুদ্ধের উদ্দেশ্য। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়েছেন জার্মান ও ফরাসি শ্রমিকদের স্বার্থের ঐক্যে এবং উভয় দেশের শাসক শ্রেণীগুলির রাজ্যগ্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রামের জন্য তাদের ডাক দিয়েছেন। পৃঃ ২৩

(১৭) **প্লেবিসাইট** (সার্বিক গণভোট) তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৭০ সালের মে মাসে ঘোষণা করেন বাহ্যত সাম্রাজ্যের প্রতি জনগণের মনোভাব নির্ধারণের জন্য। ভোটের জন্য উপস্থাপিত প্রশ্নাদি এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে সর্ববিধ গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিরোধিতা না করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের নীতিতে অননুমোদন প্রকাশ করা যেত না। ফ্রান্সে প্রথম আন্তর্জাতিকের শাখাগুলি এই বাগাড়ম্বরী চালের মুখোশ খুলে দেয় এবং ভোটদানে বিরত থাকার আহ্বান জানায় নিজেদের সদস্যদের কাছে। প্লেবিসাইটের প্রাক্কালে তৃতীয় নেপোলিয়নকে হত্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগে প্যারিস ফেডারেশনের সদস্যরা গ্রেপ্তার হন। সরকার এই অভিযোগকে কাজে লাগায় ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে আন্তর্জাতিকের সদস্যদের বিরুদ্ধে দমন ও উসকানির এক ব্যাপক অভিযান চালাবার জন্য। ১৮৭০ সালের ২২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত প্যারিস ফেডারেশনের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে মামলা চলে, তাতে এ অভিযোগের মিথ্যা চরিত্র পুরোপুরি ফাঁস হয়ে যায়। তাহলেও আন্তর্জাতিকের বেশ কিছু সদস্যের কারাদণ্ড হয়, কেবল এইজন্য যে তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির লোক। ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের নিগ্রহে শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিবাদ জেগে ওঠে। পৃঃ ২৩

(১৮) ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭০ সালের ১৯ জুলাই। পৃঃ ২৪

(১৯) *Le Réveil* (জাগরণ) — ফরাসি পত্রিকা, বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র; প্যারিসে শ. দেলেক্লুজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের জুলাই থেকে ১৮৭১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। আন্তর্জাতিকের দলিলাদি এবং শ্রমিক আন্দোলনের খবরাখবর প্রকাশিত হত পত্রিকাটিতে। পৃঃ ২৪

(২০) *La Marseillaise* (মার্সেলিজ) — বামপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র, ফরাসি দৈনিক পত্রিকা; ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর অবধি প্যারিসে প্রকাশিত। আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ ও শ্রমিক আন্দোলনের খবর প্রকাশ করত পত্রিকাটি। পৃঃ ২৫

(২১) **১০ ডিসেম্বরের সঙ্ঘ** — গুপ্ত বোনাপার্টী দলের কথা বলা হচ্ছে; এটি গঠিত হয় প্রধানত শ্রেণীচ্যুত লোকজন, রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী, সামরিক মহল ইত্যাদির লোকেদের নিয়ে; এ সঙ্ঘের সদস্যরা ১৮৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফরাসি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

হিসাবে লুই বোনাপার্টের নির্বাচনে সহায়তা করে (এই থেকেই সঙ্ঘের নামকরণ)।
পৃঃ ২৫

(২২) **সাদোভার যুদ্ধ** হয় ১৮৬৬ সালের ৩ জুলাই, চেকিয়ায়, ১৮৬৬ সালের অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের নির্ধারক লড়াই এটি, যাতে অস্ট্রিয়ার ওপর জয়লাভ করে প্রাশিয়া।
পৃঃ ২৬

(২৩) ১৮০৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত জার্মানি ছিল ১০ শতকে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত জার্মান জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; তার লক্ষ্য ছিল সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা স্বীকারকারী সামন্ত রাজ্য ও স্বাধীন নগরগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। পৃঃ ৩১

(২৪) ১৬ শতকের গোড়ায় টিউটোনিক অর্ডারের অধিকারভুক্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ও রেচ পস্‌পলিতার সামন্ত অধীনতায় অবস্থিত প্রুশীয় ডিউক জমিদারির সঙ্গে (পূর্ব প্রাশিয়া) ১৬১৮ সালে যুক্ত হয় ব্রান্ডেনবুর্গের ইলেক্টরেট। এটি প্রুশীয় ডিউক সম্পত্তি হিসাবে ১৬৫৭ সাল অবধি ছিল পোল্যান্ডের সামন্ত রাজ্য, তখন সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধে পোল্যান্ডের মুশকিলের সুযোগ নিয়ে তা প্রুশীয় সম্পত্তির ওপর তার সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। পৃঃ ৩১

(২৫) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রথম ফ্রান্সবিরোধী কোয়ালিশনের অংশী প্রাশিয়া ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ১৭৯৫ সালের ৫ এপ্রিল যে আলাদা চুক্তি করে, সেই বাসেল শান্তি চুক্তির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩২

(২৬) **তিলজিত সন্ধি**—চতুর্থ ফ্রান্সবিরোধী কোয়ালিশনের অংশী, যুদ্ধে পরাজিত রাশিয়া ও প্রাশিয়া ১৮০৭ সালের ৭-৯ জুলাইয়ে এই চুক্তি করে নেপোলিয়নী ফ্রান্সের সঙ্গে। চুক্তির শর্ত ছিল প্রাশিয়ার পক্ষে গুরুভার, নিজের ভূখণ্ডের বড় একটা অংশ থেকে তা বঞ্চিত হয়। পৃঃ ৩৩

(২৭) উত্তর ও মধ্য জার্মানির ১৯টি রাজ্য ও ৩টি স্বাধীন শহরকে নিয়ে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান সংযুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালে গঠিত হয় বিসমার্কের প্রস্তাবানুসারে। এই লীগ গঠন প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে জার্মানির ঐক্যবিধানের একটা পর্যায়। জার্মান সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ায় ১৮৭১ সালের জানুয়ারিতে লীগের অস্তিত্ব লোপ পায়।
পৃঃ ৩৪

(২৮) নেপোলিয়নীয় প্রভুত্ব ভেঙে পড়ার পর জার্মানিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিজয়ের কথা বলছেন মার্কস; জার্মানিতে বজায় থাকে সামন্ততান্ত্রিক খণ্ডবিখণ্ডতা, জার্মান রাষ্ট্রগুলিতে জোরালো হয় সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা, অক্ষুণ্ণ রাখা হয় অভিজাতদের সমস্ত বিশেষ সুবিধা, বেড়ে ওঠে কৃষকদের আধা-ভূমিদাসসুলভ শোষণ।
পৃঃ ৩৫

(২৯) তৃতীয় নেপোলিয়নের অধিষ্ঠান—প্যারিসের তুইলেরিস প্রাসাদের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৩৬

(৩০) ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদানের জন্য ব্রিটিশ শ্রমিকদের আন্দোলনের কথা বলছেন মার্কস। ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে লণ্ডন এবং অন্যান্য বড় বড় শহরে অনুষ্ঠিত সভা ও শোভাযাত্রায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অবিলম্বে ফরাসি প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতিদানের দাবি তোলা হয়। এই আন্দোলনে প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদ সরাসরি অংশ নেয়। পৃঃ ৩৭

(৩১) ১৭৯২ সালে বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যে সামন্ততান্ত্রিক-স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জোট, তা গঠনে ইংলণ্ডের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর লুই বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতায় ফ্রান্সের বোনাপার্টী আমলকে ইউরোপে প্রথম যে স্বীকৃতি দেয় ইংলণ্ডের শাসক চক্রতন্ত্র তার ইঙ্গিত করেছেন মার্কস। পৃঃ ৩৭

(৩২) আমেরিকায় শিল্পপ্রধান উত্তর এবং আবাদ চালানো দাসমালিক দক্ষিণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় (১৮৬১-১৮৬৫) ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র দক্ষিণের পক্ষ নেয়। পৃঃ ৩৭

(৩৩) *Journal Officiel de la République Francaise* (ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকারি সংবাদপত্র) ছিল প্যারিস কমিউনের সরকারি মুখপত্র, প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ২০ মার্চ থেকে ২৪ মে অবধি; ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সরকারি মুখপত্রের নামটা অপরিবর্তিত থেকে যায় (প্যারিস কমিউনের সময় এই নামেই প্রকাশিত হত ভার্সাই থেকে তিয়েরের সরকারের পত্রিকা)। ৩০ মার্চ থেকে এটি প্রকাশিত হতে থাকে *Journal Officiel de la Commune de Paris* (প্যারিস কমিউনের সরকারি সংবাদপত্র) নামে। সিমোঁর পত্র প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায়। পৃঃ ৪০

(৩৪) ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি বিসমার্ক এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের প্রতিনিধি ফাভ্র 'যুদ্ধবিরতি এবং প্যারিসের আত্মসমর্পণের চুক্তিতে' স্বাক্ষর করেন। এই কলংকজনক আত্মসমর্পণ ছিল ফ্রান্সের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। স্বাক্ষরকালে প্রুশীয়দের অপমানকর শর্তে রাজী হন ফাভ্র, যথা: দু'সপ্তাহের মধ্যে ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক যুদ্ধক্ষতিপূরণ পরিশোধ, অধিকাংশ প্যারিস দুর্গগুলির সম্প্রদান, প্যারিস ফৌজের কামান ও গোলাবারুদ সমর্পণ। পৃঃ ৪১

(৩৫) Capitulards (আত্মসমর্পণকারীরা)—১৮৭০-১৮৭১ সালের অবরোধের সময় প্যারিস সমর্পণের পক্ষপাতীদের এই নামে নিন্দিত করা হত। পরে ফরাসি ভাষায় এতে সাধারণভাবেই আত্মসমর্পণকারী বোঝায়। পৃঃ ৪১

(৩৬) *L'Étendard* (নিশান)—বোনাপার্টপন্থী ফরাসি সংবাদপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৮ সাল অবধি। পত্রিকাটির অর্থসংস্থানের জন্য জুয়াচুরির ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পৃঃ ৪২

(৩৭) ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ফরাসি শেয়ার ব্যাঙ্ক Société Générale du Crédit Mobilier-এর কথা বলা হচ্ছে। ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সিকিউরিটির দাম নিয়ে দাঁওবাজি। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারি মহলের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৮৬৭ সালে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং ১৮৭১ সালে উঠে যায়। পৃঃ ৪২

(৩৮) *L'Électeur libre* (স্বাধীন নির্বাচক)—ফ্রান্সের দক্ষিণপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭১ সাল অবধি; ১৮৭০-১৮৭১ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে জড়িত। পৃঃ ৪২

(৩৯) বেরির ডিউকের সৎকারকালে লেজিটিমিস্টরা যে মিছিল করে তার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা ১৮৩১ সালের ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি সাঁ-জের্মাঁ ল'অক্‌সেরোয়া গির্জা এবং আর্চবিশপ কেলেঁ-র প্রাসাদ ধ্বংস করে। ধ্বংসকালে তিয়ের উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় রক্ষীদের তিনি বোঝান জনতার কাজে বাধা না দিতে।

১৮৩২ সালে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিয়েরের আদেশে ফরাসি সিংহাসনের লেজিটিমিস্ট দাবিদার কাউণ্ট শাম্বরের মা, ডাচেস দ্য বেরিকে গ্রেপ্তার করে অপমানকর ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয় তাঁর গোপন বিবাহ প্রকাশ করে দেওয়া এবং রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে। পৃঃ ৪৩

(৪০) ১৮৩৪ সালের ১৩-১৪ এপ্রিল তারিখে জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান দমনে তিয়েরের (তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) কুকীর্তির কথা বলছেন মার্কস। এই দমনের সঙ্গে সঙ্গে চলে সামরিক মহলের পাশবিকতা যারা ত্রাঁস্‌ননে রাস্তার একটি বাড়ির সমস্ত অধিবাসীদের কচুকাটা করে।

সেপ্টেম্বরের আইন—মুদ্রণের বিরুদ্ধে এই প্রতিক্রিয়াশীল আইন ফরাসি সরকার জারি করে ১৮৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে। এতে সম্পত্তি এবং বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধিতার জন্য কারাদণ্ড ও মোটারকমের জরিমানার ব্যবস্থা হয়। পৃঃ ৪৪

(৪১) ১৮৪১ সালের জানুয়ারিতে তিয়ের প্যারিসের চারিপাশে সামরিক গড় নির্মাণের এক প্রকল্প পেশ করেন প্রতিনিধি সভায়। বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক মহলগুলিতে এই প্রকল্পকে ধরা হয় গণ-আন্দোলন দমনের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা বলে। তিয়েরের প্রকল্পে শ্রমিক পল্লীগুলির কাছাকাছি বিশেষ শক্তিশালী দুর্গাদি স্থাপনের কথা ছিল। পৃঃ ৪৪

(৪২) ১৮৪৯ সালের এপ্রিলে অস্ট্রিয়া আর নেপল্‌স রাজ্যের সঙ্গে মিলে ফ্রান্স রোম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ অভিযান করে তাকে দমন করে পোপের ইহজাগতিক

ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য। বীরোচিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও রোম প্রজাতন্ত্রের পতন হয় এবং ফরাসি সৈন্যরা রোম দখল করে। পৃঃ ৪৫

(৪৩) ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৪৫

(৪৪) **শৃঙ্খলা পার্টি** — ১৮৪৮ সালে উদ্ভূত বৃহৎ রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের এই পার্টিটি ছিল ফ্রান্সের দুটি রাজতন্ত্রী উপদল — লেজিটিমিস্ট ও অর্লিয়ান্সপন্থীদের (৯ টীকা দ্রষ্টব্য) কোয়ালিশন; ১৮৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের কুদেতা অবধি দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের বিধান সভায় তা প্রাধান্য করেছে। পৃঃ ৪৫

(৪৫) ১৮৪০ সালের ১৫ জুলাই ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক লণ্ডনে মিশরের শাসক মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার একটি চুক্তি করে। মহম্মদ আলিকে সমর্থন করছিল ফ্রান্স। ফ্রান্স এবং জোটবদ্ধ ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে যুদ্ধের বিপদ দেখা দেয়। তবে ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ যুদ্ধ করার সাহস না পেয়ে মহম্মদ আলিকে সমর্থন করতে অস্বীকার করেন। পৃঃ ৪৬

(৪৬) বিপ্লবী প্যারিসকে দমনার্থে ভার্সাই ফৌজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিয়ের বিসমার্ককে অনুরোধ করেন যেন ফরাসি যুদ্ধবন্দী, বিশেষ করে সেদান ও মেৎসে আত্মসমর্পণকারী ফৌজ থেকে লোক নিয়ে তাঁর সৈন্যদল বৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়। পৃঃ ৪৬

(৪৭) ১৮৭১ সালে বোর্দোতে ফ্রান্সের জাতীয় সভা বসে। পৃঃ ৪৭

(৪৮) 'অতুলনীয় পরিষদ' chambre introuvable — ১৮১৫-১৮১৬ সালে (রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার গোড়ায়) চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ে ফ্রান্সের প্রতিনিধি পরিষদ। পৃঃ ৪৯

(৪৯) **'জমিদার পরিষদ', 'গ্রাম্য সভা'** — প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী — গ্রাম্য এলাকা থেকে নির্বাচিত মফস্বলী জমিদার, রাজপুরুষ, কুসীদজীবী, কারবারীদের নিয়ে ফ্রান্সের ১৮৭১ সালের যে জাতীয় সভা বসে বোর্দোতে, তার এই বিদ্রূপাত্মক উপনাম জুটেছিল। এ সভার ৬৩০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪৩০ জনই ছিল রাজতন্ত্রী। পৃঃ ৪৯

(৫০) ১৮৭০ সালের ১৩ আগস্ট থেকে ১২ নভেম্বরের মধ্যে যেসব আর্থিক দায় গৃহীত হয়েছিল তার 'পরিশোধ মুলতবি রাখার আইন' জাতীয় পরিষদে পাশ হয় ১৮৭১ সালের ১০ মার্চ। ১২ নভেম্বরের পরে গৃহীত দায়ের ক্ষেত্রে এ মুলতবি প্রযোজ্য ছিল না। এ আইনে শ্রমিক ও অল্পবিত্ত মানুষেরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ছোটো ছোটো বহু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে পড়ে। পৃঃ ৫০

(৫১) Décembriseur— ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর বোনাপার্টের রাষ্ট্রীয় কুদেতার অংশী এবং সেই ঢঙে কাজ চালাবার পক্ষপাতী। পৃঃ ৫০

(৫২) সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় যে তিয়ের সরকার যে আভ্যন্তরীণ ঋণ চাল্ করে, তা থেকে 'কমিশন' হিসাবে ৩০ কোটি ফ্রাংক পাবার কথা ছিল তিয়ের এবং তাঁর সরকারের অন্যান্য সদস্যদের। ১৮৭১ সালের ২০ জন্ন প্যারিস কমিউন দমনের পর এই ঋণ আইন পাশ হয়। পৃঃ ৫০

(৫৩) **কায়েন**—ফরাসি গায়ানার (দক্ষিণ আমেরিকা) শহর, রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েদখাটুনি ও নির্বাসনের জায়গা। পৃঃ ৫২

(৫৪) *Le National* (জাতীয় পত্রিকা)—১৮৩০ থেকে ১৮৫১ সাল অবধি প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফরাসি দৈনিক পত্রিকা; নরমপন্থী প্রজাতন্ত্রীদের মুখপত্র। পৃঃ ৫৪

(৫৫) ১৮৪৮ সালের জুনে প্যারিসের শ্রমিক অভ্যুত্থানের নির্মম দমনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫৪

(৫৬) জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার প্রুশীয়দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একথা জানতে পেরে **১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর** প্যারিসের শ্রমিক ও জাতীয় রক্ষীদের বিপ্লবী অংশ অভ্যুত্থিত হয় এবং টাউন হল দখল করে ব্লাঙ্কির নেতৃত্বে বৈপ্লবিক ক্ষমতার মুখপাত্র 'সামাজিক ত্রাণ কমিটি' গঠন করে। শ্রমিকদের চাপে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার পদত্যাগ করা এবং ১ নভেম্বর কমিউনে নির্বাচনের দিন ধার্য করার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্যারিসের বৈপ্লবিক শক্তির যথেষ্ট সংগঠনশীলতা না থাকায় এবং অভ্যুত্থানের পরিচালক ব্লাঙ্কিপন্থী এবং পেটি-বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জ্যাকোবিনদের মধ্যে মতান্তরের সুযোগ নিয়ে সরকার জাতীয় রক্ষিবাহিনীর যে ব্যাটালিয়নগুলি তাদের পক্ষে থেকে গিয়েছিল তাদের সাহায্যে টাউন হল অধিকার ও নিজেদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পৃঃ ৫৪

(৫৭) **ব্রেতোঁ**—ব্রেতোঁর সচল রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ত্রশ্যু এদের কাজে লাগায়।

কর্সিকানরা—দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে এরা ছিল সশস্ত্র পুলিশের বড় একটা অংশ। পৃঃ ৫৫

(৫৮) **১৮৭১ সালের ২২ জানুয়ারি** ব্লাঙ্কিপন্থীদের উদ্যোগে প্যারিসের শ্রমিক ও জাতীয় রক্ষীরা বৈপ্লবিক শোভাযাত্রা করে সরকারের উচ্ছেদ ও কমিউন প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের আদেশে টাউন হল রক্ষায় নিযুক্ত ব্রেতোঁর সচল বাহিনী শোভাযাত্রীদের ওপর গুলি চালায়। সন্ত্রাসের সাহায্যে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে সরকার প্যারিস সমর্পণের জন্য তৈরি হতে থাকে। পৃঃ ৫৫

(৫৯) *Sommations* (ছত্রভঙ্গ হবার হুঁশিয়ারি)—কতকগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইন

অনুসারে জনতাকে ছত্রভঙ্গ হবার জন্য তিনবার সতর্ক করে দেবার পর সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দাঙ্গা আইন (Riot act) ইংলন্ডে জারি হয় ১৭১৫ সালে, তাতে ১২ জন লোকের বেশি সর্ববিধ 'দাঙ্গাবাজ জমায়েত' নিষিদ্ধ হয়। আইন লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা বিশেষ সতর্কবাণী পড়ে শোনাতে বাধ্য থাকতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ না হলে শক্তি প্রয়োগ করা চলত। পৃঃ ৫৬

(৬০) প্যালেস্টাইনের প্রাচীন শহর জেরিকোর দেওয়াল, বাইবেলের কিংবদন্তি অনুসারে, ভেঙে পড়ে ইহুদিদের পবিত্র শিঙার আওয়াজে। রূপকার্থে — দ্রুত ধ্বসে পড়া দুর্গ। পৃঃ ৫৬

(৬১) ৩১ অক্টোবরের ঘটনাবলির সময় (৫৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য) জনৈক অভ্যুত্থানী জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সভ্যদের গুলি করে মারার যে আহ্বান জানায় ফ্লুরাঁস তাতে বাধা দেন। পৃঃ ৫৮

(৬২) জামীনদের সম্পর্কে মার্কস যে ডিক্রিটির কথা বলছেন তা কমিউন গ্রহণ করে ১৮৭১ সালের ৫ এপ্রিল (মার্কস তারিখ দিয়েছেন ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশ অনুসারে)। এতে করে ভার্সাই-এর সঙ্গে যোগাযোগে অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি তাদের অপরাধ প্রমাণ সাপেক্ষে জামীন বলে ঘোষিত হয়। ভার্সাই যে কমিউনারদের গুলি করে মারছিল এই ব্যবস্থা নিয়ে তাতে বাধা দেবার চেষ্টা করে কমিউন। পৃঃ ৫৯

(৬৩) ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় কুদেতার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৫৯

(৬৪) *The Times* (কাল) — রক্ষণশীল ধারার বৃহৎ দৈনিক পত্র; লন্ডনে প্রকাশিত হচ্ছে ১৭৮৫ সাল থেকে। পৃঃ ৬০

(৬৫) Investiture — পদাধিকারী নিয়োগের ব্যবস্থা, যাতে সোপানতন্ত্রের নিচু ধাপের লোক থাকে উঁচু ধাপের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে। পৃঃ ৬৬

(৬৬) **জিরন্দপন্থী** — আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় বৃহৎ বুর্জোয়াদের পার্টি (নামকরণ হয় জিরন্দ ডিপার্টমেন্ট থেকে)। এরা ডিপার্টমেন্টগুলির স্বায়ত্তাধিকার ও ফেডারেশন দাবি করত। পৃঃ ৬৭

(৬৭) *Kladderadatsch* — ১৮৪৮ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত সচিত্র ব্যঙ্গ সাপ্তাহিক। পৃঃ ৬৮

(৬৮) *Punch, or the London Charivari* (পাঞ্চ, অথবা লন্ডন হট্টগোল) — বুর্জোয়া-উদারনৈতিক ধারার সাপ্তাহিক কৌতুক পত্রিকা, ১৮৪১ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। পৃঃ ৬৮

(৬৯) তিন বছরের জন্য সমস্ত ঋণপরিশোধ মুলতবি এবং তার সুদ প্রদান নাকচ করে প্যারিস কমিউন ১৮৭১ সালের ১৬ এপ্রিল যে ডিক্রি জারি করে, তার কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ৭১

(৭০) অধমর্ণদের ঋণপরিশোধ মুলতবি রাখা নিয়ে যে 'প্রীতিমূলক সম্মতির' বিল সংবিধান সভা ১৮৪৮ সালের ২২ আগস্ট অগ্রাহ্য করে, তার কথা বলছেন মার্কস। এর ফলে ছোটো বুর্জোয়াদের বড় একটা অংশ একেবারে ধ্বংস পায় এবং বৃহৎ বুর্জোয়া ঋণদাতাদের খপ্পরে পড়ে। পৃঃ ৭১

(৭১) Frères ignorantins (অজ্ঞাচারী ভ্রাতৃদল)—১৬৮০ সালে রেইমসে গঠিত একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপনাম, এর সভ্যরা দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করার ব্রত নেয়; শিক্ষার্থীরা এদের বিদ্যালয়ে প্রধানত পেত ধর্মশিক্ষা, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানলাভ হত যৎকিঞ্চিৎ। পৃঃ ৭১

(৭২) **ডিপার্টমেণ্টগুলির প্রজাতান্ত্রিক সংঘ**—ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব লোক প্যারিসে বাসা পেতেছিল তাদের পেটি-বুর্জোয়া স্তরের প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক সংগঠন; এরা ভার্সাই সরকার ও রাজতন্ত্রী জাতীয় সভার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলিতে প্যারিস কমিউনকে সমর্থনের জন্য আহ্বান জানায়। পৃঃ ৭১

(৭৩) ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় যাদের ভবনাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, সেই দেশান্তরীরা ফিরলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য ১৮২৫ সালের ২৭ এপ্রিল যে আইন পাশ হয়, মার্কস তার কথা বলছেন। পৃঃ ৭১

(৭৪) **ভাঁদোম স্তম্ভ** প্যারিসে স্থাপিত হয় ১৮০৬-১৮১০ সালে শত্রুর কামান থেকে গলানো ব্রোঞ্জ দিয়ে, নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিজয়ের প্রতীক হিসাবে, তার শিরোভূষণ ছিল প্রথম নেপোলিয়নের মূর্তি। ১৮৭১ সালের ১৬ মে প্যারিস কমিউনের নির্দেশে ভাঁদোম স্তম্ভ ভেঙে ফেলা হয়। পৃঃ ৭৪

(৭৫) পিক্‌পুস মঠ তল্লাসির ফলে সেখানে সন্ন্যাসিনীদের বহু বছর ধরে সেলে বন্দী রাখার ঘটনা ধরা পড়ে, নির্যাতনের যন্ত্রাদিও পাওয়া যায়। সাঁ লরাঁ গির্জায় পাওয়া যায় হত্যার সাক্ষ্যস্বরূপ গোপন কবরখানা। কমিউন এই তথ্যগুলি প্রকাশ করে দেয় *Mot d'Ordre* (সংকেতবাক্য) পত্রিকায়, ১৮৭১ সালের ৫ মে। পৃঃ ৭৬

(৭৬) ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হোয়েতে (১৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য) ফরাসি যুদ্ধবন্দীদের প্রধান কাজ ছিল নিজস্ব ব্যবহারের জন্য সিগারেট পাকানো। পৃঃ ৭৬

(৭৭) **অ্যাবসেণ্টি** (absent শব্দ থেকে—অনুপস্থিত)—বড় বড় ভূস্বামী, সাধারণত এরা নিজেদের মহালে বাস করত না, তা চালাত নায়েব-গোমস্তা দিয়ে, অথবা দাঁওবাজ

মধ্যস্বত্বভোগীদের ইজারা দিত, তারা আবার গোলামী শর্তে তা খাজনায় দিত ছোটো ছোটো প্রজার কাছে। পৃঃ ৭৭

(৭৮) ১৭৮৯ সালের ৯ জুলাই ফ্রান্সের জাতীয় সভা নিজেদের সংবিধান সভা বলে ঘোষণা করে এবং প্রথমদিককার স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী রূপান্তর চালু করে। পৃঃ ৭৮

(৭৯) Francs-fileurs (আক্ষরিক অর্থে 'স্বাধীন পলাতক') — অবরোধের সময় প্যারিস থেকে পলাতক বুর্জোয়াদের বিদ্রূপাত্মক উপনাম। প্রুশীয়দের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামী পার্টিজান fracs-tireurs শব্দটার ধ্বনির মিল থাকায় ব্যঙ্গ প্রকটিত হয়েছে ভালো। পৃঃ ৭৯

(৮০) **কবলেন্‌ট্‌স** — জার্মানির শহর, আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় অভিজাত-রাজতন্ত্রী দেশান্তরীদের কেন্দ্র, বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের আয়োজন হয় এখান থেকে। ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল, ১৬শ লুই-য়ের প্রাক্তন মন্ত্রী দ্য কালোনের নেতৃত্বে দেশান্তরী সরকার স্থান নেয় কবলেন্‌ট্‌সে। পৃঃ ৭৯

(৮১) ব্রিতানিতে রিক্রুট করা রাজতন্ত্রি মনোভাবাপন্ন ভার্সাই ফৌজকে কমিউনাররা শুয়ান আখ্যা দিয়েছিল আঠারো শতকের ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে প্রতিবিপ্লবী হাঙ্গামার অংশীদের তুলনা টেনে। পৃঃ ৮০

(৮২) প্যারিসে প্রলেতারীয় বিপ্লব, যাতে পরিণামে গঠিত হয় প্যারিস কমিউন, তার প্রভাবে লিয়োঁ এবং মার্সেইয়ে কমিউন ঘোষণার লক্ষ্যে বিপ্লবী অভিযান দেখা দেয়। তবে জন-অভ্যুত্থানকে নৃশংসভাবে দমন করে সরকারী সৈন্যবাহিনী। পৃঃ ৮১

(৮৩) জাতীয় সভায় দ্যুফোর সামরিক আদালতের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যে আইন পাশ করান তাতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বিচার শেষ ও দণ্ড কার্যকরী করার কথা ছিল। পৃঃ ৮২

(৮৪) ১৮৬০ সালের ২৩ জানুয়ারি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তির কথা বলা হচ্ছে। এ চুক্তিতে ফ্রান্স নিষেধাত্মক শুল্ক নীতি প্রত্যাহার করে করের প্রবর্তন করে। এর পরিণামে ব্রিটেন থেকে মাল আমদানির ফলে ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে, ফরাসি শিল্পপতিরা এতে ক্ষুব্ধ হয়। পৃঃ ৮৪

(৮৫) খ্রীঃ পূঃ ১ শতকে দাসমালিক রোম প্রজাতন্ত্রে সংকটের নানা পর্যায়ে প্রাচীন রোমে যে সন্ত্রাস ও রক্তপাতী দমনের পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, তার কথা বলা হচ্ছে। **সুলার একনায়কত্ব** — (খ্রীঃ পূঃ ৮২-৭৯ বর্ষ)। **প্রথম ও দ্বিতীয় রোমক শাসকত্রয়** (খ্রীঃ পূঃ ৬০-৫৩ এবং ৪৩-৩৬ বর্ষ) — রোমক সেনাপতিদের একনায়কত্ব,

প্রথম ক্ষেত্রে — পম্পেই, সিজার ও ক্রাস, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে — অক্টাভিয়ান, আণ্টনি ও লেপিড। পৃঃ ৮৭

(৮৬) *Journal de Paris* (প্যারিস সংবাদপত্র) — ১৮৬৭ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত রাজতন্ত্রী-অর্লিয়ান্সপন্থী ধারার সাপ্তাহিক পত্রিকা। পৃঃ ৮৭

(৮৭) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় ১৮১৪ সালের আগস্টে ব্রিটিশ সৈন্য ওয়াশিংটন দখল করে ক্যাপিটোল (কংগ্রেস ভবন), শ্বেত ভবন এবং রাজধানীর অন্যান্য সামাজিক ভবন পুড়িয়ে দেয়।

১৮৬০ সালের অক্টোবরে চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসি সৈন্যদল চীনা স্থাপত্য ও শিল্পের অতি সমৃদ্ধ সংগ্রহ, পিকিঙের সন্নিকটস্থ গ্রীষ্ম প্রাসাদ লুট করে এবং পরে পুড়িয়ে দেয়। পৃঃ ৮৯

(৮৮) **প্রিটোরীয়** — প্রাচীন রোমে সেনাপতি বা সম্রাটের বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনী নাম। প্রিটোরীয়রা প্রায়ই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে যোগ দিত এবং সিংহাসনে নিজেদের হাতের লোককে বসাত। প্রিটোরীয় কথাটা পরে ভাড়াটে সৈনিকবৃত্তি এবং সামরিক মহলের অত্যাচার অনাচারের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ৯১

(৮৯) প্রুশীয় প্রতিনিধি পরিষদকে মার্কস 'chambre introuvable' ('অতুলনীয় পরিষদ') বলেছেন ফরাসি পরিষদের সঙ্গে (৪৮ নং টীকা দ্রষ্টব্য) তুলনা করে। ১৮৪৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত এই সভা গঠিত হয় বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতদের 'ভদ্র কক্ষ' এবং দ্বিতীয় কক্ষ নিয়ে যার দুই ধাপী নির্বাচনে অনুমতি পেত কেবল তথাকথিত 'স্বাধীন প্রুশীয়রা'। দ্বিতীয় কক্ষে নির্বাচিত বিসমার্ক ছিলেন তার চরম দক্ষিণপন্থী য়ুঙ্কার জোটের অন্যতম নেতা। পৃঃ ৯২

(৯০) ১৮৭১ সালের ২৮ মে হয় হুইট সান্‌ডি (খ্রীষ্টীয় পার্বণ)। পৃঃ ৯৩

(৯১) *The Daily News* (দৈনিক সংবাদ) — ব্রিটিশ উদারনৈতিক পত্রিকা, শিল্পপতি বুর্জোয়াদের মুখপত্র, উক্ত নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৩০ সাল অবধি। পৃঃ ৯৬

(৯২) *Le Temps* (কাল) — রক্ষণশীল ধারার ফরাসি দৈনিক পত্রিকা, বৃহৎ বুর্জোয়ার মুখপত্র; প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল অবধি। পৃঃ ৯৭

(৯৩) *The Evening Standard* (সান্ধ্য পতাকা) — ব্রিটিশ রক্ষণশীল পত্রিকা *Standard*-এর সান্ধ্য সংস্করণ; লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৫৭-১৯০৫ সাল অবধি, পরে স্বাধীন মুখপত্র। পৃঃ ৯৭

(৯৪) উক্ত পত্রটি ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলসের লেখা। পৃঃ ৯৭

(৯৫) *The Spectator* (দর্শক) — উদারনৈতিক ধারার ইংরেজি সাপ্তাহিক, লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮২৮ সাল থেকে। পৃঃ ৯৯

(৯৬) **'আন্তর্জাতিকে তথাকথিত ভাঙন'** — শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির (প্রথম আন্তর্জাতিক) সাধারণ পরিষদের অপ্রকাশ্য সার্কুলার। ১৮৭২ সালের ৫ মার্চ সাধারণ পরিষদে মার্কস এর মূল প্রতিপাদ্যগুলি পেশ করেছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস এতে গণ শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন গোষ্ঠীবাদের একটি অভিব্যক্তি রূপে বাকুনিনবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, যার বৈশিষ্ট্য হল তাত্ত্বিক পশ্চাৎপদতা ও গণ বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতা, মতান্ধতা ও 'বৈপ্লবিক' হঠকারিতা। সমগ্রভাবে তাঁরা গোষ্ঠীবাদের সামাজিক মূল খুলে দেখান, যা শ্রমিক শ্রেণীর ওপর পেটি-বুর্জোয়া স্তরের প্রভাবের মধ্যে নিহিত। মার্কস ও এঙ্গেলস এই কথায় জোর দেন যে, গোষ্ঠীগুলির বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণীর থাকা চাই নিজস্ব গণ বৈপ্লবিক সংগঠন। এরূপ সংগঠন হল আন্তর্জাতিক, যা সমস্ত দেশের প্রলেতারিয়েতের সাঁচ্চা ও সংগ্রামী সংগঠন। সাধারণ পরিষদকে নেহাৎ একটা করেসপণ্ডিং ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে পরিণত করা হোক, বাকুনিনপন্থীদের এ দাবি কার্যকৃত হলে ভাবাদর্শের দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ নিজেদের সুশৃঙ্খল সংগঠন গড়ার কাজ প্রলেতারিয়েতকে ছেড়ে দিতে হত। সাধারণ পরিষদের কাজের প্রশ্নে মার্কস ও এঙ্গেলসের সংগ্রাম ছিল মূলত প্রলেতারীয় পার্টির সাংগঠনিক নীতির জন্য সংগ্রাম। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে সার্কুলারটি ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৭২ সালের মে মাসের শেষাশেষি। পৃঃ ১০১

(৯৭) গত শতকের ৫০-এর দশকের শেষ থেকে ব্রিটিশ শ্রমিকদের একটা মৌলিক দাবি ছিল নয়-ঘণ্টা শ্রমদিন প্রবর্তন। ১৮৭১ সালের মে মাসে নিউ কাস্‌লের নির্মাণ শ্রমিক ও যন্ত্রনির্মাণ শ্রমিকদের একটা বড় ধর্মঘট শুরু হয়। তার পরিচালনায় ছিল নয়-ঘণ্টা শ্রমদিনের জন্য সংগ্রামের লীগ, ট্রেড ইউনিয়ন বহির্ভূত শ্রমিকদের তা প্রথম সংগ্রামে টেনে আনে। বাইরে থেকে ইংলণ্ডে ধর্মঘটভঙ্গকারীদের যে আমদানি শুরু হয়েছিল তাতে বাধা দেবার জন্য লীগের সভাপতি বার্নেট আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের কাছে আবেদন করেন। সাধারণ পরিষদের উদ্যোগী সমর্থনে ধর্মঘটভঙ্গকারীদের আমদানি বানচাল হয়ে যায়। ১৮৭১ সালের অক্টোবরে নিউ কাস্‌লের ধর্মঘট জয়লাভ করে: তাদের জন্য চালু হয় ৫৪-ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ।

পৃঃ ১০২

(৯৮) ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে আন্তর্জাতিকের রুদ্ধদ্বার সম্মেলন ডাকার যে প্রস্তাব এঙ্গেলস আনেন, সাধারণ পরিষদে তা গৃহীত হয় ১৮৭১ সালের ২৫ জুলাই। এই সময় থেকে সম্মেলনের সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্য বিপুল কাজ চালান মার্কস ও এঙ্গেলস। কাজের সূচি ও খসড়া সিদ্ধান্ত রচনা করেন তাঁরা, সাধারণ পরিষদে আলোচিত হয়ে তা পেশ করা হয় লণ্ডন সম্মেলনে। পৃঃ ১০৩

(৯৯) **প্রথম আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালের ৬-১১ সেপ্টেম্বর। তাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ঐক্যবদ্ধ করা, আন্তর্জাতিকের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি এবং সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী কংগ্রেস বসার কথা ছিল প্যারিসে ১৮৭০ সালে।

পৃঃ ১০৩

(১০০) ১৮৬৫ সালের ২৫-২৯ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত লণ্ডন সম্মেলনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১০৩

(১০১) কমিউনের দেশান্তরীদের যাতে ইউরোপীয় সরকারেরা সাধারণ ফৌজদারী অপরাধী হিসাবে গ্রেপ্তার করে সম্প্রদান করে, বিদেশস্থ ফরাসি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিকট প্রেরিত জ. ফাভ্রের ১৮৭১ সালের ২০ মে তারিখের সার্কুলারে তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়।

ফরাসি জাতীয় সভার বিশেষ কমিশন কর্তৃক আইনের খসড়া দ্যুফোর পেশ করেন এবং তা গৃহীত হয় ১৮৭২ সালের ১৪ মার্চ। আইন অনুসারে কেউ আন্তর্জাতিকে থাকলে সে কারাবাসে দণ্ডনীয়। পৃঃ ১০৪

(১০২) ১৮৭১ সালের গ্রীষ্মে বিসমার্ক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির চ্যান্সেলার বেইস্ট শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮৭১ সালের ১৭ জুন বিসমার্ক বেইস্টের কাছে স্মারকপত্র পাঠিয়ে জানান আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে জার্মানিতে ও ফ্রান্সে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ১৮৭১ সালের আগস্টে হাশটেইনে জার্মান ও অস্ট্রীয় সম্রাটদের সাক্ষাৎকালে এবং ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে জাল্ৎস্বুর্গে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একত্র সংগ্রামের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্ন পেশ করা হয় বিশেষ আলোচনার জন্য।

আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযানে যোগ দেয় ইতালীয় সরকার, ফলে ১৮৭১ সালের আগস্টে ছত্রভঙ্গ করা হয় নেপ্‌ল্‌সের শাখাকে এবং সমিতির ত. কুনো প্রভৃতি সভ্যের বিরুদ্ধে দমননীতি চলে। ১৮৭১ সালের বসন্তে ও গ্রীষ্মে স্পেনের সরকার শ্রমিক সংগঠনাদি ও আন্তর্জাতিকের শাখার বিরুদ্ধে দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করে; এর ফলে স্প্যানিশ ফেডারেল পরিষদের সদস্য মোরা, মোরাগো ও লোরেনৎসো লিস্‌বনে চলে যেতে বাধ্য হন। পৃঃ ১০৪

(১০৩) মার্কসের প্রস্তাব অনুসারে লণ্ডন সম্মেলন ব্রিটেনের জন্য ফেডারেল পরিষদ গঠনের ভার দেয় সাধারণ পরিষদকে, কেননা ১৮৭১ সালের শরতের আগে অবধি এরূপ পরিষদের কাজ চালিয়ে আসছিল সাধারণ পরিষদ। ১৮৭১ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিকের ব্রিটিশ শাখাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ। কিন্তু প্রথম থেকেই তার পরিচালনায় চলে যায় হেল্‌সের নেতৃত্বে একদল সংস্কারবাদী, তারা সাধারণ পরিষদ এবং আয়ারল্যাণ্ডের প্রশ্নে প্রলেতারীয়

আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। এই সংগ্রামে হেল্‌স্‌ প্রমুখেরা সুইজারল্যাণ্ডের নৈরাজ্যবাদী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুর্জোয়া-সংস্কারবাদী লোকজন ইত্যাদির সঙ্গে জোট বাঁধে। হেগ কংগ্রেসের পর ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদের সংস্কারবাদী অংশটা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকার করে এবং বাকুনিনপন্থীদের সঙ্গে মিলে সাধারণ পরিষদ ও মার্কসের বিরুদ্ধে কুৎসা অভিযান চালায়। তাদের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ পরিষদের অপরাংশ, যারা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে মার্কস ও এঙ্গেলসকে। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বরের গোড়ায় ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ বিভক্ত হয়ে যায়; যে অংশটি হেগ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল, তারা ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ রূপে সংগঠিত হয় ও সাধারণ পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করে, তার অধিষ্ঠান স্থানান্তরিত হয় নিউ ইয়র্কে। আন্তর্জাতিকের ব্রিটিশ ফেডারেশনকে স্বপক্ষে টানার জন্য সংস্কারবাদীদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদ কার্যত টিকে থাকে ১৮৭৪ সাল অবধি। সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিকের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদের সাময়িক বিজয় পরিষদটির উঠে যাওয়ার কারণ। পৃঃ ১০৫

(১০৪) ১৮৭১ সালের দ্বিতীয় লণ্ডন সম্মেলনের 'জাতীয় পরিষদগুলির নামকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে' সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিকে গোষ্ঠীবাদী গ্রুপগুলির প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। পৃঃ ১০৫

(১০৫) ১৮৬২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'কলোকোল' পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত 'রুশী, পোলীয় এবং সকল স্লাভ বন্ধুদের নিকট' বাকুনিনের ঘোষণার কথা বলা হচ্ছে।

'কলোকোল' (ঘণ্টা) — ১৮৫৭-১৮৬৭ সালে রুশ ভাষায় এবং ১৮৬৮-১৮৬৯ সালে রুশ পরিশিষ্ট সহ ফরাসি ভাষায় আ. ই. গের্ৎসেন ও ন. প. অগারিওভ কর্তৃক প্রকাশিত রুশ বৈপ্লবিক-গণতান্ত্রিক পত্রিকা; ১৮৬৫ সাল অবধি প্রকাশস্থল ছিল লণ্ডন, পরে জেনেভা। পৃঃ ১০৬

(১০৬) **'শান্তি ও স্বাধীনতা লীগ'** — একদল পেটি-বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী ও উদারনৈতিকদের দ্বারা ১৮৬৭ সালে সুইজারল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া-শান্তিসর্বস্ববাদী সংগঠন। পৃঃ ১০৬

(১০৭) প্রথম আন্তর্জাতিকের **ব্রাসেল্‌স্‌ কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৮ সালের ৬-১৩ সেপ্টেম্বর। তাতে রেলপথ, ভূগর্ভ, খনি, বন এবং কর্ষিত জমি সামাজিক মালিকানায় তুলে দেবার আবশ্যকতা বিষয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮-ঘণ্টা শ্রমদিন, যন্ত্রের প্রয়োগ এবং শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের ১৮৬৮ সালের বার্ন কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কংগ্রেসে। পৃঃ ১০৬

(১০৮) ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে বার্নে শান্তি ও স্বাধীনতা লীগের কংগ্রেসে এক গোলমেলে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি ('শ্রেণীগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা', রাষ্ট্রের বিলোপ ও উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি) পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য বাকুনিনের প্রচেষ্টার কথা বলা হচ্ছে। অধিকাংশ ভোটে তাঁর খসড়া অগ্রাহ্য হলে বাকুনিন শান্তি লীগ থেকে বেরিয়ে যান ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আন্তর্জাতিক অ্যালায়েন্স স্থাপন করেন। পৃঃ ১০৬

(১০৯) প্রথম আন্তর্জাতিকের **জেনেভা কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের ৩-৮ সেপ্টেম্বর। এটি শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির প্রথম কংগ্রেস, তাতে ছিল ৬০ জন প্রতিনিধি। সাধারণ পরিষদের সরকারি রিপোর্ট হিসাবে পঠিত হয় মার্কস কর্তৃক রচিত 'বিভিন্ন প্রশ্নে প্রতিনিধিদের নিকট সাময়িক কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্দেশ' (এই সংস্করণের ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এর বেশির ভাগ পয়েন্ট কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত রূপে সমর্থিত হয়। শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির নিয়মাবলি ও অনুবিধানও অনুমোদন করে জেনেভা কংগ্রেস। পৃঃ ১০৭

(১১০) প্রথম আন্তর্জাতিকের **লসেন কংগ্রেস** অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ সালের ২-৮ সেপ্টেম্বর। এতে সাধারণ পরিষদের রিপোর্ট তথা স্থানীয় রিপোর্ট পেশ করা হয় যাতে প্রকাশ পায় যে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকের সংগঠন শক্তিশালী হয়েছে। সাধারণ পরিষদকে অগ্রাহ্য করে প্রুধোঁপন্থীরা কংগ্রেসে চাপিয়ে দেয় তাদের আলোচ্যসূচি: দ্বিতীয় বার করে আলোচিত হল সমবায়, নারী শ্রম, শিক্ষার প্রশ্ন, একসারি ব্যক্তিগত প্রশ্নও বাদ গেল না, যাতে সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবিত সত্যকার জরুরী প্রশ্নগুলির আলোচনা থেকে কংগ্রেসের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়। নিজেদের কয়েকটি সিদ্ধান্তও প্রুধোঁপন্থীরা পাশ করিয়ে নিতে পারে। তবে আন্তর্জাতিকের নেতৃত্ব তারা হাত করতে পারে নি। কংগ্রেস তার আগের সংবিন্যাসেই সাধারণ পরিষদকে পুনর্নির্বাচিত করে এবং তার অধিষ্ঠানস্থল লণ্ডনেই রেখে দেয়। পৃঃ ১০৭

(১১১) **নেচায়েভ মামলা** — গুপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে অভিযুক্ত শিক্ষার্থী যুবকদের বিরুদ্ধে মামলা চলে পিটার্সবুর্গে ১৮৭১ সালের জুলাই-আগস্টে। ১৮৬৯ সালেই নেচায়েভ বাকুনিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, রাশিয়ার বেশ কিছু শহরে 'জন হিংসা' নামক ষড়যন্ত্রমূলক সংগঠনের জন্য কাজকর্ম চালায়। এ সংগঠনে প্রচার করা হত 'পরম ধ্বংসের' নৈরাজ্যবাদী ধ্যানধারণা। জার শাসন-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ও তার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামের আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন উচ্চ শিক্ষার্থী যুবক ও অনভিজাত বুদ্ধিজীবীরা নেচায়েভের সংগঠনে যোগ দেয়। বাকুনিনের কাছ থেকে 'ইউরোপীয় বিপ্লবী লীগের' প্রতিনিধিত্বের ম্যাণ্ডেট পেয়ে নেচায়েভ নিজেকে আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি বলে চালাবার চেষ্টা করে এবং তার গড়া সংগঠনের সদস্যদের

বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। ১৮৭১ সালে নেচায়েভ সংগঠন বিধ্বস্ত হয় এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নেচায়েভ যেসব হঠকারী পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল তা মামলায় প্রকাশ পায়।

লণ্ডন সম্মেলন নেচায়েভ মামলার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রচনার ভার দেয় উতিনকে। রিপোর্টের বদলে উতিন ১৮৭২ সালের আগস্টের শেষে আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে পেশ করার জন্য সমিতির বিরুদ্ধে বাকুনিন ও নেচায়েভের শত্রুতামূলক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটি গোপনীয় বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠান মার্কসের কাছে। পৃঃ ১১১

(১১২) *Progrès* (প্রগতি) — বাকুনিনপন্থী পত্রিকা, গিলোমের সম্পাদনায় ফরাসি ভাষায় লোক্‌ল্‌ থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭০ সালের এপ্রিল অবধি। পৃঃ ১১১

(১১৩) *L'Égalité* (সাম্য) — সুইস সাপ্তাহিক; আন্তর্জাতিকের রোমক ফেডারেশনের মুখপত্র, জেনেভা থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর অবধি। কিছু সময়ের জন্য বাকুনিনের প্রভাবে পতিত। ১৮৭০ সালের জানুয়ারিতে সম্পাদকমণ্ডলী থেকে বাকুনিনপন্থীদের বার করে দিতে সমর্থ হয় রোমক ফেডারেল পরিষদ, তারপর থেকে পত্রিকা সাধারণ পরিষদের লাইনের অনুগামী। পৃঃ ১১২

(১১৪) *Le Travail* (শ্রম) — ফরাসি সাপ্তাহিক, আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার মুখপত্র। প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সালের ৩ অক্টোবর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পৃঃ ১১৩

(১১৫) **সমাজকল্যাণ লীগ** — ফ্রান্সে ১৪৬৪ সালে গঠিত সামন্ত আমিরদের সংঘ, রাজা ১১শ লুই একক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে ফ্রান্সকে ঐক্যবদ্ধ করার যে নীতি অনুসরণ করছিলেন তার বিরোধী। ফ্রান্সের 'সাধারণ কল্যাণের' ধ্বনিতে লীগের অংশীরা সংগ্রাম চালাত। পৃঃ ১১৩

(১১৬) *La Solidarité* (একাত্মতা) — নেওশাতেল (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৮৭০) ও জেনেভা (মার্চ-মে, ১৮৭১) থেকে ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত বাকুনিনপন্থী সাপ্তাহিক। পৃঃ ১১৪

(১১৭) **'ফাব্রিক'** ('La Fabrique') বলা হত সে সময় জেনেভা ও তার আশেপাশে ঘড়ি ও অলংকারাদির উৎপাদনকে, তা চলত যেমন হস্তশিল্প কর্মশালা ধরনের ছোটো বড় কারখানায়, তেমনি কুটির শিল্পে। পৃঃ ১১৪

(১১৮) বাকুনিনপন্থী জ. গিলোম ও গ. ব্রাঁ রচিত এবং *Solidarité* পত্রিকার ২২ নং

সংখ্যার ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত ১৮৭০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখের 'আন্তর্জাতিকের শাখাগুলির প্রতি' অভিভাষণের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১১৫

(১১৯) সেদানে পরাজয়ের সংবাদে লিয়োঁর অভ্যুত্থান শুরু হয় ১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর লিয়োঁতে এসে বাকুনিন আন্দোলনের নেতৃত্ব হস্তগত করে নিজের নৈরাজ্যবাদী কর্মসূচি চালাবার চেষ্টা করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর নৈরাজ্যবাদীরা কুদেতার প্রয়াস পায়। কর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং শ্রমিকদের সঙ্গে বাকুনিন ও নৈরাজ্যবাদীদের কোনো সংযোগ না থাকায় এ প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

পৃঃ ১১৫

(১২০) বাকুনিনপন্থী রবিন ১৮৭০ সালের এপ্রিলে প্যারিস ফেডারেল পরিষদের কাছে প্রস্তাব দেন যে শো-দে-ফোনের কংগ্রেসে নৈরাজ্যবাদীরা যে ফেডারেল কমিটি গঠন করেছে তাকে রোমক ফেডারেল কমিটি বলে স্বীকার করা হোক। সুইজারল্যাণ্ডে যে ভাঙন ঘটল তার অর্থ কী, সাধারণ পরিষদ তা প্যারিস ফেডারেল পরিষদের কাছে ব্যাখ্যা করার পর ফেডারেল পরিষদ স্থির করে, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের নেই, ওটা সাধারণ পরিষদের বিচারাধীন। পৃঃ ১১৭

(১২১) B. Malon. 'La troisième défaite du prolétariat français'. Neuchâtel, 1871 (ব. মালোঁ, 'ফরাসি প্রলেতারিয়েতের তৃতীয় পরাজয়', নেওশাতেল, ১৮৭১)। পৃঃ ১১৭

(১২২) 'প্রচার ও বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক কর্মের শাখা' গঠিত হয় ১৮৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে, আগস্টে ভেঙে দেওয়া 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্স'-এর জেনেভা শাখার পরিবর্তে। এ শাখার জুকোভস্কি, পেরোঁ প্রভৃতি প্রাক্তন সদস্যরা ছাড়াও তার সংগঠনটিতে অংশ নেন কিছু ফরাসি দেশান্তরী, যেমন জ. গেদ ও ব. মালোঁ।

পৃঃ ১১৮

(১২৩) *La Révolution Sociale* (সমাজবিপ্লব) — অক্টোবর, ১৮৭১ সাল থেকে জানুয়ারি, ১৮৭২ পর্যন্ত ফরাসি ভাষায় জেনেভা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, ১৮৭১ সালের নভেম্বর থেকে নৈরাজ্যবাদী ইউর ফেডারেশনের সরকারি মুখপত্র। পৃঃ ১১৮

(১২৪) *Le Figaro* (ফিগারো) — প্রতিক্রিয়াশীল ফরাসি পত্রিকা, প্যারিসে প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৫৪ সাল থেকে; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সরকারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

Le Gaulois (গল) — রক্ষণশীল-রাজতন্ত্রী ধারার দৈনিক সংবাদপত্র, বৃহৎ বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণীর মুখপত্র, প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ থেকে ১৯২৯ সাল অবধি।

Paris-Journal (প্যারিস পত্রিকা) — পুলিশের সঙ্গে জড়িত প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক সংবাদপত্র, প্যারিসে আঁরি দ্য পেন এটি প্রকাশ করেন ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৪ সাল অবধি। আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউন সম্পর্কে নোংরা কুৎসা ছড়ায়।
পৃঃ ১১৯

(১২৫) ১৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য। পৃঃ ১২১

(১২৬) 'সম্মেলনের বিশেষ সিদ্ধান্ত' — দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে, তাতে উল্লেখ করা হয় জার্মান শ্রমিকেরা তাদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছে।
পৃঃ ১২৫

(১২৭) *Qui Vive!* (কে যায়!) — দৈনিক পত্রিকা, ১৮৭১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায়; ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার মুখপত্র। পৃঃ ১২৫

(১২৮) *Journal de Genève national, politique et littéraire* (জেনেভার জাতীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্রিকা) — রক্ষণশীল সংবাদপত্র, প্রকাশিত হচ্ছে ১৮২৬ সাল থেকে। পৃঃ ১৩১

(১২৯) **ইকারিয়া-পন্থী** — 'ইকারিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক ফরাসি ইউটোপীয় কাবে-র অনুগামী। পৃঃ ১৩৪

(১৩০) ম. আ. বাকুনিনের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৪

(১৩১) ফ্রান্সের সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ১৮৭১ সালের ৬ জুনের সার্কুলার, যাতে আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে একত্রে সংগ্রাম চালাবার জন্য সমস্ত সরকারের কাছে আবেদন করেন জুল ফাভ্র এবং দ্যুফোরের খসড়া আইন পর্যালোচনার জন্য গঠিত কমিশনের পক্ষ থেকে ১৮৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাকাজের রিপোর্টের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৩৫

(১৩২) এখানে এবং পরে জেনেভা কংগ্রেসে গৃহীত এবং লণ্ডনে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম আন্তর্জাতিকের নিয়মাবলি থেকে মার্কস উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
পৃঃ ১৩৭

(১৩৩) এখানে একটু লেখনী-প্রমাদ আছে। সাধারণ নিয়মাবলির ৬ ধারা গৃহীত হয়েছিল ১৮৬৬ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের জেনেভা কংগ্রেসে। দ্রষ্টব্য: 'Congrès ouvrier de l'Association Internationale des Travailleurs tenu à Genève du 3 au 8 septembre 1866'. Genève, 1866, pp. 13-14

(শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির কার্যকরী কংগ্রেস, জেনেভায় অনুষ্ঠিত, ৩-৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৬। জেনেভা, ১৮৬৬, পৃঃ ১৩-১৪)। পৃঃ ১৩৯

(১৩৪) **শ্রমিক ফেডারেশন** তুরিনে গঠিত হয় ১৮৭১ সালে, মাৎসিনিপন্থীদের প্রভাব ছিল তাতে। ১৮৭২ সালের জানুয়ারিতে ফেডারেশন থেকে প্রলেতারীয় অংশটা বেরিয়ে এসে গঠন করে **প্রলেতারীয় মুক্তি সমিতি,** পরে তা আন্তর্জাতিকের শাখা হিসাবে গৃহীত হয়। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সমিতির নেতৃত্বে ছিল পুলিশের গুপ্তচর তের্‌সাগি।

Il Proletario (প্রলেতারি) — ১৮৭২-১৮৭৪ সালে তুরিন থেকে প্রকাশিত ইতালীয় পত্রিকা, সাধারণ পরিষদ এবং লন্ডন সম্মেলনের বিরুদ্ধে বাকুনিনপন্থীদের সমর্থন করে। পৃঃ ১৪০

(১৩৫) ১৮৭১ সালের নভেম্বরে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী স্তেফাননি 'যুক্তিবাদীদের সার্বিক সমাজ' গঠনের প্রকল্প পেশ করেন। এর কর্মসূচি ছিল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পেটি-বুর্জোয়া ইউটোপীয় সমাজতান্ত্রিক ভাবনার খিচুড়ি (সামাজিক সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষিজীবী কলোনি স্থাপন ইত্যাদি)। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক থেকে শ্রমিকদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে ইতালিতে তার প্রভাব বিস্তারে বাধা দেওয়া। সেইসঙ্গে স্তেফাননি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্সের সঙ্গে নিজের একাত্মতা ঘোষণা করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস কর্তৃক স্তেফাননির আসল উদ্দেশ্য এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের স্বরূপ উন্মোচন এবং ইতালীয় শ্রমিক আন্দোলনের কতিপয় নেতার পক্ষ থেকে স্তেফাননি প্রকল্পের বিরোধিতার ফলে ইতালির শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়ার প্রভাবাধীন করার জন্য তাঁর চেষ্টা বানচাল হয়ে যায়। পৃঃ ১৪৯

(১৩৬) **'শাদা কামিজ'** বা **'শাদা ফতুয়া'** বলা হত দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগঠিত গুন্ডাদলকে। শ্রেণীচ্যুত লোকেদের নিয়ে গঠিত এই দলগুলি নিজেদের শ্রমিক বলে চালিয়ে প্ররোচনামূলক শোভাযাত্রাদির আয়োজন করত এবং তাতে করে সত্যকার শ্রমিক সংগঠনগুলি দমনের অজুহাত জোগাত। পৃঃ ১৪৯

(১৩৭) *Neuer Social-Demokrat* (নতুন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) — বার্লিনে ১৮৭১-১৮৭৬ সালে প্রকাশিত জার্মান পত্রিকা, লাসালপন্থী সাধারণ জার্মান শ্রমিক লীগের মুখপত্র; আন্তর্জাতিকের মার্কসীয় নেতৃত্ব ও জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়; বাকুনিনপন্থী ও অন্যান্য প্রলেতারীয় বিরোধী ধারাকে সমর্থন করে। পৃঃ ১৪৯

(১৩৮) ১৮৪২ সালে বার্লিনে প্রকাশিত আ. হাক্সটহাউজেন-এর 'Ueber

den Ursprung und die Grundlagen der Verfassung in den ehmals slavischen Ländern Deutschlands im allgemeinen und des Herzogthums Pomern im besondern' (ভূতপূর্ব স্লাভ ভূমিতে, বিশেষ করে পমেরানিয়া ডাচিতে সমাজকাঠামোর উদ্ভব ও ভিত্তি' বইটির কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৫

(১৩৯) ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন প্যারিসে পেটি-বুর্জোয়া পার্টি 'পর্বত' ইতালিতে বিপ্লব দমনের জন্য ফরাসি সৈন্য প্রেরণের প্রতিবাদে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনী। 'পর্বতের' বহু নেতা ধৃত ও নির্বাসিত হন, অথবা বাধ্য হন দেশ ছেড়ে চলে যেতে। পৃঃ ১৫৫

সাহিত্যিক ও পৌরাণিক চরিত্র

কার্লোস, ডন — স্পেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের (১৫৪৫-১৫৬৮) পুত্রের আদর্শায়িত মূর্তি; পিতার প্রতি বিরুদ্ধতার জন্য নিগ্রহ ও মৃত্যু বরণ করেন। —৪৬

খ্রীষ্ট (যিশু খ্রীষ্ট) — খ্রীষ্টান ধর্মের তথাকথিত প্রবর্তক। —৮০

জোব — বাইবেলের চরিত্র, বহুদুঃখভোগী দরিদ্র, বিনয় ও নিরীহতার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক পুরস্কৃত। —৪৭

ডামোক্লিস — প্রাচীন গ্রীক কিংবদন্তি অনুসারে ডামোক্লিস সিরাকুজের অত্যাচারী প্রভু ডায়োনিসিয়াসের (খ্রীঃ পূঃ ৪ শতক) অনুচর। 'ডামোক্লিসের খড়্গ' কথাটা ব্যবহৃত হয় অনুক্ষণ উদ্যত মহাবিপদের অর্থে। কিংবদন্তি অনুসারে ডায়োনিসিয়াসের কাছে নিমন্ত্রণে এসে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ডামোক্লিসকে মানুষের নিরাপত্তাহীনতা নিশ্চিত করার উদ্দেশে তিনি তাঁকে নিজের সিংহাসনে বসিয়ে মাথার ওপর ঘোড়ার একটি লোমের সঙ্গে বেঁধে ক্ষুরধার খড়্গ ঝুলিয়ে রাখেন। —৮

পিস্টল — শেক্সপিয়রের 'চতুর্থ হেনরি', 'পঞ্চম হেনরি' এবং 'ফুর্তিবাজ পরচর্চী' নাটকের চরিত্র, ধড়িবাজ, বুজরুক, কাপুরুষের প্রতীক। —৯৭

পুর্সোনিয়াক — মলিয়েরের 'পুর্সোনিয়াক বাবু' প্রহসনের প্রধান চরিত্র, ভোঁতা, অজ্ঞ, গ্রাম্য অভিজাতের প্রতীক। —৪৯

ফলস্টাফ — শেক্সপিয়রের 'ফুর্তিবাজ পরচর্চী' ও 'চতুর্থ হেনরি' নাটকের চরিত্র, কাপুরুষ, ভাঁড় ও মাতাল। —৪২

মহম্মদ — ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বলে কথিত। —১৩৪

মেগেরা — প্রাচীন গ্রীক অতিকথায় প্রতিহিংসার দেবী, ক্রোধ ও হিংসার প্রতিমূর্তি তিনজনের একজন। রূপকার্থে, কুটিল, দজ্জাল নারী। —৮৮

যিসুস নাভিন (যেগোশুয়া বেন নুন) — কিংবদন্তি অনুসারে বাইবেলের চরিত্র, পবিত্র শিঙার ধ্বনি আর নিজের যোদ্ধাদের জিগির দিয়ে জেরিকো শহরের দেওয়াল চূর্ণ করে।—৫৬

শাইলক — শেক্সপিয়রের 'ভেনিসীয় বণিক' মিলনান্ত নাটকের চরিত্র; নৃশংস কুসীদজীবী, হুণ্ডির শর্ত অনুসারে ঋণ শোধে অক্ষম অধমর্ণের দেহ থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবার দাবিদার।—৪৯

হারাকিউলিস — দৈহিক পরাক্রম ও বীরকীর্তির জন্য প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক অতিকথার জনপ্রিয় নায়ক।—৩৭

হেকাটা — প্রাচীন গ্রীক অতিকথায় ত্রিমুণ্ডা, ত্রিদেহী জ্যোৎস্নার দেবী, মৃতের পাতাল রাজ্যের পিশাচ ও অপচ্ছায়ার অধিষ্ঠাত্রী, অকল্যাণ ও মায়ার বরদা।—৮৮

নামের সূচি

অ

অজের (Odger), **জর্জ** (১৮২০-১৮৭৭) — ইংরেজ জুতা-মিস্ত্রি, ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতা, সংস্কারবাদী, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৪-১৮৭১), তার সভাপতি (১৮৬৪-১৮৬৭), ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের বিরোধিতা করেন, তাঁর দলদ্রোহিতা নিন্দিত হওয়ায় সাধারণ পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। —১০২, ১০৯

অব্রিয়াল (Avrial), **অগ্যুস্তে** (১৮৪০-১৯০৪) — ফরাসি শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, বামপন্থী প্রুধোঁবাদী, আন্তর্জাতিকের সদস্য, প্যারিস কমিউনের জনৈক কর্মকর্তা, পরে দেশান্তরী। —১২৬

অরেল দ্য পালাদিন (Aurelle de Paladines), **লুই জাঁ বাতিস্ত** (১৮০৪-১৮৭৭) — ফরাসি জেনারেল, যাজকপন্থী, ১৮৭১ সালে মার্চ মাসে প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর সেনানায়ক, ১৮৭১ সালের জাতীয় সভার প্রতিনিধি। —৫০, ৫১, ৫৩

অর্লিয়ান্স — ফ্রান্সের রাজবংশ (১৮৩০-১৮৪৮)। —৭৫, ৮১

অসমাঁ (Haussmann), **জর্জ এজেঁ** (১৮০৯-১৮৯১) — ফরাসি রাজনৈতিক কর্মকর্তা, বোনাপার্টপন্থী, সেন জেলার প্রিফেক্ট (১৮৫৩-১৮৭০), প্যারিস পুনর্নির্মাণের কাজ চালান। — ৭৫, ৮৯, ৯০

আ

আফ্র (Affre), **দেনি অগ্যুস্ত** (১৭৯৩-১৮৪৮) — ফরাসি যাজক, প্যারিসের আর্চ-বিশপ (১৮৪০-১৮৪৮), ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থানের সময় সরকারী সৈন্যদের হাতে নিহত। —৯১

আলেক্সান্দর, দ্বিতীয় (১৮১৮-১৮৮১) — রুশ সম্রাট (১৮৫৫-১৮৮১)। —৩৪

আলেক্সান্দ্রা (১৮৪৪-১৯২৫) —

ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিস্তিয়ানের কন্যা; ১৮৬৩ সালে প্রিন্স অব ওয়েল্স্-এর সঙ্গে বিবাহিত, ১৯০১ সালে ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মহিষী। —৫৫

ই

ইওদ (Eudes), **এমিল দেজিরে ফ্রাঁসোয়া** (১৮৪৩-১৮৮৮) — ফরাসি বিপ্লবী, ব্লাঙ্কিপন্থী, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল এবং প্যারিস কমিউনের সদস্য; কমিউন দমিত হবার পর প্রথমে সুইজারল্যান্ডে, পরে ইংলন্ডে যান; ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তনের পর (১৮৮০ সালের রাজক্ষমা পেয়ে) ব্লাঙ্কিপন্থীদের কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কমিটির অন্যতম সংগঠক। —১৫

উ

উতিন, নিকোলাই ইসাকভিচ (১৮৪৫-১৮৮৩) — রুশ বিপ্লবী, ছাত্র আন্দোলনের অংশী, দেশান্তরী, আন্তর্জাতিকের রুশ শাখার অন্যতম সংগঠক, 'নারোদ্নয়ে দিয়েলো' (জন সাধনা)-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য (১৮৬৮-১৮৭০), বাকুনিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে যান। —১২৫

এ

এর্ভে (Hervé), **এদুয়ার** (১৮৩৫-১৮৯৯) — ফরাসি প্রাবন্ধিক, *Journal de Paris* পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক, বুর্জোয়া উদারনীতিক, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর অর্লিয়ান্সপক্ষীয়। —৮৭, ৮৮

এস্পার্তেরো (Espartero), **ভালদোমেরো** (১৭৯৩-১৮৭৯) — স্পেনের জেনারেল ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, রাজপ্রতিভূ (১৮৪১-১৮৪৩), সরকারের প্রধান (১৮৫৪-১৮৫৬), প্রগতিপন্থী পার্টির নেতা। —৪৪

ও

ওয়েন (Owen), **রবার্ট** (১৭৭১-১৮৫৮) — মহান ইংরেজ ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। —১৩৪

ওয়েল্সের প্রিন্সেস — আলেক্সান্দ্রা দ্রষ্টব্য।

ক

কয়েতলগোঁ (Coëtlogon), **লুই শার্ল এমানুয়েল**, কাউণ্ট (১৮১৪-১৮৮৬) — ফরাসি রাজপুরুষ, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৭১ সালের ২২ মার্চ প্যারিসে প্রতিবিপ্লবী অভিযানের অন্যতম সংগঠক। —৫৬

করবোঁ (Corbon), **ক্লদ আর্নাতিম** (১৮০৮-১৮৯১) — ফরাসি রাজনৈতিক কর্মী, প্রজাতন্ত্রী, সংবিধান সভার প্রতিনিধি (১৮৪৮-১৮৪৯), পরে

প্যারিসের একটি জেলার মেয়র, জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি।—৪০

কাবে (Cabet), **এতিয়েন** (১৭৮৮-১৮৫৬)—ফরাসি প্রাবন্ধিক, শান্তিপূর্ণ ইউটোপীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, 'ইকারিয়া ভ্রমণ' গ্রন্থের লেখক।—৯৮

কাভেনিয়াক (Cavaignac), **লুই এজেন** (১৮০২-১৮৫৭)—ফরাসি জেনারেল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের মে মাসে সমরমন্ত্রী, চরম নৃশংসতায় দমন করেন প্যারিস শ্রমিকদের জুন অভ্যুত্থান; কার্যনির্বাহী ক্ষমতার প্রধান (১৮৪৮ সালের জুন-ডিসেম্বর)।—৯১

কামেলিনা (Camélinat), **জেফিরে'** (১৮৪০-১৯৩২)—ফরাসি শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার অন্যতম পরিচালক, প্যারিস কমিউনের শরিক, ১৯২০ সাল থেকে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।—১২৬

কালিঅস্ত্রো (Cagliostro), **আলেক্সান্দ্রো** (আসল নাম **জুসেপ্পে বালজামো**) (১৭৪৩-১৭৯৫) — ইতালীয় দুষ্প্রয়াসী।—১১১

কালোন (Calonne), **শার্ল আলেক্সাঁদ্র** (১৭৩৪-১৮০২)—ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, আঠারো শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় প্রবাসী প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম নেতা।—৭৯

কুগেলমান (Kugelmann), **লুডভিগ** (১৮৩০-১৯০২)—জার্মান চিকিৎসক, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবের শরিক, আন্তর্জাতিকের সভ্য, তার একাধিক কংগ্রেসে প্রতিনিধি; মার্কস পরিবারের সুহৃদ।—১৫৪, ১৫৫

কুজে'-ম'তোবাঁ (Cousin-Montauban), **শার্ল গিয়োম মারি আপলিনের আঁতুয়াঁ, পালিকোর কাউণ্ট** (১৭৯৬-১৮৭৮) — ফরাসি জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৬০ সালে চীনে ইঙ্গ-ফরাসি অভিযানী-বাহিনীর অধিনায়ক, সমরমন্ত্রী ও সরকারের প্রধান (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৮৭০)।—৫০

গ

গর্চাকভ, আলেক্সান্দর মিখাইলভিচ, প্রিন্স (১৭৯৮-১৮৮৩)—রুশ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কূটনীতিক, ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূত (১৮৫৪-১৮৫৬), বৈদেশিক মন্ত্রী (১৮৫৬-১৮৮২)।—৩৪

গানেস্কো (Ganesco), **গ্রেগোরি** (আনুমানিক ১৮৩০-১৮৭৭) — ফরাসি সাংবাদিক, জন্মসূত্রে রুমানীয়, দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের আমলে বোনাপার্টপন্থী, পরে তিয়েরের সরকারের পক্ষভুক্ত।—৭৩

গাম্বেত্তা (Gambetta), **লেওঁ** (১৮৩৮-

১৮৮২)—ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সদস্য (১৮৭০-১৮৭১)।—৪১

গালিফে (Galliffet), **গাস্তোঁ আলেক্সান্দর অগ্যুস্ত, মার্কুইস** (১৮৩০-১৯০৯)—ফরাসি জেনারেল, প্যারিস কমিউনের অন্যতম জল্লাদ।—৫৮, ৫৯, ৯৬, ৯৭

গিও (Giuod), **আডল্ফ সিমোঁ** (জন্ম ১৮০৫)—ফরাসি জেনারেল, ১৮৭০-১৮৭১ সালে প্যারিস অবরোধের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক।—৪১

গিজো (Guizot), **ফ্রাঁসোয়া পিয়ের গিয়োম** (১৭৮৭-১৮৭৪) — ফরাসি বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাজপুরুষ, ১৮৪০ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত কার্যত ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির পরিচালক।—৪৫

গিলোম (Guillaume), **জেম্‌স** (১৮৪৪-১৯১৬) — সুইস শিক্ষক, আন্তর্জাতিকের সভ্য, তার একাধিক কংগ্রেসে অংশ নেন, বাকুনিনপন্থী; বিভেদমূলক কার্যকলাপের জন্য হেগ কংগ্রেসে (১৮৭২) আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত। —১১৪, ১১৫, ১২৭, ১৪১, ১৪৮

গের্ৎসেন, আলেক্সান্দর ইভানভিচ (১৮১২-১৮৭০)—মহান রুশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, বস্তুবাদী দার্শনিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক; ১৮৪৭ সালে বিদেশে চলে যান, সেখানে 'স্বাধীন রুশ ছাপাখানা' স্থাপন করেন, এবং প্রকাশ করেন 'পলিয়ার্নায়া জ্‌ভেজ্‌দা' (ধ্রুবতারা) সংকলন ও 'কলোকোল' (ঘণ্টা) পত্রিকা।—১০৬

জ

জাক্‌মে (Jacquemet) — ফরাসি ধর্মযাজক, ১৮৪৮ সালে প্যারিস আর্চ-বিশপের সাধারণ প্রতিনিধি।—৯২

জুকোভস্কি, নিকোলাই ইভানভিচ (১৮৩৩-১৮৯৫)—রুশ নৈরাজ্যবাদী, দেশান্তরী, গুপ্ত অ্যালায়েন্সের একজন নেতা।—১১০

জোবের (Jaubert), **ইপ্পলিৎ ফ্রাঁসোয়া, কাউণ্ট** (১৭৯৮-১৮৭৪) — ফরাসি রাজনীতিক, রাজতন্ত্রী, সমাজসেবার মন্ত্রী (১৮৪০), ১৮৭১ সালের জাতীয় সভার প্রতিনিধি।—৪৭, ৯৪

ট

ট্যাসিটাস (পুবলিয়স করনেলিয়স ট্যাসিটাস) (আনুমানিক ৫৫-১২০)—বিখ্যাত রোমক ঐতিহাসিক, 'জার্মানি', 'ইতিহাস', 'আন্নাল' গ্রন্থের লেখক।—৮৭

ত

তমা (Thomas), **ক্লেমাঁ** (১৮০৯-১৮৭১) — ফরাসি রাজনৈতিক

কর্মকর্তা, জেনারেল, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী; প্যারিসে ১৮৪৮ সালের জুন অভ্যুত্থান দমনে অংশ নেন; প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়ক (নভেম্বর ১৮৭০—ফেব্রুয়ারি ১৮৭১), বিশ্বাসঘাতকতা করে শহরের প্রতিরক্ষা বানচাল করেন; ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ অভ্যুত্থানী সৈন্যদের হস্তে নিহত।—৫৪, ৫৫, ৬০, ৮২, ৮৩, ৮৫

তলাঁ (Tolain), **আঁরি লুই** (১৮২৮-১৮৯৭)—ফরাসি খোদাইকর শ্রমিক, দক্ষিণপন্থী প্রুধোঁবাদী, আন্তর্জাতিকের প্যারিস শাখার অন্যতম নেতা, আন্তর্জাতিকের লন্ডন সম্মেলন (১৮৬৫) ও একাধিক কংগ্রেসে প্রতিনিধি, ১৮৭১ সালের জাতীয় সভার সদস্য; প্যারিস কমিউনের সময় ভার্সাইয়ের পক্ষে চলে যান ও আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হন।—৬০

তামিজিয়ে (Tamisier), **ফ্রাঁসোয়া লরাঁ আলফোঁস** (১৮০৯-১৮৮০)—ফরাসি জেনারেল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, প্রজাতন্ত্রী; প্যারিস জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়ক (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ১৮৭০), ১৮৭১ সালের জাতীয় সভায় প্রতিনিধি।—৫৫

তায়েফের (Taillefer) — বোনাপার্টপন্থী *L'Étendard* পত্রিকা প্রকাশনার ঘৃণ্য ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।—৪২

তিয়ের (Thiers), **আডল্ফ** (১৭৯৭-১৮৭৭) — ফরাসি বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, অর্লিয়ান্স পক্ষভুক্ত, কার্যনির্বাহী ক্ষমতার প্রধান (মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি) (১৮৭১), প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (১৮৭১-১৮৭৩); প্যারিস কমিউনের ঘাতক।—১৩, ১৬, ২৪, ৩৯-৪০, ৪৩, ৪৪-৫৫, ৫৭-৬০, ৬২, ৬৪, ৭১, ৭৩-৭৪, ৭৬, ৭৮-৮৬, ৮৮-৯১, ৯৪, ১২২, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪

তেইস (Theisz), **আলবের** (১৮৩৯-১৮৮০)—ফরাসি শ্রমিক, প্রুধোঁপন্থী, প্যারিস কমিউনের সদস্য, দেশান্তরী, সাধারণ পরিষদের সভ্য ও তার কোষাধ্যক্ষ (১৮৭২)।—১২২, ১২৬

তের্ৎসাগি (Terzaghi), **কার্লো** (জন্ম আনুমানিক ১৮৪৫) — ইতালীয় অ্যাডভোকেট, তুরিনে 'প্রলেতারীয় মুক্তি' শ্রমিক সমিতির সেক্রেটারি; ১৮৭২ সালে পুলিসের দালাল হয়ে দাঁড়ান।—১৪০

তৈমুর (খোঁড়া তিমুর) (১৩৩৬-১৪০৫)—মধ্য এশীয় সেনানায়ক ও দিগ্বিজয়ী, প্রাচ্যে বিশাল এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।—৫৮

ত্রশ্যু (Trochu), **লুই জুল** (১৮১৫-১৮৯৬) — ফরাসি জেনারেল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, অর্লিয়ান্স পক্ষভুক্ত; জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের

প্রধান, প্যারিসের সশস্ত্র শক্তির সর্বাধিনায়ক (সেপ্টেম্বর ১৮৭০—জানুয়ারি ১৮৭১), বিশ্বাসঘাতকতা করে বানচাল করেন নগরের প্রতিরক্ষা; ১৮৭১ সালের জাতীয় সভার প্রতিনিধি।—৪০, ৪১, ৪৮, ৫২, ৫৫, ৯০

দ

দম্ভ্রভস্কি (Dombrowski), **ইয়ারোস্লাভ** (১৮৩৬-১৮৭১) — পোলীয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী, ১৯ শতকের ৬০-এর দশকে পোল্যাণ্ডে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনে অংশী, প্যারিস কমিউনের জেনারেল, ১৮৭১ সালের মে মাসের গোড়ায় কমিউনের সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ব্যারিকেডে মৃত্যুবরণ করেন।—৭৪

দারবুয়া (Darboy), **জর্জ** (১৮১৩-১৮৭১)—ফরাসি ধর্মতাত্ত্বিক, ১৮৬৩ সালে প্যারিসের আর্চ-বিশপ, ১৮৭১ সালের মে মাসে জামিন হিসাবে কমিউন কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডিত।—১৬, ৯১

দুয়ে (Douay), **ফেলিক্স** (১৮১৬-১৮৭৯)—ফরাসি জেনারেল, সেদানে বন্দী; প্যারিস কমিউনের অন্যতম জল্লাদ, ভার্সাই ফৌজের একজন সেনাপতি।—৮৬

দেমারে (Desmarest) — ফরাসি সশস্ত্র পুলিসের অফিসার, গ. ফ্লুরাঁসের হত্যাকারী।—৫৮

দুফোর (Dufaure), **জুল আর্মাঁ স্তানিস্লা** (১৭৯৮-১৮৮১) — ফরাসি অ্যাডভোকেট ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, অর্লিয়ান্সপন্থীয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৮৪৮ ও ১৮৪৯), বিচারমন্ত্রী (১৮৭১-১৮৭৩, ১৮৭৫-১৮৭৬ ও ১৮৭৭-১৮৭৯), প্যারিস কমিউনের অন্যতম ঘাতক, মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (১৮৭৬, ১৮৭৭-১৮৭৯)।—৫০, ৫৭, ৮০, ৮২, ৮৩, ১০৩, ১০৫, ১৫৩

দুভাল (Duval), **এমিল ভিক্তর** (১৮৪১-১৮৭১) — ফরাসি শ্রমিক আন্দোলনের জনৈক কর্মকর্তা, ঢালাইকর, আন্তর্জাতিকের সভ্য, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি এবং প্যারিস কমিউনের সদস্য, কমিউনের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল, ১৮৭১ সালের ৪ এপ্রিল ভার্সাইওয়ালারা তাঁকে বন্দী করে গুলি করে মারে।—৫৮

দুরাঁ (Durand), **গুস্তাভ** (জন্ম ১৮৩৫)—ফরাসি জহুরি, পুলিসের চর, ১৮৭১ সালের অক্টোবর মাসে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বহিষ্কার করা হয় আন্তর্জাতিক থেকে।—১২১, ১২৮

ন

নেচায়েভ, সের্গেই গেন্নাদিয়েভিচ (১৮৪৭-১৮৮২) — রুশ বিপ্লবী-ষড়যন্ত্রী, ১৮৬৮-১৮৬৯ সালে

পিটার্সবুর্গে ছাত্র আন্দোলনের অংশী, ১৮৬৯-১৮৭১ সালে বাকুনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, 'জন হিংসা' নামে গুপ্ত সমিতি গড়েন (১৮৬৯), ১৮৭২ সালে সুইস সরকার তাঁকে রুশ সরকারের হাতে তুলে দেয়, মারা যান পিটার-পল দুর্গে।—১১১

নেপোলিয়ন, প্রথম, বোনাপার্ট (১৭৬৯-১৮২১)—ফ্রান্সের সম্রাট (১৮০৪-১৮১৪ ও ১৮১৫)।—১৪, ১৯, ২৮, ৩৩, ৪৬, ৭৩

নেপোলিয়ন, তৃতীয় (লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট) (১৮০৮-১৮৭৩) — প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র, দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (১৮৪৮-১৮৫১), ফ্রান্সের সম্রাট (১৮৫২-১৮৭০)।—৭, ১০, ১১, ২৩, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৬২, ৬৭, ৭২, ৭৫, ৭৮, ৮২, ১১৫, ১২০, ১৩৫, ১৫১, ১৫৫

প

পালিকাও—কুজে-মঁতোবাঁ দ্রষ্টব্য।

পিক (Pic), **জুল**—ফরাসি সাংবাদিক, বোনাপার্টপন্থী, *Étendard* পত্রিকার কর্মনির্বাহী সম্পাদক।—৪২

পিকার (Picard), **এজেঁ আর্তুর** (জন্ম ১৮২৫)—ফরাসি রাজনৈতিক কর্মী ও ফাটকা বাজারের ব্যাপারী, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী।—৪২, ৪৩

পিকার (Picard), **এর্নেস্ত** (১৮২১-১৮৭৭)—ফরাসি অ্যাডভোকেট ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারে অর্থমন্ত্রী (১৮৭০-১৮৭১), তিয়েরের সরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৭১), কমিউনের অন্যতম ঘাতক, পূর্বোক্তের ভাই।—৪২, ৫০, ৫৮, ৯৪

পিয়া (Pyat), **ফেলিক্স** (১৮১০-১৮৮৯)—ফরাসি প্রাবন্ধিক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে অংশী, ১৮৪৯ সালে দেশান্তরী; লণ্ডনের ফরাসি শাখাকে ব্যবহার করে বেশ কিছু বছর ধরে মার্কস ও আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে কুৎসাভিযান চালান; প্যারিস কমিউনের সদস্য।—১২০, ১২১

পিয়েত্রি (Pietri), **জোসেফ মারি** (১৮২০-১৯০২)—ফরাসি রাজপুরুষ, বোনাপার্টপন্থী, প্যারিস পুলিসের প্রিফেক্ট (১৮৬৬-১৮৭০)। —২৫, ৮০, ১২৭

পুয়ে-কের্তিয়ে (Pouyer-Quertier), **অগ্যুস্তেঁ তমা** (১৮২০-১৮৯১) — ফ্রান্সের বৃহৎ কলমালিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী (১৮৭১-১৮৭২)।—৫০, ৮৪

পেন (Pène), **আঁরি** (১৮৩০-

১৮৮৮) — ফরাসি সাংবাদিক, রাজতন্ত্রী, ১৮৭১ সালের ২২ মার্চ প্যারিসে প্রতিবিপ্লবী অভিযানের অন্যতম সংগঠক।—৫৬

প্রুধোঁ (Proudhon), **পিয়ের জোসেফ** (১৮০৯-১৮৬৫)—ফরাসি প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিদ, পেটি বুর্জোয়ার মতপ্রবক্তা, নৈরাজ্যবাদের অন্যতম জনক।—১৮, ১৯

ফ

ফগ্‌ট (Vogt), **কার্ল** (১৮১৭-১৮৯৫) — জার্মান প্রকৃতিবিদ, অর্বাচীন বস্তুবাদী, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী; জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশী, ৫০-৬০-এর দশকে প্রবাসে লুই বোনাপার্টের বেতনভোগী গুপ্তচর।—৪২, ১৫৫

ফগ্‌ট (Vogt), **গুস্টাভ** (১৮২৯-১৯০১) — সুইস অর্থনীতিবিদ, বুর্জোয়া শান্তিসর্বস্ববাদী, শান্তি ও মুক্তি লীগের অন্যতম সংগঠক; কার্ল ফগ্‌টের ভাই।—১০৬

ফাভ্‌র (Favre), **জুল** (১৮০৯-১৮৮০)—ফরাসি অ্যাডভোকেট ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা; বৈদেশিক মন্ত্রী (১৮৭০-১৮৭১), জার্মানির সঙ্গে প্যারিসের আত্মসমর্পণ এবং শান্তিচুক্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালান; প্যারিস কমিউনের ঘাতক, আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম প্ররোচক।—২৪, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৪, ৭৬, ৮৪, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৫

ফার্ডিন্যান্ড দ্বিতীয় (১৮১০-১৮৫৯)—নেপ্‌ল্‌সের রাজা (১৮৩০-১৮৫৯), ১৮৪৮ সালে মেসিনায় গোলা দাগার জন্য বোমা-রাজা উপনাম জুটেছিল।—৪৪

ফুরিয়ে (Fourier), **শার্ল** (১৭৭২-১৮৩৭)—মহান ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী।—১৩৪

ফেররে (Ferré), **তিয়োফিল শার্ল** (১৮৪৫-১৮৭১) — ফরাসি ব্লাঙ্কিপন্থী-বিপ্লবী, প্যারিস কমিউনের সদস্য, সামাজিক নিরাপত্তা কমিশনের সদস্য, পরে তার পরিচালক, কমিউনের উপ-অভিশংসক, ভার্সাইওয়ালারা তাঁকে গুলি করে মারে।—১১৯

ফেরি (Ferry), **জুল ফ্রাঁসোয়া** কামিল (১৮৩২-১৮৯৩) — ফরাসি অ্যাডভোকেট, প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রীদের অন্যতম নেতা; জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকারের সদস্য, প্যারিসের মেয়র (১৮৭০-১৮৭১), বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই চালান, মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (১৮৮০-১৮৮১ ও ১৮৮৩-১৮৮৫), উপনিবেশ জয়ের নীতি অনুসরণ করেন। —৪৩

ফ্রাঙ্কল (Frankel), **লেও** (১৮৪৪-১৮৯৬) — হাঙ্গেরীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা, প্যারিস কমিউনের সদস্য, শ্রম ও বিনিময় কমিশনের অধিকর্তা, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৭১-১৮৭২), হাঙ্গেরির সাধারণ শ্রমিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাকর্স ও এঙ্গেলসের সহকর্মী। —৭৪

ফ্রিডরিখ, দ্বিতীয় ('মহান' বিশেষণভূষিত) (১৭১২-১৭৮৬) — প্রাশিয়ার রাজা (১৭৪০-১৭৮৬)। —১০০

ফ্লুরাঁস (Flourens), **গ্যুস্তাভ** (১৮৩৮-১৮৭১) — ফরাসি বিপ্লবী ও প্রকৃতিপরীক্ষক, ব্লাঙ্কিপন্থী, প্যারিসে ১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর এবং ১৮৭১ সালের ২২ জানুয়ারি অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা; প্যারিস কমিউনের সদস্য, ১৮৭১ সালের এপ্রিলে ভার্সাইওয়ালাদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত। —৫০, ৫৪, ৫৮

ব

বাকুনিন, মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ (১৮১৪-১৮৭৬) — রুশ বিপ্লবী ও প্রাবন্ধিক, জার্মানিতে ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশী; নৈরাজ্যবাদের একজন মতপ্রবক্তা; প্রথম আন্তর্জাতিকে মার্কসবাদের ঘোর বিরোধী; ১৮৭২ সালের হেগ কংগ্রেসে বিভেদমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত। —১০৬, ১১১, ১১২-১১৫, ১২০, ১৩২, ১৪০, ১৪১, ১৪৪-১৪৫, ১৪৮, ১৫১-১৫৩

বাস্তেলিকা (Bastelica), **আন্দ্রে** (১৮৪৫-১৮৮৪) — ফরাসি ও স্পেনীয় শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী, আন্তর্জাতিকের সভ্য, বাকুনিনপন্থী। —১১৪, ১১৫, ১২২, ১২৮

বিসমার্ক (Bismarck), **অটো, ফন শেঙ্হাউজেন, প্রিন্স** (১৮১৫-১৮৯৮) — প্রাশিয়া ও জার্মানির রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং কূটনীতিক, প্রুশীয় যুঙ্কারতন্ত্রের প্রতিনিধি; প্রাশিয়ার সভাপতি-মন্ত্রী (১৮৬২-১৮৭১), জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যান্সেলার (১৮৭১-১৮৯০)। —৮, ১১, ২৬, ৩৪, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৬৮, ৭৬, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০৪, ১৪৬

বেইস্ট (Beust), **ফ্রিডরিখ, কাউণ্ট** (১৮০৯-১৮৮৬) — স্যাক্সনি ও অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, প্রতিক্রিয়াশীল, পররাষ্ট্র মন্ত্রী (১৮৬৬-১৮৭১) ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির চ্যান্সেলার (১৮৬৭-১৮৭১)। —১০৪

বেজিনিয়ে (Vésinier), **পিয়ের** (১৮২৬-১৯০২) — ফরাসি পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, মার্কস এবং আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের বিরোধিতা করেন। —১২৬

বেরজেরে (Bergeret), **জুল ভিক্তর** (১৮৩৯-১৯০৫) — প্যারিস কমিউনের

একজন কর্মকর্তা, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর জেনারেল, পরে দেশান্তরী। —৫৬

বেরি (Berry), **মারিয়া কারোলিনা ফের্দিনান্দা লুইজা, ডাচেস** (১৭৯৮-১৮৭০) — ফ্রান্সের সিংহাসনে লেজিটিমিস্ট দাবিদার শাম্বর কাউন্টের মাতা; ১৮৩২ সালে লুই ফিলিপকে উচ্ছেদের জন্য ভাঁদেতে বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা করেন। —৪৩

বেলে (Beslay), **শার্ল** (১৭৯৫-১৮৭৮) — ফরাসি শিল্পোদ্যোক্তা ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের সদস্য, প্রুধোঁপন্থী, প্যারিস কমিউনের অর্থ কমিশনের সভ্য, ফরাসি ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি, তার জাতীয়করণের বিরুদ্ধে ও তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে না-হস্তক্ষেপ নীতি চালান। —৪৭

বোনাপার্ট — নেপোলিয়ন, তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

ব্রুনেল (Brunel), **আঁতুয়াঁ মাগলুয়ার** (জন্ম ১৮৩০) — ফরাসি অফিসার, ব্লাঙ্কিপন্থী, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, ১৮৭১ সালের মে মাসে ভার্সাই ওয়ালাদের হাতে গুরুতর আহত। —৯৭

ব্লাঁ (Blanc), **গাস্পার** — ফরাসি রাস্তা-মিস্ত্রি, লিওঁতে ১৮৭০ সালের অভ্যুত্থানের শরিক, বাকুনিনপন্থী। —১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৫০, ১৫১, ১৫২

ব্লাঁশে (Blanchet), **স্তানিস্লা** (আসল উপাধি পুরিল) (জন্ম ১৮৩৩) — ফরাসি সন্ন্যাসী, পুলিসের চর, প্যারিস কমিউনে ঢুকে পড়ে, তার স্বরূপ ফাঁস হয়ে যাওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়। —৭৬

ব্লাঙ্কি (Blanqui), **লুই অগ্যুস্ত** (১৮০৫-১৮৮১) — ফরাসি বিপ্লবী, ইউটোপীয় কমিউনিস্ট, একসারি গুপ্ত সমিতি ও ষড়যন্ত্রের সংগঠক, ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে সক্রিয় অংশ নেন, ফ্রান্সে প্রলেতারীয় আন্দোলনের নেতা, একাধিকবার কারাবাসে দণ্ডিত। —১৬, ৫০, ৫৪, ৯১

ভ

ভল্টেয়ার (Voltaire), **ফ্রাঁসোয়া মারি** (প্রকৃত উপাধি আরুয়ে) (১৬৯৪-১৭৭৮) — স্বনামধন্য ফরাসি জ্ঞানপ্রচারক, ডেইস্ট দার্শনিক, ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক। —৫৮, ৭১

ভায়ান (Vaillant), **এদুয়ার্দ মারি** (১৮৪০-১৯১৫) — ফরাসি সমাজতন্ত্রী, ব্লাঙ্কিপন্থী; প্যারিস কমিউনের সদস্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৭১-১৮৭২); ১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী শ্রমিক কংগ্রেসের অংশী; ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০১); প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল-শোভিনিস্ট অবস্থান নেন। —১৭

ভার্লেন (Varlin), **এজেন** (১৮৩৯-

১৮৭১) — ফরাসি শ্রমিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা, বামপন্থী প্রুধোঁবাদী, ফ্রান্সে আন্তর্জাতিকের শাখার অন্যতম নেতা, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, ভার্সাইওয়ালারা তাঁকে গুলি করে মারে। —১২৬

ভালাঁতে (Valentin), **লুই এর্নেস্ত** — ফরাসি জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চের অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে প্যারিসের পুলিস-প্রিফেক্ট। — ৫০, ৫১, ৮০

ভিক্তর-ইমানুয়েল, দ্বিতীয় (১৮২০-১৮৭৮) — সার্দিনিয়ার রাজা (১৮৪৯-১৮৬১), ইতালির রাজা (১৮৬১-১৮৭৮)। —১০৪

ভিনয় (Vinoy), **জোসেফ** (১৮০০-১৮৮০) — ফরাসি জেনারেল, বোনাপার্টপন্থী, ১৮৫১ সালের ২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় কুদেতার অংশী; ১৮৭১ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে প্যারিসের লাট; কমিউনের অন্যতম ঘাতক, ভার্সাইওয়ালাদের রিজার্ভ ফৌজের অধিনায়ক। —৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ১৫৪

ভিলহেল্ম, প্রথম (১৭৯৭-১৮৮৮) — প্রাশিয়ার রাজা (১৮৬১-১৮৮৮), জার্মানির সম্রাট (১৮৭১-১৮৮৮)। — ২৯, ৮৫

ভ্রুবলেভস্কি (Wróblewski), **ভালেরি** (১৮৩৬-১৯০৮) — পোলিশ বিপ্লবী গণতন্ত্রী, প্যারিস কমিউনের জেনারেল; আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য, পোল্যান্ডের জন্য করেসপণ্ডেণ্ট-সেক্রেটারি (১৮৭১-১৮৭২), বাকুনিনপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নেন। —৭৪

ম

মঁতেস্কা (Montesquieu), **শার্ল** (১৬৮৯-১৭৫৫) — স্বনামধন্য ফরাসি বুর্জোয়া সমাজবিদ, অর্থনীতিবিদ ও লেখক, আঠারো শতকে বুর্জোয়া জ্ঞানপ্রচারণার প্রবক্তা, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রবক্তা। —৬৭

মাকমাহন (Mac-Mahon), **মারি এদ্‌ম পাত্রিস মরিস** (১৮০৮-১৮৯৩) — ফরাসি প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, বোনাপার্টপন্থী; সেদানে বন্দী; প্যারিস কমিউনের অন্যতম ঘাতক, ভার্সাই ফৌজের সর্বাধিনায়ক; তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি।—৮৫, ৯১, ৯২

মারকোভস্কি — ফ্রান্সে জার সরকারের দালাল, ১৮৭১ সালে তিয়েরের সরকারের অন্যতম সহচর। —৭৩

মালু (Malou), **জুল** (১৮১০-১৮৮৬) — বেলজিয়মের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী (১৮৪৪-১৮৪৭, ১৮৭০-১৮৭৮), মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (১৮৭১-১৮৭৮); ক্যাথলিক পার্টির লোক। —১০৪

মালোঁ (Malon), **বেন‍ুয়া** (১৮৪১-১৮৯৩) — ফরাসি সমাজতন্ত্রী, আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, পরে দেশান্তরী, নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভেড়েন, পরে পসিবিলিস্টদের একজন নেতা। —১১৭, ১১৮, ১২৬, ১২৯-১৩১, ১৪৬, ১৪৯

মিরাবো (Mirabeau), **অনোরে গাব্রিয়েল** (১৭৪৯-১৭৯১) — আঠারো শতকের শেষে ফরাসি ব‍ুর্জোয়া বিপ্লবের প্রম‍ুখ কর্মকর্তা, ব‍ৃহৎ ব‍ুর্জোয়া এবং ব‍ুর্জোয়া হয়ে ওঠা অভিজাতদের স্বার্থের প্রতিনিধি, 'মহান ফ্রিডরিখের আমলে প্র‍ুশীয় রাজতন্ত্র' প‍ুস্তকের প্রণেতা। —৪৫

মিলার (Miller), **জোসেফ (জো)** (১৬৮৪-১৭৩৮) — জনপ্রিয় ব্রিটিশ প্রহসন অভিনেতা। —৪২

মিলিয়ের (Millière), **জাঁ বাতিস্ত** (১৮১৭-১৮৭১) — ফরাসি সাংবাদিক, বামপন্থী প্র‍ুধোঁবাদী; ১৮৭১ সালের মে মাসে ভার্সাইওয়ালারা তাঁকে গ‍ুলি করে মারে। —৪১, ৯৯

র

রবিন (Robin), **পল** (জন্ম ১৮৩৭) — ফরাসি শিক্ষক, বাকুনিনপন্থী, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের অ্যালায়েন্সের একজন নেতা, সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৭০-১৮৭১), আন্তর্জাতিকের বাসেল কংগ্রেস (১৮৬৯) ও লন্ডন সম্মেলনে (১৮৭১) প্রতিনিধি। — ১১৬, ১২৭, ১২৮

রবের (Robert), **ফ্রিৎস** — স‍ুইস শিক্ষক, আন্তর্জাতিকের সভ্য, বাকুনিনপন্থী। —১১৪, ১৪১

রিগো (Rigault), **রাউল** (১৮৪৬-১৮৭১) — ফরাসি বিপ্লবী, ব্লাঙ্কিপন্থী, প্যারিস কমিউনের সদস্য, সামাজিক নিরাপত্তা কমিশনের প্রতিনিধি, ২৬ এপ্রিল থেকে কমিউনের অভিশংসক, ২৪ মে ভার্সাইওয়ালাদের হাতে ধ‍ৃত হন, বিনা বিচারে গ‍ুলি করে মারা হয় তাঁকে। —১১৯

রিশার (Richard), **আলবের** (১৮৪৬-১৯২৫) — ফরাসি সাংবাদিক, আন্তর্জাতিকের লিয়োঁ শাখার অন্যতম নেতা, গ‍ুপ্ত অ্যালায়েন্সের সভ্য, ১৮৭০ সালে লিয়োঁ অভ্যুত্থানে যোগ দেন; প্যারিস কমিউন দমিত হবার পর বোনাপার্টপন্থী হিসাবে এগিয়ে আসেন। —১১৩, ১১৪, ১১৫, ১২০, ১৫০, ১৫১, ১৫২

রোবিনে (Robinet), **জাঁ ফ্রাঁসোয়া এজেঁ** (১৮২৫-১৮৯৯) — ফরাসি ঐতিহাসিক, পজিটিভিস্ট, ১৮৭০-১৮৭১ সালের অবরোধের সময় প্যারিসের একটি জেলার মেয়র। — ৯৪

ল

লাঁদেক (Landeck), **বের্নার** (জন্ম ১৮৩২) — ফরাসি অলঙ্কার-কর্মী,

আন্তর্জাতিক এবং ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার সদস্য। —১২৭

লাসাল (Lassalle), **ফের্ডিনান্ড** (১৮২৫-১৮৬৪) — জার্মান পেটি-বুর্জোয়া প্রাবন্ধিক, অ্যাডভোকেট, ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে রাইন প্রদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেন, ষাটের দশকের গোড়ায় শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। সাধারণ জার্মান শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩); 'ওপর থেকে', প্রাশিয়ার অধিনায়কত্বে জার্মানির ঐক্য বিধানের পক্ষপাতী, জার্মান শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদী ধারার প্রবর্তক। —১৩৪

লিব্‌ক্নেখ্‌ট (Libknecht), **ভিলহেল্ম** (১৮২৬-১৯০০) — জার্মান ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের প্রমুখ কর্মকর্তা; ১৮৪৮-১৮৪৯ সালের বিপ্লবে অংশী, কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিকের সদস্য; জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা; মার্কস ও এঙ্গেলসের সুহৃদ ও সহকর্মী। — ১৫৫

লুই, চতুর্দশ (১৬৩৮-১৭১৫) — ফ্রান্সের রাজা (১৬৪৩-১৭১৫)। — ১১৮

লুই নেপোলিয়ন — নেপোলিয়ন, তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লুই ফিলিপ (১৭৭৩-১৮৫০) — অর্লিয়ান্সের ডিউক, ফ্রান্সের রাজা (১৮৩০-১৮৪৮)। —১১, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৬৭, ৮২

লুই বোনাপার্ট — নেপোলিয়ন, তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লুই, ষোড়শ (১৭৫৪-১৭৯৩) — ফ্রান্সের রাজা (১৭৭৪-১৭৯২), আঠারো শতকের শেষে ফরাসি বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় মৃত্যুদণ্ডিত। —১৫

লেও (Leo), **অন্দ্রে** (প্রকৃত নাম **লেওনি শাম্প্সে**) (১৮২৯-১৯০০) — ফরাসি লেখিকা, প্যারিস কমিউনের শরিক, পরে দেশান্তরী, বাকুনিনপন্থীদের সমর্থক। —১১৯

লেকোঁৎ (Lecomte), **ক্লদ মার্তেঁ** (১৮১৭-১৮৭১) — ফরাসি জেনারেল, জাতীয় রক্ষিবাহিনীর কামান দখলের জন্য তিয়েরর সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর অভ্যুত্থানী সৈন্যেরা তাঁকে গুলি করে মারে। —৫৪, ৫৫, ৬০, ৮২, ৮৩, ৮৫

লেক্রাফট (Lucraft), **বেঞ্জামিন** (১৮০৯-১৮৯৭) — ইংরেজ শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতা, সংস্কারবাদী, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৪-১৮৭১), ১৮৭১ সালে প্যারিস কমিউনের বিরোধিতা করেন। তাঁর দলদ্রোহিতা নিন্দিত হওয়ায় সাধারণ পরিষদ থেকে বেরিয়ে যান। —১০২

লেফ্রাঁসে (Lefrançais), **গুস্তাভ** (১৮২৬-১৯০১) — ফরাসি শিক্ষক,

আন্তর্জাতিক ও প্যারিস কমিউনের সদস্য, বামপন্থী প্রুধোঁবাদী; সুইজারল্যাণ্ডে দেশান্তরী, সেখানে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন। — ১২৯, ১৩১, ১৪৯

ল্য ফ্লো (Le Flô), **আদোলফ এমান্যুয়েল শার্ল** (১৮০৪-১৮৮৭) — ফরাসি জেনারেল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা; শৃঙ্খলা পার্টির লোক; দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের সময় সংবিধান সভা ও আইন সংসদে প্রতিনিধি। —৫৫, ৬০

শ

শ (Shaw), **রবার্ট** (মৃত্যু ১৮৬৯) — ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের একজন কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৪-১৮৬৯) ও তার কোষাধ্যক্ষ (১৮৬৭-১৮৬৮), আমেরিকার জন্য করেসপণ্ডেণ্ট সেক্রেটারি (১৮৬৭-১৮৬৯)। —১০৯

শাঙ্গার্নিয়ে (Changarnier), **নিকোলা আন তেওদ্যুল** (১৭৯৩-১৮৭৭) — ফরাসি জেনারেল ও বুর্জোয়া রাজনৈতিক কর্মকর্তা, রাজতন্ত্রী; ১৮৪৮ সালের জুনের পরে প্যারিসের নগর সৈন্যাবাস ও জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়ক, ১৮৪৯ সালের ১৩ জুন প্যারিসে বিক্ষোভযাত্রা ছত্রভঙ্গ করায় অংশ নেন। —৫৭

শালেঁ (Chalain), **লুই দেনি** (জন্ম ১৮৪৫) — ফরাসি শ্রমিক, প্যারিস কমিউন ও তার কমিশনাদির সদস্য; পরে দেশান্তরী, লণ্ডনস্থ ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার একজন, পরে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন। — ১২৬

শেভালে (Chevalley), **আঁরি** — সুইস দর্জি, নৈরাজ্যবাদী। —১১৪

শোতার (Chautard), — ফরাসি গুপ্তচর, লণ্ডনস্থ ১৮৭১ সালের ফরাসি শাখার সদস্য, স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় সেখান থেকে বিতাড়িত। —১২২

শ্‌ভিৎসগেবেল (Schwitzguebel), **আদেমার** (১৮৪৪-১৮৯৫) — সুইস খোদাইকর, আন্তর্জাতিকের সভ্য, গুপ্ত অ্যালায়েন্স ও ইউর ফেডারেশনের একজন নেতা, নৈরাজ্যবাদী; ১৮৭৩ সালে আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত।— ১৪১

স

সাঁ-সিমোঁ (Saint-Simon), **আঁরি** (১৭৬০-১৮২৫) — মহান ফরাসি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রী। —১১১, ১৩৪

সাকাজ (Sacase), **ফ্রাঁসোয়া** (১৮০৮-১৮৮৪) — ফরাসি রাজপুরুষ, রাজতন্ত্রী, ১৮৭১ সালে জাতীয় সভায় প্রতিনিধি। —১৩৫, ১৫৩

সিমোঁ (Simon), **জুল** (১৮১৪-১৮৯৬) — ফরাসি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা,

নরমপন্থী বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রী, জনশিক্ষা মন্ত্রী (১৮৭০-১৮৭৩), কমিউনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম প্রেরণাদাতা; মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (১৮৭৬-১৮৭৭)। —৫০

সুলা (লুশিয়স করনেলিয়স সুলা) (খ্রীঃ পূঃ ১৩৮-৭৮) — রোমক সেনাপতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, কনসাল (খ্রীঃ পূঃ ৮৮), একনায়ক (খ্রীঃ পূঃ ৮২-৭৯)। — ৪৭, ৮৬

সেরাইয়ে (Serrailler), অগ্যুস্ত (জন্ম ১৮৪০) — ফরাসি ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৯-১৮৭২), বেলজিয়মের জন্য (১৮৭০) এবং ফ্রান্সের জন্য (১৮৭১-১৮৭২) করেসপন্ডেন্ট সেক্রেটারি, প্যারিস কমিউনের সদস্য, মার্কসের সহকর্মী। —১২৫

সেসে (Saisset), জাঁ (১৮১০-১৮৭৯) — ফরাসি অ্যাডমিরাল ও রাজনৈতিক কর্মকর্তা, রাজতন্ত্রী, প্যারিসের জাতীয় রক্ষিবাহিনীর অধিনায়ক (২০-২৫ মার্চ, ১৮৭১), ১৮ মার্চের প্রলেতারিয়েত বিপ্লব দমনের জন্য প্রতিক্রিয়ার শক্তি সম্মিলিত করার চেষ্টা করেন; ১৮৭১ সালে জাতীয় সভায় প্রতিনিধি। — ৫৭

স্তেফানোনি (Stefanoni), লুইজি (১৮৪২-১৯০৫) — ইতালীয় লেখক, পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী, বাকুনিনপন্থীদের সমর্থন করতেন। — ১৪৯

স্যুজান (Susane), লুই (১৮১০-১৮৭৬) — ফরাসি জেনারেল, সমর মন্ত্রকের গোলন্দাজ বিভাগের অধিকর্তা, ফরাসি ফৌজের ইতিহাস নিয়ে একাধিক গ্রন্থের লেখক। —৪১

হ

হয়েনট্সলার্নরা — ব্রাণ্ডেনবুর্গ ইলেক্টোরের আমির বংশ (১৪১৫-১৭০১), প্রাশিয়ার রাজবংশ (১৭০১-১৯১৮) এবং জার্মানির সম্রাটবংশ (১৮৭১-১৯১৮)। —২৬, ৭৫

হাকসলি (Huxley), টমাস হেনরি (১৮২৫-১৮৯৫) — ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতিবিদ, ডারউইনের ঘনিষ্ঠ সাথী, তাঁর মতবাদের প্রচারক, সঙ্গতিহীন বস্তুবাদী। —৭০

হাকস্টহাউজেন (Haxthausen), আগস্ট (১৭৯২-১৮৬৬) — প্রুশীয় রাজপুরুষ ও লেখক, রাশিয়ার ভূমিসম্পর্কে গ্রামসমাজের অবশেষ নিয়ে গ্রন্থের রচয়িতা। —১৫৫

হেকেরেন (Heeckeren), জর্জ শার্ল দান্তেস, ব্যারন (১৮১২-১৮৯৫) — ফরাসি রাজনীতিক, রুশ কবি আ. স. পুশকিনের হত্যাকারী; ১৮৪৮ সাল থেকে বোনাপার্টপন্থী, ১৮৭১ সালের ২২ মার্চ প্যারিসে প্রতিবিপ্লবী অভিযানের অন্যতম সংগঠক। —৫৬

হেল্স্ (Hales), জন্ (জন্ম ১৮৩৯) — ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিকের সাধারণ পরিষদের সদস্য (১৮৬৬-১৮৭২), তার সেক্রেটারি, সংস্কার লীগ, ভূমি ও শ্রম লীগে ছিলেন; ১৮৭২ সালের গোড়া থেকে ব্রিটিশ ফেডারেল পরিষদের সংস্কারবাদী অংশের নেতা, ইংলণ্ডে আন্তর্জাতিকের সংগঠনগুলি দখল করার জন্য মার্কস ও তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। — ৯৯

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union